স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে।

প্রেম গাথা।



Apparent pictures of Un-apparent realities.
Zoroaster.
Of God, of Nature, and of Human Life.
Wordsworth.

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা খিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥
পুরাণকর্ত্তা ব্যাসঃ।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন
প্রণীত।

কলিকাতা,
২১।১।৫ নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত
১৩১৯।
চট্টগ্রাম সদরঘাট হইতে শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
মূল্য ১৲ টাকা ; বাঁধা ১।৴০

উৎসর্গ।

বর্ত্তমান যুগের ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ,

পূজ্য শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের কর-কমলে

অকিঞ্চন বাণী-সেবকের,

এই

অযোগ্য

শ্রদ্ধা-উপহার।

প্রকাশকের নিবেদন।

কবির আত্মীয়গণ জানেন, এই কাব্যের মূল বিষয় কবির কিশোর বয়সে 'শ্রীমতী ও রাধা' নামে রচিত হইয়া পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। পরে ১৯০৭ সালে একরূপ পুনর্লিখিত হইয়া মুদ্রণের অপেক্ষা করিতেছিল। অদ্য প্রকাশিত হইল।

বলা বাহুল্য, ইহা একটা গাথা কাব্য বা Rhapsody। এই কাব্য পৌরাণিক ব্রাহ্মণের ভাবগত আদর্শের অনুসরণে বিরচিত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণের কবিতা ততটা বস্তুবিষয়-গত নহে, যতটা তত্ত্বভাবগত। একটা বিশেষ দিক্ হইতে এই ভব-জীবনের চিরন্তন রহস্যটাকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টিশিল্প ও দর্শনের পন্থানুক্রমে উদ্‌ঘাটিত ও নিরূপিত করিতে চেষ্টা হইয়াছে। তাই, এই কাব্য মূলতঃ বৃত্তান্ত-বহুল বা ঘটনা-জটিলতায় মুখর নহে। প্রাচীন অথচ পরিচিত বৃত্তান্ত ও ভিত্তির সাহায্যে এই কাব্যে যেই ভাবতত্ত্ব বিকাশের চেষ্টা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রাণ। অন্য দিকে, ব্যক্তিগত চরিত্র-নিচয়ের অঙ্কনে, কিম্বা বৈচিত্র্য বিধানে উদ্দেশ্য না করিয়া, সর্ব্বত্র সমগ্র আদর্শের একক বিশিষ্টতার পরিস্ফোটনেই

চেষ্টা হইয়াছে ; তাই গ্রন্থে একটী মাত্র মানব চরিত্র। মনে হয়, কবি পৌরাণিকতাকেই বর্ত্তমান যুগোপযোগী কাব্যশিল্পে আকারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; ও মনুষ্যাত্মার ভাবুকতা হইতে সত্যযোগে উদ্গতিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার সাবিত্রী যেমন উপনিষদ্-আত্মাকে, এই কাব্য তেমনি পুরাণের আত্মাকেই আধুনিকের হৃদয় লইয়া ধারণা করিতে চাহিয়াছে। সমস্ত কাব্যটাই একটা বৃহৎ বিস্তারিত গীতি কবিতা। মনুষ্য-জীবনটাকেই একটী সঙ্গীতের হিসাবে পৌরাণিক প্রতিমার মধ্যে আকার দান করার চেষ্টা হইয়াছে।

এই কাব্যের লেখক অন্যত্র পুরাণের মর্ম্ম বিষয়ে যাহা উক্তি করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—"তৃষিত তাপিত মানব হৃদয় কিরূপে অব্যক্তের চিন্তা করে, কল্পনা করে, প্রেম ডোরে তাঁহাকে আকর্ষণ করে ; কেমন করিয়া এই অন্ধকারের দেশে সেই বাঞ্ছিতের আভাস পায়, এই ভবলোকে বসিয়া নিতান্ত সাধারণতার ক্ষেত্রেই তাঁহার কৃপা-সম্মিলন লাভ করে ; কেমন করিয়া তাহার প্রেম-নেত্রে যুগপৎ জড়ের ও ভাবের দেশবাসী স্থূলসূক্ষ্মরূপী সেই পরম পদার্থের আবির্ভাব বা অবতার হইয়া থাকে ;

কেমন করিয়া মিলনে বিচ্ছেদে সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভে হতাশে অভিমানে মানব হৃদয় শতপথে শতভাবে ওই প্রকাশকে ধরিতে বুঝিতে আপনার করিতে চায়; কেমন করিয়া ক্রমে সে প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত আনন্দরসে মজিয়া যায়; ও পরিশেষে কিরূপে এই ভবসমর-ভূমির মধ্যস্থলে, জাগ্রত বিশ্বজনতার সমক্ষে, অথচ সকলের অজ্ঞাতে এবং অতর্কিতে, চিরজীবনের বাঞ্ছিত সত্যসুন্দরকে লাভ করিয়া তদ্গত হইয়া যায়, আপনাকে অদ্বৈত আনন্দে হারাইয়া যায়; মানব হৃদয়ের সেই চিরকালের প্রেম-কথা, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের (চিরগুপ্ত অথচ নিত্য ঘটিত) মিলন-গাথার সংবাদ-বৃত্তান্ত টুকুই পুরাণের মর্ম্ম মধ্যে অনুভব করিতেছি।"

আশা করি, ইহার সাহায্যে এই গ্রন্থের মর্ম্মও কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইবে। তবে, কোন কবির কাব্যই পুনঃপুনঃ পাঠ ব্যতীত নিজের সম্পূর্ণ রস-মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করে না। ইতি।

সদরঘাট
২০।৬।১৯১৮ } শ্রী—

সূচী।



নান্দী।

'আমার হৃদয় বার্ত্তা বিশ্বের হৃদয়ে
ঝঙ্কারে জমিয়া উঠে মধুচ্ছন্দে গীতে ;
প্রাণের বেদনা ব্যথা দীপ্তিমতী হয়ে,
সুধামুখী হয়ে পশে মানুষের চিতে'—
চিরকাল কবিগণে করে এ কামনা।
আমারো কামনা ইহা অহে বিশ্বেশ্বর !
হে সর্ব্বকামনা-বন্ধু, করিতে বন্দনা,
হৃদয় খুলিয়া গেছে দুরাশা-নির্ঝর !
খ্যাত-ব্রত কর এই হৃদয় বিকল ;
মধু-ব্রত কর মতি ! চিনেছি আমারে—
অক্ষম কবির কোথা সান্ত্বনার স্থল,
পদে পদে হতগর্ব্ব বিশ্বের বাজারে !
ভাব যেথা খুঁটিহীন, ভাষা অর্ব্বাচীন,
সেথা যে আপনি তুমি আছ দাঁড়াইয়া,
এই কথা প্রতিপদে ইঙ্গিতে নবীন
এ ক্ষুদ্র গাথায় মম তোল ফুটাইয়া ;
সার্থক করহ কথা—কর অর্থহীন
মহিমা-আভাসে তারে নির্জ্জিত করিয়া।

সদরঘাট,
১১-৪-০৭



স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে।

দ্যাবা পৃথিবী

বা

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে।



প্রেম-গাথা

প্রথম সর্গ।

[ঘটনা]

ধীরে তোল দৃশ্যপট—যমুনার তীর ;
পশ্চিমে শোণিত লেপি রবি অস্ত যায় ;
ক্রুদ্ধ সরীসৃপ মত কিরণ রুধির
আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন আসিছে ধরায়।

অনাবৃষ্টি পরিশুষ্ক মরু সর্ব্বদেশ ;
স্থলচরে জলচরে শুধু 'জল জল' ;
পৃথিবীর বক্ষঃ যেন অস্থিমাত্র শেষ
একখানি তাপ-দগ্ধ পিপাসা কেবল।

আকাশে উড়িছে মেঘ, উড়িছে কেবল,
কভু ধরণীর নাহি পূরায় কামনা ;
আজ কতকাল ধরি আছে অচঞ্চল
ধরায় পিপাসা, শূন্যে মেঘের ছলনা।

অনেক দিনের মত আজো একদিন—
হেথায় হতেছে সন্ধ্যা, হোথায় প্রভাত ;
ধরার অপর পৃষ্ঠে, ঊষা অমলিন
করিছে নিদ্রার দ্বারে স্বর্ণ-করাঘাত।

বিতাড়িত হয়ে যেন অন্ধকার রাশি
প্রাচী অন্তরালে আসি দিতেছে দর্শন ;
বনচ্ছায়ে ঘনতর ছায়া মিলিমিশি
তুলিছে গভীর করি বন আয়তন।

অনেক দিনের মত আজো একদিন—
রবি অস্ত যায়, ধরা পাইয়ে আশ্বাস
পশ্চিমের পানে যেন চেয়ে বিমলিন
ফেলিতেছে ভয়রুদ্ধ উত্তপ্ত নিশ্বাস।

ক্ষীণ অনিয়ম শুধু বায়ুর সাগরে—
নিঃশব্দ নিবিড় স্তব্ধ, উর্দ্ধে অচঞ্চল;
শুনিছে কাহার বাণী যেন দুরান্তরে!
ঈষদে ঈষদ্ যেন ক্ষুব্ধ মর্ম্মতল।

যে দেখিতে জানে, যেন সে পাবে দেখিতে-
যবনিকা তলে কোথা পড়িয়াছে ত্বরা!
বহু-বহুকাল ব্যাপি জ্বলিতে জ্বলিতে
প্রকৃতির হিয়া যেন বারি বাষ্পে ভরা।

রবি অস্ত যায়, আর আসে অন্ধকার;
পরস্পরে উদাসীন ভূতল গগন;
এমন সময়ে বসি তীরে যমুনার
ক'জনা গ্রামীনে মিলে করে আলপন।

সেই জাতি—যারা আগে কুরুবর্ষ হতে
এক হাতে হল ধরি, ভল্ল অস্ত্র করে,
হিমাদ্রি শিখর লঙ্ঘি', এ পুণ্য ভারতে
আসিয়াছে, নিজ পথ নিজ হাতে করে।

জগতেরে আদিকালে শিখায়েছে যারা
আর্য্য জীবিকার পন্থা—কৃষি গোচারণ ;
প্রদক্ষিণ অগ্নিমুখে আসি দেবতারা
যাদের প্রদত্ত হবিঃ করিত গ্রহণ !

সমস্ত জগৎ খানি দেব আয়তন,
দেবতায় অধিষ্ঠিত,—জানিত যাহারা ;
উষা সন্ধ্যা ইন্দ্রবহ্নি আদিত্য পবন
যাদের জীবনে কর্ম্মে আছিল পাহারা !

কিসে বৃষ্টি হয়, আর কিসে প্রাণ রয়—
এই এককথা আজি মুখে সবাকার ;
সুন্দরী আভিরপল্লী প্রমোদ নিলয়,
নৃত্যগীত পরিবর্ত্তে তোলে হাহাকার !

সেথায় বাজেনা বেণু গোচারণ কালে ;
নাহি উঠে গ্রামীনের তীব্র উচ্চগীত ;
তপনের অগ্নিময় খেলা এককালে
করেছে সকল খেলা যেন তিরোহিত !

হেথা জলাশয় শুষ্ক, বিশুষ্ক কমল ;
জলোদ্গত শীর্ণ দণ্ডে শুষ্ক কিসলয় ;
শুষ্ক সৈকতেতে বুক স্থাপিয়া কেবল
শুকাইছে নিরাশ্রয় জল নীলীচয় !

হোথায় লতিকা শীর্ণ সহকার কায়
নিসর্গের মৌনীবীর, আছে জড়াইয়া ;
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র অন্তশয্যা প্রায়
রাখিয়াছে তলভাগ কোমল করিয়া !

দস্যুভয়ে মারীভয়ে আজি এককালে
আকুলি উঠিছে যেন সবাকার প্রাণ ;
না কাটায় গ্রামবৃদ্ধ শুষ্ক গল্পজালে
অলস মেঘের মত, দীর্ঘ দিনমান।

সমস্ত দেশের বুকে সারাদিন জুড়ি
বহমান বহ্নি যেন ফুসিয়া বেড়ায় ;
বৃক্ষ লতা জীব জন্তু যে যথায় পড়ি
উদ্দীপ্ত অরণি সম কেবল ধূমায়।

শুষ্ক তৃণ অন্বেষিয়া, এ সন্ধ্যা সময়ে,
চলিয়াছে ক্ষেত্রপানে শীর্ণ ধেনুপাল ;
অবশ চরণে পিছে, চারিদিক চেয়ে,
নিতান্ত বৃদ্ধের মত চলেছে রাখাল।

শান্তিময়ী সন্ধ্যা আসে ; গৃহস্থ যাহারা
পল্লীপথে যে যাহার নিজ কাজে যায় ;
হাসি নাই, গল্প নাই, অতি স্বতন্তরা
ঘটকক্ষে আভিরিণী চলে যমুনায়।

যমুনা আপনি আজ কৃপণ সলিলা ;
সভয় কম্পিত পদে ধীরে ধীরে চলে ;
দুইদিকে বহুদূর বালিময় বেলা ;
সরু রজতের রেখা শুধু মধ্যস্থলে।

পাহাড়ের পরে সারি উঠেছে পাহাড়
 শিলাময় রুক্ষমূর্ত্তি ; গ্রামখানি বসি
বিনম্র শিষ্যার মত, পদতলে তার
 শুষ্ক মুখে বুকে শূন্যে চেয়ে দিবানিশি !

জনকের সন্নিকটে, মৃণ্ময় কলস
 ঈষৎ আনত কক্ষে বাম হাতে ধরি,
শান্ত গোধূলীর মত চাহি অনলস
 দাঁড়ায়ে রয়েছে এক সরলা কিশোরী।

শুনে কি না শুনে বালা কথা সবাকার,
 বুঝে কি না বুঝে, তাহা জানা সুকঠিন ;
আপন আলোক মগ্ন তনুটী তাহার
 সন্ধ্যার মতন যেন অতি তনুহীন !

সন্ধ্যার মতন তার আরক্ত অম্বর
 সম্বরি রাখিতে নারে দেহের আভায়—
সিন্দূর জলদ খণ্ডে যেন মনোহর
 সান্ধ্য কিরণের ঢেউ পড়েছে ধরায়।

আকাশে সবিতা চলে, মেঘে ঢাকা কায়া
বিষাদ মাখিয়া দেয় বদনে ধরার—
ওরি মত পড়িতেছে মুখে বালিকার
জনকের বদনের ভাবান্তর ছায়া !

যুগ্মভুরু তলে আঁখি কোমল উজ্জ্বল,
অসামান্য ব্যক্তি তাহে ; ললাটে মোহন
পরেছে সোণার টিপ—জ্যোতিঃ ছলছল
মনে হয় উন্মীলিছে অপর নয়ন।

কি এক সুষমা আভা অফুটন্ত দেহে—
দেবতার পায়ে ফুল, যেই দেবগণ
ভ্রমেন কমলবনে, সৌরভের মোহে
নরের হৃদয়-পদ্মে পাতেন আসন।

কি কথা হইতেছিল ? কিসে বৃষ্টি হয় !
আরম্ভিবে ইন্দ্রযজ্ঞ ; হোতা পুরোহিত
উদ্গাতা অধ্বর্য্যু কেবা ? নৈবেদ্য সঞ্চয়
কি করিবে সমাপিতে বেদের বিহিত ?

'হে ইন্দ্র আকাশবাসী হে বিশ্ব ঈশ্বর
দয়া কর দয়া কর'—শত সম্মিলিত,
আকুল পূরিত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিবে স্বর,
উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরিতে ধ্বনিত !

বিদারিয়া ব্যোমদেশ, ধরি সূক্ষ্মরথে,
নিবেদিবে দেবতার সিংহাসন তলে—
কোথায় বিপন্ন প্রজা হুতবহ পথে
হবিঃ উপায়ন ভার নিবেদে ভূতলে ।

সে জ্ঞাত—অজ্ঞাত ক্রিয়া, লোকহিত তরে
দ্রষ্টা ঋষিগণ যাহা করি তা সাধন
প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞানে ; অনাকাঙ্ক্ষা ভরে
আপনারা রহিতেন প্রণবে মগন ।

"কে সে পিতা, বল কেন এত পূজা তার—
কোথা সে ?" জিজ্ঞাসে বালা কুতূহল চিত্তে-
শিশুর বিস্ময়-প্রশ্ন, ভঙ্গীতে যাহার
পড়েনি কালিমা রেখা তর্কের মসীতে ।

"হে বিভো হে অন্তর্য্যামী সহস্র নয়ন
ক্ষম' এই অজ্ঞানারে! রাখ সৃষ্টি তব,
ধরার বিদীর্ণ বক্ষে করহ বর্ষণ
অমৃত রূপিণী তব কৃপা অভিনব।

"বহুদিন দেখি নাই আকাশের পটে
সুবিপুল ধনু তব, হৃদয় নন্দন;
আমাদের হিতে যাহে বৃত্রে সংহারিতে
শরজালে দিঙ্মণ্ডল করি আচ্ছাদন।

"আজি এ অহল্যা বধূ করে হাহাকার,
উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলি শূন্যে চাহি রয়;
বিরহে জ্বলিয়া যায় যৌবন তাহার;
হে সুন্দর, হে দয়িত, কেন নিরদয়?

হা মা! কি দেখাব তোরে, বুঝাই কি বলে?
বিশ্বভুবনের পতি সে প্রিয় সুন্দর;
জগতেরে আলিঙ্গিয়া লয়ে আছে কোলে,
প্রকট মুরতি তার—ওই নীলাম্বর!"

সে কি কথা! বুঝিল সে? ভাবিল সে বালা,
'কেন তবে এতদিন কহ নাই তারে?
কহিত সে, কাঁদিত সে, সাধিত তাহারে—
ওই ঊর্দ্ধ দেশবাসী সে প্রিয় সুন্দরে!

'কেন সে কৃপণ এত, এত নিরদয়?
বারি লয়ে পূরিয়া সে রেখেছে ভাণ্ডার;
যজ্ঞ বিনা, পূজা বিনা দেবে না নিশ্চয়!
এত কষ্ট ঘটায়েছে দেশে সবাকার!

'আহা তার গাছগুলি—গেছে শুকাইয়া!
পাতা গুলি সাদা হয়ে একে একে খসে!
রাখিতেই নারিল সে—এতই করিয়া—
নিতি নিতি জল বহি' কলসে কলসে!'

ভাঙ্গিল জটলা; ধীরে, উচ্চিন্ত মানসে,
দুঃখিত গ্রামীনগণ গৃহ পানে যায়।
যেতে যেতে কহে বালা চাহিয়া আকাশে,
"দয়া কর, দয়া কর, হে সুন্দর রায়!

"এ দেশেরে কর পুনঃ মধুর সুন্দর ;
মুছাও এ' যত সব নয়নেতে জল ;
পাতা লতা তরু মাঠ সরিৎ ভূধর
কেমন সুন্দর তুমি বুঝুক কেবল !

"সকলে হাসুক, আর সে হাসির মাঝে
তলে তলে আঁকা হোক হাসিটী তোমার !
যেমন সে দেখা যায় প্রভাতে ও সাঁঝে,
হাসির ভিতরে হাসি জলে যমুনার !"

অপূর্ব্ব সুরভি-রসে মাতিল বালিকা,
হৃদয়ের অনাবিল সদ্ভাব উদয়ে ;
যে সৌরভ ছুটে যায়, হৃদয় কলিকা
সহসা ফুটিয়া যবে বিশ্বপ্রাণে বহে !

ওকি কথা শুনেছে সে ? আহা নীলাম্বর—
সে কি তবে নাম তার ? কিবা তার রূপ ?
ভাবিছে ভাবিছে বালা—ওহি ভাবনার
মাঝে যেন, গুপ্ত কোথা আনন্দের কূপ !

আকাশের আড়ে ঢাকি' দেহ আপনার
সন্ধ্যাতারা তার পানে মিটি মিটি হাসে !
বালা ভাবে, হৃদয়ের বারতা তাহার
গেছে হোথা—কে ডাকিছে সঙ্কেতে আভাষে !

সে সঙ্কেত আসে যেন দশদিকময়,
আজি পরিচিত যত পুরাতন হতে :
আভাস, আভাস শুধু—নাহিক নিশ্চয় ;
মিলাইয়া যায় যাহা পরখি দেখিতে।

কি ভাবিবে, কি দেখিবে, পারিবে বুঝিতে !
মধু—মধুময় আজি হিয়া বালিকার—
উচ্ছ্বসিত সদ্য ফুল, মরম যাহার
আসন্ন অলির গীতি পেয়েছে শুনিতে।

যাইতে যাইতে বালা দেখে, আকাশেতে
লেগেছে বিচিত্র খেলা! ছায়াবাস পরা,
ঈশান নৈঋত বায়ু—সর্ব্বদিক হতে,
তাড়াতাড়ি, সারি সারি ছুটেছে কাহারা !

একি হল অকস্মাৎ! দেখিতে দেখিতে!
এ শূন্য উত্তপ্ত বুকে দগ্ধ গোধূলির—
দিবসের চিতা সম—হেথা আচম্বিতে,
কোথা হতে বহিতেছে শীতল সমীর!

বিজলী-চমকে যেন, দূর নভঃকোণে,
আকাশের সীমাহীন বিদেশ হইতে
কে গেল সঙ্কেত দিয়ে—তর্জ্জনী-হেলনে
গেল কি না গেল দেখা! আঁখি পলকিতে

মুহূর্ত্তে, ছাইয়া গেল গগনের দেশ
সেনা পারিষদে তার ঘন-ঘনাকারে!
বিজলী-বিশিখ ভরা নিষঙ্গ নিকরে
থেকে থেকে উজলিল নিঃশব্দ নিবেশ!

একটী রঙ্গিন মেঘ, প্রেম নিমন্ত্রণে,
আলসে লালসে, যেন অলকার পুরে
যেতেছিল পথ ধরি'; এ সংবাদ শুনে
বাহুড়ি আপন স্থানে দাঁড়াইল ফিরে!

একখানি শ্রান্তমেঘ পশ্চিম সাগরে
আছিল লুলিত শিরে ঝিমাইতে রত ;
সাড়া পেয়ে, দৃপ্ত বক্ষে ছুটিল সত্বরে,
গভীর উল্লাস-মদে উন্মত্তের মত।

অকস্মাৎ ঝড়বেগে, শত বরষের
সংরুদ্ধ উচ্ছ্বাস সম, মহা কোলাহলে
গিরি দরী হতে যেন হিম পর্ব্বতের
একটী উচ্চণ্ড বাত্যা ছুটে গেল চলে !

সে আবেগে শুষ্ক পত্রে তৃণের সঞ্চয়ে
রাশি রাশি ধূলা সহ আকাশেতে তুলি
আনন্দ পতাকা সম, বিপুল সম্মোহে
ধরণী রমণী বক্ষঃ উঠিল আকুলি ;

সে আবেগে বনব্যূহে মহানন্দ রবে
আলিঙ্গন শিরে শিরে, শাখা প্রশাখার
মুহূর্ত্তে ব্যাপিয়ে গেল ; বিচিত্র বৈভবে
লহরী জাগিল শীর্ণ বুকে যমুনার !

অকস্মাৎ গুরু গুরু প্রচণ্ড ঘর্ঘর
উপজিল ঘনায়িত বিক্ষুব্ধ বিয়তে
দামিনী হসিত বক্ত্র, তারি প্রতি স্বর
প্রেরিল ধরণী যেন অন্তস্তল হতে!

তারপর, অতিস্থূল চুম্বনের মত
বিকল রোমাঞ্চকরী ফোটার প্রপাত!
তারপর, অনাকুল নিশ্চল সংযত
একস্রোতে অবিরল ধারার সম্পাত!

এইরূপে সারানিশা। আসিল নামিয়া
অশেষে আকাশ হতে আনন্দ তরল;
যে যাহা পাইল যেন রাখিছে ধরিয়া
হ্রদনদী বিল ঝিল আকুল উচ্ছল।

তরুলতা চরাচর সবে ঐক্যব্রত,
উদ্‌গ্রীব উল্লাসে সবে লাগিল ভিজিতে
বিভোর চাতক সম; দিগন্ত-বিতত
এমন উৎসব বুঝি ঘটেনি মহীতে!

কোথা ছিল এ আশিস ! এল কোথা হতে,
অকারণ, অনাহুত, অমন্ত্র প্রচুর !
কে আনিল ! এতদিন ছিলে কি নিদ্রাতে
হে বিভো, বিশ্বতোনেত্র বিশ্বের ঠাকুর ?

একি সত্য ? একি মায়া ? সূত্রহীন খেলা
আজি এ ঘটনা', আর তার প্রার্থনাতে ?
তাহারি কথায় ইহা—বিমুগ্ধা সে বালা
আজি হতে জনে জনে রবে না কহিতে ?



দ্বিতীয় সর্গ ।

[কল্পনা]

প্রাণিত করিয়া সৃষ্টি
থামিয়া গিয়াছে বৃষ্টি ;
সর্ব্বাঙ্গে শ্যামল হাস্য প্রকাশিয়া বসুন্ধরা,
সতত সঞ্চারশীল,
শ্বেত রক্ত পীত নীল,
সজীব মেঘের বক্ষে ছুটিয়াছে মাতোয়ারা ।

অতুলনা বিশ্বধাত্রী
শোভাময়ী দিবা রাত্রি
ভেটে নিত্য পুষ্পভারে উদ্ভিন্ন যৌবনা ক্ষীতি ;
সুবর্ণ কন্দুক ধরি'
উষা ফেলে শূন্যে ছুঁড়ি',
সুহাসিনী সন্ধ্যা ধরে অস্তাচলে হাত পাতি' ।

সরস্বতী দৃষদ্বতী
তরঙ্গিনী বেগবতী ;
আকাশের রসে ভাসে উল্লাসিনী আর্য্যভূমি !
ঋক্ সাম যজুঃ গান
উচ্ছ্বাসে আর্য্যের প্রাণ ;
বিরাট হৃদয় নাচে স্বরগে ধরায় চুমি।

পাই কি না পাই তারে—
কে আছ এ' বিশ্ব আড়ে !
হৃদয় খুজিছে কারে, ডাকিতেছে উভরায় !
সঙ্কেতে আভাষে প্রাণে
কাহার পরশ আনে !
মানুষ খুজিছে তারে শিশু সম মমতায়।

সে মমতা জীবনের
সৃষ্টির অদৃষ্ট ফের ;
সেই কথা মানুষের সকল কথার আগে।
কে তুমি, কে তুমি, কোথা !
লহ হৃদয়ের ব্যথা,
লহ সুখ লহ দুঃখ তপত শোণিত রাগে।

একদা পূর্ণিমা ইন্দু
উথলে জ্যোছনা সিন্ধু ;
দু'পারে আকাশ ধরা স্তব্ধপ্রায় আছে পড়ি ;
উচ্ছ্বসিয়া কূলে কূলে,
আনন্দে আপনা ভুলে,
কালিন্দী অধীর বুকে দেয় শুধু গড়াগড়ি।

তরল লহরী বুকে
নিজেরে ঢালিয়া সুখে,
চাঁদ হতে নামিয়াছে শতশত ছায়া চাঁদ ;
পুষ্পের ঐশ্বর্য্যময়
সুধীর সমীর বয় ;
জ্যোতির্লোকে ফুটে প্রাণ ত্রুটিয়া সংসার বাঁধ

শ্রীমতী এমন কালে
বসি যমুনার কূলে—
এক রাশি সন্ধ্যাফুল হাসিছে পড়িয়া কোলে—
কি যেন ভাবিয়া বালা
আনমনে গাঁথে মালা ;
অঙ্গুলি চম্পক কলি আলিঙ্গিছে ফুলে ফুলে।

উলটি পালটি তুলি'
বিলোল কুন্তল গুলি
লুটিয়া ছুটিতে চায় মোহিত নিশীথ বায় ;
কভু যেন সন্তর্পণে
অলকা-তিলকা দানে
ললিত পরশে লেখে ললাটের সুষমায় !

চৌদিকে কৌমুদী রাশি
দাঁড়ায়েছে যেন আসি ;
সৌরভ সঙ্গীত রূপ ঘনীভূত হোথা সবি' ,
ক্ষীর সিন্ধু তলে রমা—
সিন্ধুজাতা মুক্তা সমা !
জমাট জ্যোছনাময়ী ভুবনমোহিনী ছবি।

ফুলের সহিত কথা !
বালিকার মনোব্যথা
কিবা সে—বরণ ধর্ম্ম কেমন সে, নাহি জানি !
আধজাগা' কৈশোরের
আধজাগা' নয়নের
আধভাষা আধভাবে ভাবিনী সে ব্যথা খানি।

গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
"কথা কও" ভাবে বালা—
কহে যেন—"কথা কও, মালতী কামিনী বেলি
দেখ্ হেথা কেহ নাই
নিস্তব্ধ সকল ঠাঁই,
কতদিন আসিতেছি তোদিগের সাথে খেলি !'

"এখনো ক'বিনে কথা ?"
—যেন কত নিঠুরতা !—
সবে বলে—'মূক ওরা নাহিক ওদের জ্ঞান'
তা নয়, সে কভু নয় ;
তোরা যে পরাণময়—
আমাদেরি হাসি কান্না—যাবার আসার প্রাণ !

"কেন, তোরা এত হাসি,
দুঃখহীন সুখ-রাশি,
ফোটা মুখে চেয়ে রবি' সদাই আমার পানে ?
যখনি উদ্যানে যাই,
হাসি ছাড়া কিছু নাই ;
সুধা নিমন্ত্রণ যেন বসে গেছে স্থানে স্থানে !

"আজি গিয়ে ঝরে পড়ে,
কালিকে আসিস্ ফিরে,
সাথে লয়ে ছোট বড় ভাই বোন শত শত!
কখনোত ভুল করে,
সেফালীর গাছে সরে
যাস্‌নে মালতী তুই—চিরদিন একিমত!

"নাচিয়ে আকুল ভরে,
গন্ধে প্রাণ দিস্ ছেড়ে!
'অপরেরে মধু দিস্ হাসি হাসি বুকে রাখি'?
যাই চলে পাশ দিয়ে,
পাতায় লুকায়ে রয়ে,
সুবাসে আগুলি' তোরা আনিস্ নিকটে ডাকি!

"চাঁদেরে চাহিয়া তোরা
কেঁদে কেন হবি সারা?
প্রভাতে তোদের মুখে অশ্রু, সেকি দেখি নাই?
জানি আমি সব জানি
বল্, তবে বল্ রাণি,—
কেনরে আমার কাছে গুমড়ে রহিস্ ভাই?

বুঝি, অনাদর ভয়ে
থাকিস নীরব হ'য়ে ?
কেমন সুন্দর তোরা নিজে কি বুঝিস্ না রে ?”
ভাবিয়া ভাবের ঘোরে
বালিকা আবেশ ভরে
আদরে কুসুমগুলি চাপিলা বুকের পরে।

আকাশে চাঁদের করে
ঝাঁপিয়া পলক তরে,
চলে গেল একখানি পথিক মেঘের ছায়া ;
বালিকা বিস্মিত দেখি'—
মুহূর্ত্ত-মলিন মুখী
পাতিল কুসুমগুলি দ্বিগুণ হাসির মায়া !

ক্রোড়ে আধ গাঁথা মালা ;
“সেদিন ত—কহে বালা—
“যেন আধ আধ কথা বাহিরিছে হ'ত জ্ঞান ;
যেন সে তিরিষা ভরে,
ছিলে 'জল জল' করে !
দয়া করে সে সুন্দর রাখিল তোদের প্রাণ।”

একি! 'সে সুন্দর' বলি,
বালিকা সকল ভুলি
আকাশের পানে চায়—অধর আভাসে হাসে—
নীল—নীল—শুধু নীল!
কোমল চলন শীল,
দুএকটি ভাঙ্গা মেঘ এদিকে সেদিকে ভাসে!

নীলিমা প্লাবিত করে
কৌমুদী নির্ঝর ঝরে
নিস্তব্ধ ধরণী বুকে জমিয়াছে রাশি রাশি;
দূরে—দূরে—অতি দূরে
যেন ক্রন্দনের সুরে,
অজ্ঞাত কাহার মুখে, বাজিছে মুরলীবাঁশি!

অভাগী বাঁচে কি মরে!
মুগ্ধ গদ গদ স্বরে,
"হে সুন্দর, এস এস, দেখা দাও"—ডাকে বালা-
নিজেরে গোপন করে,
কত ভালবাস মোরে!
এস তব নীল বুকে পরাই কুসুম মালা!

"আমি বলেছিনু বলে
কত বারি বরষিলে!
এসনা এসনা আজি দুটীতে মিশিয়া খেলি!
এস ভাই, ধরাধরি
কলসী কলসী করি,
বাগানের ফুলগাছে দুটীতে সলিল ঢালি!

"তুলে মোরা চাঁপা ফুল
কাণেতে পরিব দুল!
ফুলে ফুলে দুজনায় তাড়াইব প্রজাপতি!
বকুল কামিনী জাতি
ফুলের বিছানা পাতি,
শুয়ে শুয়ে শুনিব হে, ভ্রমর গুঞ্জনগীতি!

"এস ভাই, এস ভাই!"
নিস্তব্ধ আগ্রহে চাই
রহিলা সে ভাবাতুরা শূন্য আকাশের পানে;
পরাণ উন্মাদকর
মধুর মুরলী স্বর
নিশীথ বাতাসে ভাসি, ধীরে পশিতেছে কাণে।

বালিকার সেই আশা—
প্রাণের পিপাসা ভাষা
উন্মুখ আত্মার ডাক ছুটে যাহা ঊর্দ্ধ ধারে।
মানুষের ভাষা দেশে
পঙ্গু সম চলে ক্লেশে ;
বাক্য বিভক্তির বন্ধে কেমনে বাঁধিব তারে !

আবেশে অঞ্চলখানি
ধীরে বক্ষোপরে টানি,
পিপাসী নয়নে বালা আকাশের পানে চায় ;
"এস ভাই, কত ডাকি !
শোন ত হোথায় থাকি !
একবার দয়া করে এস নেমে এ ধরায় !

"আকাশ উদ্যান পরে,
তারকা কুসুম থরে,
জানি তুমি গেঁথে মালা গলায় পরিয়ে থাক ;
সূর্য্যের সম্মুখ ভাগে,
নীল পীত শত রাগে
সজল মেঘের বুকে, তুমি ইন্দ্রধনু আঁক !

"এই দেখ মোর কাছে,
কত রঙ্গা' ফুল আছে!
বুকে তব মালাধনু ফুটাব আঁখির নীরে!
তোমার মেঘের ডাকে
যে ময়ূর নেচে থাকে—
তার শত ধনু-পুচ্ছ পরাব তোমার শিরে!

"তোমার মেঘের শব্দ
এ ভুবন করে স্তব্ধ;
কিসে বা সহিয়ে থাক? ওই না বাজিছে বাঁশি-
আহা, ও মধুর স্বরে
কোথা লয়ে যায় মোরে!
এস তুমি, ওই মত বাজাবে হেথায় আসি!

আ মরি আ মরি! তবে
কেমন সুন্দর হবে!
এস এস, নেমে এস, এস ভাই এস ভাই!"
বলিয়া, শূন্যের পানে
আবেগে বিহ্বল প্রাণে,
চাহিয়া রহিলা বালা—আকুলে রহিলা চাই।

এরূপে আপনা দিয়া,
সে অজ্ঞাতে নিরমিয়া,
নিশ্চল ধারণা দেশে, দেখে যেন—কি সুন্দর !
গোপবালা মনঃপুত,
গলে বনমালা যুত,
নীলাকাশবাসী মূর্ত্তি, গোপাল মুরলীধর !

নয়ন মুদ্রিত করি,
একমনে তাহা হেরি,
হইলা তদ্গত যেন ; নিজেরে ভুলিলা বালা ;
দূরে পুনঃ বাঁশি বাজে ;
বালিকার কাণে বাজে ;
হিয়া করে দুরু দুরু ; বুঝেনা সুখ কি জ্বালা।

জগতের যত ব্যথা—
অবোঝা সুখের প্রথা
প্রাণের পরশে সব—অজানা অবোঝা প্রাণ !
যেই প্রাণ বিশ্ব আড়ে
ইহপারে পরপারে
অনাকুল প্রবাহিছে অখিল, অব্যবধান।

এদিকে অজ্ঞাতে তার,
ঘুরি ঘুরি চারিধার
অন্বেষিয়া নিশাকালে পাগলিনী সে বালারে,
ঋষি সৌকালীন সনে
চঞ্চল আকুল মনে
উত্তরিলা পিতা তার দ্রুত যমুনার পারে।

দেখিলা, উদ্বোধহীন
বালিকা আপনা-লীন!
ঘেরি তারে নাচে বায়ু কুসুম সুবাস মাখি—
দূরে বাঁশরীর তান,
কালিন্দীর কল গান!
তারাগুলি উঁকি মারে নীলিমায় মুখ ঢাকি।

ধীরে ধীরে কাছে যেয়ে
পিতা কহে "দেখ চেয়ে
মহর্ষি! ওই সে—ওই উন্মাদ তনয়া মোর!
বনের পাখীর প্রায়
কোথা আসে, কোথা যায়!
কোথায় ছিঁড়েছে সব স্বভাব বন্ধন-ডোর।

"শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই ;
বাতাসে তুফানে, ওর পরাণে আনন্দ ঢেউ !
শূন্য পানে কি যে চায়,
কেন হাসে, কি যে গায় !
কেন কাঁদে ! অভাগীরে বুঝিতে পারে না কেউ ।"

ঋষি সে বিস্মিত হয়ে,
বালিকার পানে চেয়ে—
অগাধ সমুদ্র যেন হয়েছে গম্ভীর স্থির !
তুইটী নয়ন শিখা
ভেদি দেহ যবনিকা,
পশিতে চাহিছে বুঝি মনোমাঝে শ্রীমতীর ।

বালিকার মুখে কিবা,
অমর আলোক-বিভা !
কেমন প্রশান্তি প্রাপ্ত শৈশবের চপলতা !
স্তব্ধতার সিন্ধুনীরে,
আকাশের সুগভীরে
রেখাভূতা একাকিনী স্থির বিহঙ্গিনী যথা ।

সহসা দাঁড়ায়ে উঠি
—ধেয়ান বন্ধন টুটি—
আলো ঢল ঢল দুটী উষাতারা আঁখি মেলি,
বালিকা আকাশে চেয়ে!
দেহখানি দীর্ঘ হয়ে
আলোক তরঙ্গ যেন,আকাশে পড়িছে ঢলি!

হোথা! ও আকাশে, ওকে!
বালিকা ওকি—কি দেখে!
বিকল ইন্দ্রিয়গণ মানসের ছবিখানি
উঘারি ধরেছে কি রে?
চল শুভ্র মেঘ পরে
ওই কি যায় না দেখা, তারি সে হৃদয়মণি!

"দেখ পিতা, দেখ ওই—
সেই সে সুন্দর—ওই!
ওই মেঘপরে শুয়ে! আহা পিতা, কি সুন্দর!"
পিতা নিরাশ্রিত প্রায়,
মহর্ষির পানে চায়;
ঋষি সে আকাশে চাহি শিহরিত কলেবর!

একি সত্য! একি মায়া!
কি দেখিল স্বপ্ন—ছায়া!
আকস্মিক বাত্যা যথা হৃদয়েতে জলধির,
বহু-বহু দিন ধরি
তুলিত মথিত করি,
প্রত্যয়ে সংশয় বাদে হিয়াখানি সে ঋষির!

তৃতীয় সর্গ।

[ছায়া।]

একটী বৎসর পরে,
আজি পুনঃ নীলাম্বরে
হাসি হাসি সুধামুখ যায় গড়াইয়া ;
এ হাসির স্রোতে ভাসি
হাসির কণিকা রাশি—
তারকা বালিকা গুলি গিয়াছে মজিয়া।

নিস্তব্ধ যামিনী হাসে ;
নিরাকুল শুভ্র বাসে
হাসিছে রজনী গন্ধা জ্যোছনার কোলে ;
মধুর স্বপনী রাত্রি
আকাশের শান্ত যাত্রী ;
পরাণে পরশি' তরু কিসলয় দোলে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ধন
দিকে দিকে তপোবন
জ্যোছনা সমুদ্র মাঝে ডুবিয়া ঘুমায় ;
কোথা উচ্ছ্বসিত প্রাণ
উঠিছে ওঙ্কার গান ;
কোথা উঠে শূন্যে শির জটিল প্রথায় ;

কেহ হৃদয়ের তলে
ডুবিয়া গাহিয়া চলে ;
কোথা নর খুজিতেছে নিসর্গের আড়ে ;
বাক্যের মন্ত্রের সূতে
কেহ ডোবে অতলেতে ;
কেহ খোঁজে জীবনেতে, আলোকে আঁধারে ;

হতাশে আশ্বাসে আশে
জগৎ স্বপনে ভাসে—
দুঃখের মাঝে ও যেন স্পর্শ মধুবাসী !
সবারে হৃদয়ে ধরি
গুপ্ত সুধা দান করি
বহিতেছে ঊর্দ্ধ হতে আকাশের হাসি !

জগৎ হাসিতে ভরা,
হাসি পিয়ে আত্মহারা
বহিছে উজান পানে যমুনা রঙ্গিনী।
সে বালা এমন কালে
যমুনার কুলে কুলে
কি ভাবি নিমগ্ন মনে ভ্রমে একাকিনী।

কাল স্রোতে একহারা,
সৃষ্টির সহস্র ধারা
বহাইয়া বিশ্বময় ডুবেছে বরষ ;
তাহার সঙ্গত ধরি
বিশ্ব হিয়াক্ষুব্ধ করি—
কত আশা কত ভাষা বেদনা হরষ !

কিন্তু বালিকার প্রাণে
সেই এক ছবি ধ্যানে
অবিরত স্মৃতি টানে গিয়াছে চলিয়া ;
নহে আশা নহে ভয়,
সুখ দুঃখ তাও নয়—
কি জানি কি ভাবে বালা গিয়াছে ডুবিয়া !

স্বৃষ্টিময় কোলাহলে
এ জগৎ নিত্য চলে—
মানুষে মানুষে ভেদ, স্থির নিষ্ঠা শুধু;
বিশ্বপদে কারো হিয়া
চলে শুধু পিছলিয়া;
কেহ পিয়ে স্থির হয়ে সত্যকার মধু!

পরাণে ধরে না যাহা
ভাল যেন লাগে তাহা;
তাই সে মানসী মূর্ত্তি ভাবি পাগলিনী
যমুনার তীরে তীরে
বেড়াইত ঘুরে ফিরে
অভেদে দিবস নিশি নিত্য একাকিনী!

নদীর গানের সনে
গাহিত আপন মনে
নদীর নিশ্বাস সাথে মিশাইয়ে শ্বাস।
আনন্দের মৌনময়
বিকচ কুসুম চয়
নিরখি অধরে তার বিকাশিত হাস।

যথায় ঝর্ঝর করি
ঝরিছে নির্ঝর বারি,
মিশাত সে তান সনে হৃদয়, বসিয়া ;
শান্ত নিশা স্ফুট তারা
পেয়ে হত আত্মহারা ;
মেঘেরে ঝরিতে দেখি মরিত কাঁদিয়া।

নিসর্গের হিয়া সনে
নিগূঢ় কি আকর্ষণে
পড়িয়াছে প্রাণ তার কে বলিতে পারে !
এ বিশ্বে জীবন দিয়া,
আপনারে বিলাইয়া,
নিমগ্ন বালিকা হিয়া চৈতন্য সাগরে !

ভালবেসে প্রতিক্ষণে
যে চাহে নিসর্গ পানে
নিসর্গ হৃদয় খোলে সম্মুখে তাহার।
ধ্বনি দূরান্তরে দূরে,
নিসর্গের অন্তঃপুরে,
গোপনে—গভীরে হয় তাহার প্রসার।

পূর্ণিমার কোলে ইন্দু,
ঊষার সিন্দুর বিন্দু,
গগনের কোটী আঁখি, কুসুম সম্ভার,
যে কিছু' এ ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে,
সবে ধরে সে বালার আনন্দ ভাণ্ডার।

কি সুখ—যমুনা পরে
ঢেউ গুলি উঠে পড়ে !
পবন অধীর চুমে তাদের নাচায় !
সন্ধ্যা গগনের পরে
মেঘ ভাসে থরে থরে,
মুমূর্ষু কিরণগুলি মৃদু হাসি যায় !

দূর কাননের ছায়ে,
কালিন্দীর নীল কায়ে,
কি সুখ তরঙ্গ রঙ্গে ভাসে ক্ষুদ্র তরী !
শারদ জ্যোছনা আলা,
কি সুখ—লাজুক বালা
নিঃশব্দ মেঘের বুকে বিজলীসুন্দরী !

কি সুখ—গভীর রাতে,
শিশির শীতল বাতে
চাঁদের কিরণগুলি নামিয়া আসিয়া,
ঢেউ সনে নাচে কেহ,
কেহ অবসন্ন দেহ
শান্ত বেলা ভূমে পড়ে অজ্ঞান হইয়া !

কি সুখ—নিশির বুকে
মিটি মিটি আলো মুখে
তারার মাধুরী, তাহে পরাণের ক্ষুধা !
হিয়া মন বিমোহন
স্তব্ধতার আলিঙ্গন !
নিদ্রামগ্ন বিশ্ব বুকে জাগরণে সুধা !

বালিকার ক্ষুদ্র বুক ;
অজানা অবোঝা সুখ—
অমূর্ত্ত অদ্ভুত সুখ—যেন তারি মাঝে
দেখেছে কাহার ছায়া !
এ বিশ্ব তাহারি কায়া !
এ বিশ্বে আনন্দরূপে কে যেন বিরাজে !

অরূপ সুষমা ভাসে
দেহ তার অধিবাসে,
অনঙ্গ মহিমা মুখে উঠেছে ভাসিয়া !
যাহা কিছু আছে তার
পৃথিবীর নহে আর ;
মন খানি আছে যেন জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া !

"এস সখা, এস সখা !
একবার দাও দেখা"
গগনে চাহিয়া বালা এক মনে গায় ;
আকুলে বাতাস উঠে,
আকুলে সুরভি ছুটে,
বিহ্বল সঙ্গীত ফুটে স্তম্ভিত নিশায়।

"শুধু বলেছিনু বলে
কত বারি বরষিলে,
মেঘের আড়ালে থাকি দিয়েছিলে দেখা !
আজি যে সজল আঁখি
কতবার তোমা ডাকি !
একবার দেখা দাও—দেখা দাও সখা !

"ওই দেখ মেঘগুলি
ভেসে ভেসে যায় চলি,
ওরা সব তব গৃহ! তুমি বা কোথায়?
সখা, দিন রাত ধরি
এ সবে চাহিয়া ফিরি,
কই, কোথাও যে আর দেখি না তোমায়?

"তুলার রাশির প্রায়
ওই এক মেঘ যায়!
ওকি গো তোমার শয্যা! আহা কি বিছানা!
আজি এ মধুর যামী—
এস সখা, এস নামি,
লও মোরে, লও হোথা, শোন এ কামনা!

"শুইয়ে তোমার ক্রোড়ে,
ঘুমের ভিতর-ঘোরে
তোমার সে মুখখানি দেখিব স্বপন!
ও স্বপন ভাঙ্গিবে না,
আর কেহ দেখিবে না!
বাজেরে বলিও, যেন না করে গর্জ্জন!

"বিজলী চপলা মেয়ে,
তাহারে দিবে গো কয়ে,
নাচিবে সে মৃদুপদে মোদের ঘেরিয়া !
চাতকী আকুলে চেয়ে
রহিবে নিস্তব্ধ হয়ে !
উড়িয়া উড়িয়া কত সাধিবে পাপিয়া !

"উঁকি মারিবার আশে
চুপিতে জানালা পাশে
তারা সে আসিবে কত শত শত জন ;
চেয়ে চেয়ে মোহ ভরে
আলো ঢালি মুখ পরে
যাবে তারা, যাবে সখা করিয়া চুম্বন ॥

"মেঘের রথেতে চড়ে
বেড়াইব ঘুরে ঘুরে ;
দেখিব, কেমন করে ধরণী ঘুমায় !
আধ ঘুমে রঙ্গ তুলে
কেমনে যমুনা চলে,
কোথা হতে আসে, আর কোথা চলে যায় !

"কতদিন তোমা' তরে
তুলি ফুল থরে থরে
গাঁথিয়াছি মালা ; শেষে, জলে যমুনার
ভাসিয়া গেছে সে চলি !
এস সখা, লহ তুলি—
গাঁথিয়া তোমার গলে দিব তারাহার।

আকাশের ফুল হারে
বাঁধি দোঁহে দুজনারে,
মেঘের নৌকায় চড়ি করিব ভ্রমণ !
সূর্য্যি সে আগুনে পোরা,
তাহে নাহি যাব মোরা ;
চাঁদের দেশেতে দোঁহে করিব গমন—

ও আকাশে যেই চাঁদ
পেতেছে প্রাণের ফাঁদ
তারাগুলি যার জালে গিয়াছে জড়িয়া !
যুগ যুগান্তর বাহি'
পৃথিবীর পানে চাহি
আগ্রহে যে মুখ গেছে পাণ্ডুর হইয়া।

চাঁদের জ্যোছনা সরে
নিতলে নাহিয়া, পরে
ফিরে আসি, শোব মোরা ওই গিরি শিরে
তারার বিছানা পাতি,
যাবৎ পোহায় রাতি
রঙ্গীন রবির করে, ঊষার সমীরে!”

অদ্ভুত প্রীতির রীতি!
পাগলের আশা গীতি
উঠি পড়ি নামি নামি বাতাসে মিশায়।
যায় কি তাহার স্থানে,
পশে কি তাহার কাণে?
“হে সখা সুন্দর” বলি ডাকিছে যাহায়?

আজি বালা আত্মহারা
উচ্ছ্বাসে উন্মাদ পারা,
দেখিছে—দেখিছে যেন বুকে যমুনার
ধীরে ধীরে স্রোতঃ বয়!
নীলিমা উচ্ছ্বাসময়
দাঁড়ায়ে তাহারি পরে সে সুন্দর তার!

অধরে প্রস্ফুট হাসি,
তাহাতে বাজিছে বাঁশি
বহিয়া বহিয়া যেন হাসির আভাস!
ছুটে সুর চারিধার—
পারাবার কোথা তার!
শূন্যে শূন্যে ছুটিয়াছে ছাইয়া আকাশ!

আকাশে তারকা রাশি
পান করে সেই হাসি!
পাতা লতা ফুলগুলি সে হাসি জড়ায়!
শ্রবণ নয়ন সবে
সেই হাসি অনুভবে!
সে হাসি রসিয়া ছুটে সুরভিত বায়!

সে বাঁশরী যেন গায়—
"আয় বিশ্ব আয় আয়,
কত ভালবাসি তোমা, কর দরশন!
তোমারি আনন্দ তরে
আকাশে বিস্তার করে
বিপুল পুলক পুরী করেছি রচন!

"গ্রহ উপগ্রহ কত
ধ্রুব তারা শত শত
লোকে লোকে কোটী কোটী, ধরণী সংসার!
আসিতে আমার পথে
জীবন আনন্দ রথে
অনন্ত এ সুখ পুরী, তব অধিকার!

"আমারেই খুঁজি' কত
ভুল কর শত শত!
আমাতে আসিতে, ভুলি কত দূরে যাও!
আমি কি তোমার দূরে!
—আছি আমি তোমা' জুড়ে!
প্রিয়তম, ভুলে ঘোরে কত ব্যথা পাও!"

কাহার আহ্বান গীত
ব্যপিয়াছে চারিভিত!
ছুটিয়াছে দিকে দিকে অনন্ত আহ্বান!
বিশ্বের অনন্ত গান
হইয়াছে একতান!
মাঝে পড়ি সমাকুলা সে বালা অজ্ঞান!

অপরূপ এ' অতুল!
এ কিগো সকলি ভুল—
কারে জিজ্ঞাসিবে বালা—আগে পাছে ধারে!
হৃদয় ভাসায়ে বলে,
কি আবেগ বেগে চলে!
কি বোঝে—নিকটে দূরে দেখিছে কাহারে!

চারিদিকে সুরে তানে
মরমে যেন রে আনে
দূর হতে, নিকটের মধুর বারতা!
উল্লঙ্ঘিয়া ধৃতি বৃত্তি
কাহারে পরশে মতি!
বোঝে প্রাণ—নাহি বোঝে—সুমধুর ব্যথা!

কি যে স্বপনের ভাষা
সে সুরে করিছে বাসা!
কোথাকার স্মৃতি যেন সে মুখেতে ভায়!
কোন জন্মে ঘুম ঘোরে
কবে কি দেখিল তারে!
অভাগী গোপের বালা মজিছে তন্দ্রায়।

বিজলী চমকে মেঘে ;
ছুটিল বিজলী বেগে
বালার ধমনী জুড়ি লোহিত বাহিনী ;
নয়ন বিস্ফার করি
সে আলেয়া অনুসরি
যমুনার কূলে কূলে ছুটিলা রঙ্গিনী !

আকুলে উড়িছে কেশ
মুখে নাহি বাক্য লেশ ;
আকুল পিপাসা ক্ষুধা দুনয়নে ভাসে !
নিঃশ্বাস অবশ দেহে ;
নির্ব্বেগ নিরুদ্ধ বহে
বিন্দু বিন্দু স্বেদ বারি কপোলে প্রকাশে !

কণ্ঠক কঙ্কর ফুটি
শ্রীমতীর পদ দুটি
শোভিছে কোমল যেন পুষ্প সচন্দন ;
বালার নাহিক জ্ঞান—
করিয়াছে অন্তর্ধান
সে রূপের অভিসারে বিশ্ব-বিমোহন !

দূরে—দূর বন দেশে
চরণ থামিল এসে ;
নয়ন অজস্র পান করি 'সে সুন্দরে'
আলসে মুদিয়ে আসে ;
হেনকালে চারিপাশে
বাজিল সহস্র বাঁশি পূরি দিগন্তরে !

চকিতে জাগিয়া দেখি
বালিকা স্তম্ভিত, ওকি—
তারা নিশাকর জ্যোৎস্না করিয়া নিরাস,
নীলিমায় সমুল্লাসী
বিশ্বের বিস্তার গ্রাসি
শত শত 'সে সুন্দর' পেয়েছে প্রকাশ !

বাঁশরী সবার করে ;
সৌরভ সম্ভৃত স্বরে
দিগন্ত কুহর যেন করেছে পূরণ !
চারিধারে আগে পাছে
কোটী 'সে সুন্দর' নাচে
সে মূরতি পরিপূর্ণ ভূতল গগন !

চাঁদের তারার করে
'সে সুন্দর' যেন ঝরে!
অদ্ভুত রহস্য, মরি! অদ্ভুত কাহিনী!
সকলেই যেন গায়
"আয় বিশ্ব আয় আয়!"
এ বিশ্বে ব্যাপিত শুধু "আয় আয়" ধ্বনি!

বালার একটী মুখ,
চৌদিকে অনন্ত বুক!
কোথায় লুকায় মরি! যায় কার কাছে?
বালার একটী মালা,
চৌদিকে অনন্ত গলা!
চৌদিকে সহস্র বাহু পসারিয়া আছে!

অনন্তের মাঝে পড়ে,
নারী ছটফট করে!
রেণু রেণু করি যদি দেয় দেহখান,
তবু যে—তবু যে হায়,
কেহ পায়, কেহ চায়!
কণা-কোণ পরিমাণে নহে সংকুলান!

তাহার ধমনী টুটে,
বিজলী উচ্ছ্বাস ছুটে !
ধরা তার আকর্ষণী দিয়াছে ছাড়িয়া !
তরু লতা চন্দ্র তারা
ঘুরিছে চাকের ধারা !
নিশ্চল হইয়া বালা পড়িলা ঢলিয়া !



চতুর্থ সর্গ।

[সত্য ও ছায়া।]

নিবিড় নির্জ্জন চাহি, চাহি ঘন নীরবতা
ডুবিতে প্রাণের মাঝে, শুনিতে প্রাণের কথা।
চাহি আরো সঙ্গোপনে
মিলিতে বঁধুর সনে
পরাণ আস্বাদে যারে—সুমেরু শিখর যথা
তদ্গত হইয়া ভুঞ্জে আকাশের নিস্তব্ধতা।

কোথায় কিশোরী? সেই প্রাণের বাঞ্ছিত তম
আলোকে বিচ্ছিন্ন বৃন্ত, মূর্চ্ছিত শেফালী সম—
মর্ম্ম মাঝখানে যার
ফুটিয়া সুরঙ্গ দ্বার
আলোকে লয়েছে ডাকি প্রাণের অতল তলে,
লোহিতে লোহিত, সিক্ত আনন্দের অশ্রুজলে।

সুনিবিড় বনভূমি, নিস্তব্ধ চাঁদিনী নিশি ;
কালিন্দীর বুকে তারি সঙ্গীত ঘুমায় মিশি।
চৌদিকে কানন ছায়া
আলিঙ্গি' কালিন্দীকায়া
ডুবিয়া গিয়াছে জলে, স্থিতিহীন দেশে তার
রেখেছে নিজেরে করি নিস্পন্দ নিশ্চলাকার ॥

আরো দূর দেশে—যেন বুকের গভীরে তার,
আকাশের শান্ত মূর্ত্তি জমিয়াছে যমুনার
যতদূর দৃষ্টি চলে
নিতল জীবন জলে !
হেথা হোথা তারা-ফোঁটা আনন্দের অশ্রুসম ;
যমুনার বক্ষঃজোড়া সমাধি গভীরতম।

সে বিজনে সে বালিকা জাগ্রতে নিদ্রিতাকারা-
ঢালিছে নয়নে মুখে চন্দ্রমা সুধার ধারা ;
ঈষদে ঈষৎ হাসি
আছে মুখে পরকাশি ;
মুদ্রিত নেত্রের দেশে জ্যোছনা পশিয়া তার
সৃজিয়াছে যেন এক সীমাহীন পারাবার।

বাজিছে মুরলী বাঁশি ব্যাপি হৃদয়ের ব্যোম—
নাহি তথা ধরা রবি নক্ষত্র তারকা সোম!
রবি শশী বাড়া' জ্যোতি—
নিস্তরঙ্গ সিন্ধু ভাতি!
প্রতি অণুকণে শুধু, তার সেই 'সে সুন্দর'!
মহিম প্রণব গীতি গ্রাসিয়াছে চরাচর!

দেখিছে দেখিছে শুধু, তদ্গত হৃদয় তার!
'এসো এসো'—মন্ত্র শুধু অনাকুল আকাঙ্ক্ষার!
আপনার সীমা দেশে
দাঁড়াইয়া ডাকিছে সে
সীমাহীন সে সুন্দরে! সীমার বাহিরে তার
দীপিছে যে দীপ্ত দেশ, হোথা যার অধিকার!

আসিছে, আসিছে কিগো! সে মোহন সে সুন্দর—
শিরে শোভে শিখীপুচ্ছ প্রণব সঙ্কেত ধর!
অধরে ঈষৎ হাস—
অজানা নেশার বাস;
ধরেছে বালার হাতে! সে বিপুল হর্ষমোহে
হৃদয়ের কলি বুঝি ফাটিতে ফুটিতে চাহে!

ধরিয়া বালার হাতে, সুবর্ণ সোপান বাহি'—
ছায়া সম ভাসে যাহা, পায়ে তবু দৃঢ়গ্রাহী—
ধীরে ধীরে নীচে নামি
কোথায় যে গেল থামি,
আঁধারের পুরে যেন, দেহে যা বিষম জাগে!
সজল মরম গীতি কালিন্দীর কাণে লাগে।

কি দেখিল মুগ্ধবালা সহসা নয়ন মেলে?
দেখিল, দাঁড়ায়ে সেহি তাহারি শিয়রতলে!
স্বপ্নপুরে যেই হাসি
মুখে উঠেছিল ভাসি
সেই হাসি লয়ে ছুটে দাঁড়াইলা জাগি বালা!
ভাঙ্গিল দুইটী মেঘে একই চপলা খেলা!

স্বপ্নপুরে যার সাথে করি হাত ধরাধরি
নামিতে নামিতে যেন পশিলা তমসাপুরী,
সে সুন্দর সেকি এই?
সে-ই বটে! সে-ই—সে-ই!
এক সে সূর্য্যের ভাতি বিশ্বাকাশ ব্যাপি রহে-
কেহ ঊষা, কেহ সন্ধ্যা, স্থিতিবশে শুধু কহে!

সেই সে সুন্দর এই ; শুধু, ওই জ্যোছনায়
একটু কালিমা যেন লেগেছে তাহার গায় !
এ বাতাসে ওই মূর্ত্তি
হারায়েছে যেন স্ফূর্ত্তি !
এ আকাশ, এই নদী, ঘুমন্ত বনের ছায়া
স্থূল ছায়া-পাতে যেন ঢেকেছে সে দিব্যকায়া !

দিল সেই হাতে হাত ; পড়িয়ে তাহার বুকে
ক্ষণকাল তরে যেন রহিল লুকায়ে মুখে ;
তারপর, আখি মেলি
মুখখানি উর্দ্ধে তুলি
ফুল্ল ওষ্ঠপুট যেন নিবেদিল তার মুখে—
পুষ্প যথা ধরে মুখ তরুণ অরুণালোকে।

কি সঙ্গীতে, কি সৌরভে মজিল পরাণ তারি !
এ জগতে এ জীবনে পায় নাই কোন নারী।
নটবর শ্যাম রূপ
উচ্ছল রসের কূপ,
দাঁড়ায়ে ধ্যানের মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গে সম্মুখে উলে !
আধ কায়া আধ ছায়া আধ সূক্ষ্ম আধ স্থূলে !

মেঘমালা উড়ি' উড়ি' মাথার উপরে আসি'
বরিষে শিশির সুরকুসুম হৃদয় বাসী!
বিস্ময়ে আকাশচরী,
কিন্নরী অপ্সরী পরী
"ভূলোকে ওকিও!" কহি নয়ন বিস্ফারি চায়—
শিথিল কবরী গন্ধ গলে পড়ে বসুধায়!

সেই বটে, এই সেই—সংশয় কি আর আছে?
দেখিলা দাঁড়ায়ে দূরে, দেখিলা দাঁড়ায়ে কাছে।
টুটি' ধারণার বন্ধ
ক্ষণে ক্ষণে লাগে ধন্ধ—
'আসিলে কি এতদিনে হে সুন্দর নিরদয়?'
পুলকে সে দেহযষ্টি থেকে থেকে শিহরয়!

কি কহিবে? কি শুধিবে? কোথা তার সেই ভাষা?
সহস্র বৎসর—তবু মিটিবে কি এ পিপাসা!
অনিমেষ পায়ী আঁখি
সে মুখের পরে রাখি
আগুনের হিয়া খুলি, সূর্য্যমুখী মত হয়ে
চাহিয়া রহিলা বালা—কেবলি রহিলা চেয়ে!

সে চাহনী একদৃষ্টি, মনের বিলয় করী—
মনের বিকল্প বোঝা তাহাতে ফেলিল হরি ;
পরাণে নিবিড় করি,
অমর রাগিণী ধরি,
বাজিতে লাগিল বাঁশী জড়েতে প্রসারি' প্রাণ ;
এ বিশ্ব নিশ্চল হল শুনিতে সে মহাগান !

অফোটা ফুলের কলি গন্ধে জনমিলা হাসি ;
রহিলা উজানে স্তব্ধ যমুনার বারি রাশি ,
নিশাচর পাখীগুলি
আলোকে পড়িল ঢলি,
বনানী হৃদয়ে তার চাপিল মর্ম্মর ধারা ;
উল্লাসে উজ্জ্বলমুখে ভাসিল আকাশে তারা ;

সদাগতি ধরা বক্ষে দাঁড়াইলা যোগী হয়ে ;
জ্যোছনার প্রতি অণু কুসুমি' ফুটিয়া রহে ;
মুহূর্ত্তের তরে ধরা
প্রাণস্পন্দী কোটী তারা
অনন্ত গগন দেশে স্থগিয়া সঙ্গীত গতি,
শ্রবণে জাগিয়া যেন শুনিলা নিমগ্নমতি !

"আয় আয়, ঘরে আয় জগতের প্রাণগুলি!
ক'দিন প্রবাসে র'বি আপন আবাস ভুলি ?"
ওই সুরে ওই তানে
প্রণবের মহাপ্রাণে—
এ বিশ্ব চিনিলে যারে ছিঁড়ে হৃদয়ের ফাঁশি—
বাজিছে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি কেবলি একটী বাঁশি !

কভু উঠে, কভু নামে, কভু উচ্চে উচ্চতরে
লহরে লহরে স্বর আকাশে ভ্রমণ করে !
কভু কাঁপি কাঁপি নামি'
কোথায় যে যায় থামি—
শ্রুতি শকতির দূরে, ধরিয়ে অস্ফুট ছায়া !
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর হয়ে কোথায় মিশায় কায়া !

স্বপ্ন নিদ্রাপুরে যেন পশিয়া অদ্ভুততম
দেখিতে লাগিলা বালা, সে যে মহাসিন্ধু সম
একাকী অসীমাধার—
আছে-নাই একাকার,
প্রতি অণুকণে তাহে যুগপৎ অনুভূতি—
বিশ্ববাড়া, বিশ্বজোড়া, অসীম আনন্দ রতি !

দেখে, তারি প্রতি অণু ফোটে যেন দেশে কালে
অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে, বুদ্বুদের মত হালে;
কোটি বিশ্ব উঠি ফুটি
ছায়া হয়ে যায় টুটি
পলে পলে—ওতপ্রোত অটল অচল মধু
একা সেই, সীমাহারা আনন্দ সাগর শুধু!

অদ্ভুত দৃষ্টির প্রথা—বুদ্ধি যবে দিশাহারা;
মানুষের দেশে যাহা কেবলি বাতুল ধারা!
বসনের দেশে এসে
বিবস্ত্র যখন পশে,
কি দশা তাহার কহ! উন্মাদের প্রথা লয়ে
আজিকে একটী প্রাণ নাচিছে উলঙ্গ হয়ে!

এরূপে বাজিল বাঁশী সারা নিশীথিনী বাহি';
নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে বালিকা রহিলা চাহি!
শেষে, পোহাইছে নিশা—
মাতাল-আনন্দে মেশা
অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকে 'বউ কথা কহ',
স্বরের করাতে কাটি' স্বপন ছায়া নিবহ!

সে উন্মত্ত পাখী, যার সুর দূর শূন্যে উঠি
আনন্দ হাবোই সম, ঝড়ে বিশ্ব বুকে ফুটি!
আরে পাখী কি করিলি?
কেন রে আগুন দিলি?
ভাঙ্গিলি বধুর তন্দ্রা! কেন মুখ ফুটাইলি?
বিশ্বমাঝে উন্মাদিনী করি তারে ছুটাইলি?

ভাঙ্গিছে আনন্দ রাজ্য—দেখিতে দেখিতে হেন
ছায়া সম মিশে যায় ছায়ার মাঝারে যেন!
"অরে অরে! থাম নথা,
এখনো হয়নি দেখা—
হয়নি একটী কথা"—ফুকারিয়া উভরায়
কাঁদিয়া উঠিল বালা, "একি হল হায়! হায়!"

একি হল? কি করিল? কি ছিল তাহার উনা!
কেন সে দেহেতে দেহ মিলিয়াও মিশিল না!
কেন সে আসিয়া হায়
চলে যায় পুনরায়?
আর কবে, কোনকালে দেখিবে সে, পাইবে সে!
ডুবে যাবে, গলে যাবে, প্রাণে প্রাণ মিশাবে সে!

কে রাখে ধরিয়া তারে! সহসা সে বনতলে
ভাসিল সোপান বীথী, লীন দূর শূন্য কোলে!
ছায়ার সোপান ধরি
চলে গেল সে উত্তরি'!
মুখে বুঝি মৃদু হাসি ছিল তার! গেল চলে
রাখিয়া সমস্ত বিশ্ব পিপাসার কোলাহলে!

একি সত্য! একি মায়া! এ ক্ষুদ্র গোপের বালা—
তার সাথে কে খেলিল এই বিড়ম্বনা খেলা!
হিয়া খানি ভাঙ্গি চুরি
প্রাণ তার নিল হরি?
নির্ব্বাক নীরজ শূণ্য মায়াহীন আছে চাহি!
কোটী কল্প ডাকে নর, একটী উত্তর নাহি!

কিরণ বালিকাগুলি এলো চুলে ছুটে আসি,
হেসে হেসে, কি সে কথা যাইতেছে পরকাশি!
যেখানে যাহারে পায়
চুম্বনে রঙ্গিয়া যায়!
মেঘমালা রাঙ্গামুখে আনন্দ মন্থরে চলে!
দিগঙ্গনা মিটিহাসে উড়ায়ে বলাকাঞ্চলে!

ঊষার আনন্দ সেই, আসে যাহা বিশ্বপ্রাণে—
আধেক পরশে দেহে, আধেক পরশে মনে ;
ধরার আঁধারে থাকি
প্রাণ যাহে মেলে আঁখি
স্বর্গের উৎসব পানে—দিব্য রাগে সুরঙ্গীন
অজানা সুখের ব্যথা বহে বিশ্বে চিরদিন !

অদিতির গর্ব্ভ হতে যম-যন্ত্রে জমাইয়া,
আলোক গোলক সূর্য্যে আনে যাহে ছুটাইয়া ;
দিকে দিকে মহোচ্ছ্বাস
করে সৃষ্টি পরকাশ,
ঝোলে যাহা শূন্যবক্ষে খুঁটি সন্ধি গ্রন্থিহীন,
নামরূপে দিকে দিকে—আদিহীন, অন্তহীন ॥

সে নিশায়—সেইক্ষণে, সুদূর হস্তিনাপুরে,
সমস্ত হৃদয় খানি আকাশের পানে ধরে,
কাহারে ডাকিয়া অতি
কেঁদেছিল এক যতি,
রাজপ্রাসাদের ধারে পর্ণ কুটীরেতে বসি,
পাপে অত্যাচারে হেরি' জগৎ হয়েছে মসী !

ডেকেছিল—"ওহে দেব ! দয়া কর এ ধরারে,
এস তুমি, শঙ্খ চক্র বাঁশরী লইয়া করে" !

আরো কহে ইতিহাসে—
সে নিশা মথুরা বাসে
আবির্ভূত দেহী এক, আকাশের রূপ ধ'রে ;
অপূর্ব্ব ঘটনা যারে উড়াইল ব্রজপুরে।



পঞ্চম সর্গ।

[সংশয়ে ও প্রত্যয়ে।]

হে আকাশ, হে নির্দ্দয় নির্ব্বাক গম্ভীর,
উদাসীন জগতের দুঃখ কোলাহলে,
দয়া কর দয়া কর! পরাণে অধীর
তাহার সংবাদ টুকু দাও শুধু বলে!

যুগ যুগান্তর ধরি স্থির নির্নিমেষ
শূন্য-আখি নিশিদিন রয়েছ চাহিয়া!
শশী সূর্য্য তারাগুলি বালি নির্ব্বিশেষ
কোথা হতে 'হতচ্ছিরি' পড়িল আসিয়া!

ছাড়িতে ঝাড়িতে তাহা কতই যতন
প্রাণপণে,—ভণ্ড সম নিশ্চিন্তের ছলা!
আলোকে মুছিতে, বাড়ে জ্বালা সুতীখন;
মুছিতে আঁধার দিয়ে, দ্বিগুণ উজালা!

হে নির্ম্মম কালরূপ, নাহি কি কোথায়
সে বিধান, যেথা তব আঁখির তারায়
পড়ে এ ধরার ছবি—অশ্রু-ছল-ছল
শিশির বিন্দুটি সম করুণ কোমল ?

ক্ষীণ ক্ষীণতম হোক, পশে না শ্রবণে
আজন্মান্ধ মানবের মহা হাহাকার
ধরাবাসী ?—সংসারের আঁধার গহনে
জীবনে মরণে সৃষ্ট অশ্রুর পাথার !

কি দেখালে মানবীরে ? মহা শূন্য হতে
কে আসিলে স্থূল-সূক্ষ্ম কালরূপ ধরি ?
সত্য ও স্বপ্নের দেশে তড়িৎ-আঘাতে
বালিকার চিত্তখানি দ্বিধাভিন্ন করি ?

কাহারে বুঝাবে বালা, কবে এই কথা ?
সকলে কি হাসিবে না ? আকাশেতে ঘর !
কার পুত্র, কার ভ্রাতা, জ্ঞাতি গোত্র প্রথা
কি তাহার ? এ কথার কি আছে উত্তর ?

তবু, সেকি সত্য নহে—সত্য দৃঢ়তর ?
দেখেছে সে, ধরেছে সে হৃদয়ের কাছে
সেই তারে! সে অতুল নবীন নধর
সুধাবাসী তনুটীর স্পর্শ লেগে আছে

এখনো শরীরে যেন! হৃদয় ভিতর
ঢালিয়া মাধুরী মধু বিপুল যৌতুকে
দেশে দেশে দিকে দিকে লোক হতে লোকে,
গন্ধ হয়ে ব্যাপিয়াছে বিশ্বচরাচর!

সে কি মিথ্যা ? নহে, নহে ; কি করে সকলে
দেখাবে সে, বুঝাবে সে, করাবে প্রত্যয় ?
নিজেই পায়নি কূল ; তাহারো পরাণে
মাঝে মাঝে অতর্কিতে আসে না সংশয়!

গান নাই, সুর শুধু—কেমন সে গান!
ধৃতি নাই—তবু বুঝি অমৃতের কূপ!
সুখ নাই—বিষাদের নিতান্ত নির্ব্বাণ!
রূপ নহে—ছটা শুধু সে কেমন রূপ ?

চলিছে নিখিল বিশ্ব ; নিয়ত চঞ্চল,
ক্ষণগ্রাহী, উভচর মানবের মন
ভিতরে বাহিরে, সত্যে মিথ্যায় বিকল ;
একে ফিরাইতে দৃষ্টি, অন্য অদর্শন।

পৃথিবীর এ জীবন সুপ্তি-জাগরণে
ওতপ্রোত, ক্ষণজীবী অনুভূতি-রাশ ;
হেথা আসে, পলকের প্রতিভা-স্ফুরণে
আলোকের দেশ হতে বিজলীবিভাস !

পিপাসী যেজন শুধু সে পারে লভিতে,
ধরিতে সে প্রতিবিম্ব হৃদয়-দর্পণে !
আলোকে পিপাসা যার, তাহারই চিতে
বরষে করুণা কণা অসঙ্গে গোপনে।

জানে প্রাণ, করুণা সে অনুক্রম-হীন—
আকস্মিক ছটা মনে তাহা চিরদিন ;
জ্যোতির্ম্মুখী বিদেশিনী হৃদয় আকাশে
নিমেষে প্রকাশি, যায় মিলায়ে নিমেষে !

তোমরা বুঝিয়া লও হৃদয় তাহার ;
বোঝাতে পারেনা বলে ভেবোনা বাতুল।
কি দেখেছে—অচিন্ত্য সে, রহস্য অপার—
তবু, তার হিয়া জানে, দেখেনিত ভুল !

এরূপে ভাবিত বালা, পিঞ্জরে যেমন
নভশ্চর পাখী থাকে ছটফট করি
প্রকাশের ভাষা খুজি—প্রকাশের পথ
যতই আবেগ, তত দূরে যেত সরি।

এরূপে প্রাণের কলি ফুটিল তাহার
নিজের আবেগ-রসে ভিতরের হতে,
হাসিতে অশ্রুতে—রীতি অজ্ঞাত যাহার,
আকস্মিক বলে যেন ভাসে যাহা চিতে।

কে বুঝিবে. পরখিবে জীবনের কলি—
ফুল হয়ে ফোটে যাহা আগামী উষার
রূপে রসে পরিপূর্ণ দলগুলি মেলি—
আকস্মিক নাহি কিছু ইতিহাসে তার।

যৌবনে জাগিয়া বালা দেখিলা, সংসার
স্থূল হয়ে, স্থির হয়ে নয়নের কাছে
দাঁড়ায়েছে ঘনরূপে ; চরণে তাহার
নড়ে না সরে না ক্ষীতি, দৃঢ় হয়ে বাঁজে ;

ঈষদে ঈষৎ যেন হৃদয় তাহার
মজিতেছে তার মাঝে ; কভু অতর্কিতে
গলিয়া পড়িয়া তাহে, অমনি চকিতে
উপরে আসিছে ভাসি তৈলের আকার ;

কভু যেন, মত্ত হয়ে মরীচি মায়ায়
চিত্তমৃগ বিশ্বমাঝে ছুটে বারি আশে—
নিরেট কঙ্কর রাশি সত্যের সজ্জায়
প্রকাশে পানীয় হয়ে জ্বালায় উচ্ছ্বাসে !

বুঝিতে লাগিলা বালা, সুধা আভাসিনী,
সুষমা মহিমা যেন যেতেছে সরিয়া
সৃষ্টি হতে ; দিকে দিকে পুলক বাহিনী
ছায়ামাঝে কায়া যেন উঠিছে জমিয়া !

জাগিয়া দেখিলা বালা, সে যে ব্রজপুরে—
অর্দ্ধ যতি অর্দ্ধ গৃহী স্বামীর গৃহিণী ;
কত নীতি, কত স্থিতি, কত আবরণী
সংসার সমাজ প্রথা মানবেরে ঘেরে !

সংসারের শত কার্য্য, শতেক বিধান
তিথি ও নক্ষত্রে বারে অয়নে বৎসরে !
তাঁর মাঝে ছন্ন হয়ে ভিতরের প্রাণ
কাহারে, কাহারে শুধু ডাকিছে কাতরে !

অজ্ঞাতের তৃষ্ণা সেই, যাহার আবহে
ঘুরিছে ঘুরিছে, আর মরিছে সংসার !
সুখ সেত সুখ নহে—ক্ষণের সম্মোহে
ভাতিছে একই অশ্রু হাসির আকার !

মাঝে মাঝে প্রাণ যেন সব ছিন্ন করে,
বিপুল বিদ্রোহ ভরে হাহা'করি উঠি,
বিপুল বিরাট ঊর্দ্ধে নিঃসীম পাথারে
আপনারে ডুবাইতে যায় যেন ছুটি !

ভাবিত, বুঝিত বালা; সংসারের ছায়া
করিত না হিয়া তার ভাবনা আবিল।
ক্ষণেকের ঘনচ্ছায়া আড়ালে বসিয়া
হাসে যথা চিরন্তন গগনের নীল,

সে মূরতি হিয়া মাঝে হাসিছে তাহার,
অনুভব করি ইহা জাগ্রতে স্বপনে,
পলে পলে ধূলাখেলা করি পরিহার
বারেক আসিত ঘুরি ভিতর প্রাঙ্গণে।

যে বালিকা একদিন কৈশোর গুহায়
পেয়েছিলা ঝড়মাঝে হৃদয়ের ঘ্রাণ,
যে বালিকা হৃদয়ের অজানা পন্থায়
বুঝেছিলা অজ্ঞাতের সঙ্কেত মহান্;

তারপরে, ছায়া-আলো-গুপ্ত সুপ্তপ্রাণে
যেন ভবে যেন ভাবে ধরেছিলা যারে—
ছুঁয়েছিলা দেহে মনে, আজি সন্তর্পণে
পরাণে খুঁজিছে তারে, কেবলি তাহারে

আকাশের কান্তি মাঝে তারে মনে পড়ে !
চন্দ্রমার হাসি মাঝে তারি হাসি ভায় !
ফলে ফুলে, কিসলয়ে, সরিতে ভূধরে,
যমুনার নীলে জলে, ঊষায় সন্ধ্যায়,

তারাহারা রজনীর নিস্তব্ধ গভীরে,
নিঝুম দুপুরে পায় আভাস তাহার !
ভিতরে পরশে যাহা আভাসে বাহিরে—
অপূর্ব্ব কুহকে মগ্ন হৃদয় বালার !

'ঘুচাও এ দ্বৈধ সখা, ত্যজ এ ছলনা'—
কাতরে—কাতরে কত ডাকিত সে বালা !
কে বোঝে, মর্ম্মান্তে কত গভীর বেদনা—
দুই দেশে অধিবাসী হৃদয়ের জ্বালা !

এরূপে কাটিছে দিন ; সে নারী যেমন
গুহাতলশায়ী শান্ত মনঃ-সরোবর,
ক্ষুদ্রবুকে বিশ্বভাণ্ড অনন্ত গগন
স্বতলে বিম্বিত যার—গভীর ডহর !

হাসিত ভাসিত বালা, মিশিত সবায়;
সখি প্রতিবেশী সাথে কত মাথামাখি!
তবু যেন, ছিল কত দূরতা কোথায়!
সকলের মাঝে বালা একান্ত একাকী।

সে দূরতা ব্রজে তারে করেছিল রাণী
সখী সংঘে—নর্ম্ম প্রীতি ভীতির ভাগিনী;
ফুল রাজ্যে রাণী ফুল, গুপ্তে মনোদেশে
সুষমা সৌরভ যার রাজত্বে প্রবেশে।

সখীপ্রাণে সন্ধ্যাসম শান্তি নিকেতন—
ঊর্দ্ধে যার জ্যোতির্নেত্রে ঈষারা নীহারি;
স্পৃশ্যা যে, অধৃষ্যা পুনঃ; ঊষারি মতন
প্রাণরম্যা, তবু যার অগম্যা মাধুরী।

বাহিরের হাসিমাঝে মনোদেশবাসী
প্রাণ তার, ভৃঙ্গসম জগতের ফুলে
বিহরিত মধু খুঁজি, এ বিশ্ব নিকাশি[২]
রচেছিল মধুচক্র জীবনের মূলে।

সর্ব্ব সুখদুঃখ হতে গোপনে সঞ্চিয়া—
অপরূপ নেশা যার, সুধা-মেশা ঘ্রাণ
অন্তরের তলে তার ছিল বহমান,
অতর্কিতে বিশ্বলোক দিয়ে চুয়াইয়া।

নীরব, উজ্জ্বল-মুখী—ফুলের মতন,
মধু ও সৌরভে রূপে বিশ্ব মোহিবারে
বিচিত্র ব্যাপার যার—কত আয়োজন!
তিলেক আয়াস রেখা নাহিক উপরে।

অতঃপর, নাহি তাহে বিচিত্র বিপুল
ঘটনার সুগহন দ্বন্দ্বকূট জাল;
চিরকাল—স্বর্গমুখে ফুটে যেই ফুল
সংসারে জীবন তার স্তব্ধ চিরকাল।

এরূপে কাটিছে দিন, একদা উষায়
বসন্তে, বাসন্তী ছটা ভরি বৃন্দাবন,
পুলক-পুষ্পের শর হানিয়া হিয়ায়,
উথলি উঠিতেছিল ছাপিয়া গগন।

অপূর্ব্ব প্রকাশে ভাসে, ভিতরে বাহিরে
সীমা-বৃতি ছিল যাহা গিয়াছে গলিয়া ;
একই আলোক সিন্ধু তরঙ্গ লহরে
বিশ্ব লোকালোক যেন গেছে হারাইয়া !

পবিত্র ঊষার রাগে, যমুনার নীরে
নিমগ্ননিচোল-দেহা সদ্যঃ-স্নান করি
সখিগণ সহ বালা ফিরিতেছে ঘরে,
বারিভরা পূর্ণ ঘট কটি তটে ধরি।

কি শুনিছে কোলাহল! দেখিছে অদূরে
বিপুল জনতা সংঘ ; আগে ধেনুদল ;
উচ্ছ্বসিত নানা বাদ্য তালে আর সুরে ;
অসংখ্য নিশান উড়ে বাতাসে চঞ্চল।

সারা বৃন্দাবন আজ সর্ব্ব কার্য্য ভুলে
মাতিয়াছে বাসন্তিক গোষ্ঠের উৎসবে—
আদিম কালের স্থিতি—মহানন্দে চলে
আবালক বৃদ্ধ বামা গোষ্ঠ পানে সবে !

আগে চলে ধেনুদল সজ্জিত সুন্দর ;
সোণালি মণ্ডিত শৃঙ্গ ; চলনে সুধীর
স্তন ভারে—নেত্র যার ধৈর্য্যের সাগর
মায়ের নয়ন সম প্রশান্ত গভীর ।

তার পর বাল বৃন্দ—চারু অভিযানে—
গোপাল, গোপের শিশু, গোত্র রক্ষাপণ
যাহাদের দীক্ষা-ব্রত, পাঁচনি চালনে
কিম্বা শরাসনে করি মৌর্ব্বী আরোপন ।

সজ্জিত-শরীর সবে নব বসন্তের
নব উপহার-পুষ্পে ; মালতী মালায়
বদ্ধ চূড়া ; সেই স্থলে সবে জীবনের
পরিচিহ্ন নহে যবে বালকে বালায় ।

বালিকা যুবতীগণ চলে পাছে তার
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস-কণ্ঠী সাজে ও সজ্জায়
সঙ্গীতে সৌরভে হাস্যে, চমকে আভায়,
বসন্ত বাগান সম খুলিয়া বাহার ।

তারপর যুবা প্রৌঢ় চলে সারে সারে
বিচিত্র উৎসব সাজে ; ক্ষীর সর ভার
বহে কেহ, নাগরিক বেশ কেহ পরে ;
ধনুক পট্টিশ ভল্ল সাজোয়া কাহার।

বাজে কাংস্য করতাল বেণু ও বিষাণ
সানাই মাদল শংখ মহা কলরোলে ;
শত শত ধ্বজা উড়ে ; নাচে গাহে চলে
যদৃচ্ছ, আনন্দে শুধু যার ঐক্যতান—

যে আনন্দ জড়-স্তব্ধ, সুপ্ত হৃদয়ের—
বসন্ত-জাগ্রত, দীপ্ত, দৃপ্ত মনোরসে ;
যে আনন্দে পরকাশে পদ্ম-কোরকের
অনুরাগ-রক্ত হিয়া অরুণ-পরশে ;

যে আনন্দে আকাশের শূন্য হিমোদরে
নক্ষত্রের ক্ষুদ্র প্রাণ আলোকে শিহরে ;
যে আনন্দে প্রবালের শঙ্খের অন্তরে
রাগ-প্রভা জমে, অন্ধ সিন্ধুর গভীরে !

'কে তোমরা উৎসবের, সুখের, সখের
সৌখীন সামন্ত সৈন্য কে আজি তোমরা ?
কোথায় পড়েছে লুট সুধা ভাণ্ডারের ?
কোন দেশে রবাহুত চলেছ তোমরা ?'

'আজিকে বিদেশী মোরা, আনন্দ-লীলার
আকুল আবেগে মত্ত মোরা গৃহছাড়া !
হাসি গীত নৃত্য শুধু—নৃত্য দিশাহারা—
মনোভব মন্দিরের পূজারী আমরা।'

সন্তোষে বিস্ময়ে বালা রয়েছে চাহিয়া
তার পানে—একগ্রন্থি মালিকা যেমন !
বহুমুখী একব্যক্তি ! উঠিছে ফুটিয়া
অন্তরে, একটী মাত্র ফুলের মতন !

কি পড়িল চোখে তার ! বালকের দলে
কে ওই, এ আনন্দের কেন্দ্রস্থলী সম !
কে ওই ঈষদ্‌ভাসী জ্যোতির মহলে
ইন্দ্রনীল মনি নিভ তনু অনুপম !

কে ওই মোহন মূর্ত্তি, শিখণ্ডক শিরে!
কে ওই মুরলীধর! পুষ্প বিভূষণ!
কে ওই রাখাল রাজা আজি এ বাসরে!
কে ওই নয়নানন্দ! হৃদয় মন্থন!

'কে ওই! কে ওই!' আঁখি কি দেখিছে তার!
এ আকাশ, এ ধরণী চরাচর স্থিতি
এরা ত স্বপন নহে? কেবা সে? কাহার?
এ নহে কি বৃন্দাবন তাহার বসতি?

কে ওই! কে ওই অহো! 'নন্দের দুলাল'!
ওই নন্দ—বৃন্দাবন গোপ অধিপতি!
অসম্ভব! মিথ্যা কথা! ভেদি অন্তরাল
মনোমাঝে আসে যেন বিদ্যুৎপ্রকৃতি

বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি—সে কি এই? এই বা কি সেই?
কি হ'ল! কিসে বা হ'ল? সত্য কি কল্পনা!
কে আসে, কে পরকাশে! আজি আস' নাই
সত্য মিথ্যা এক যোগে করিতে ছলনা?

আশ্চর্য্য, অদ্ভুত কথা! পলকে সরিয়া
যাইতেছে যেন বিশ্ব-ছায়া-আবরণ;
উন্মাদিনী মত বালা যাইতে ছুটিয়া
সখিগণে ধরাধরি করিল বারণ।

"হে সুন্দর! হে দয়িত! হে মনোলোভন!
হে সৌরভ! হে সঙ্গীত! হে মধু মালিকা!
হে কায়া, হে ছায়াবাসী! হৃদয় বন্ধন!
হে হৃদয়-পতঙ্গের দীপ্ত দীপশিখা!

মুরছি পড়িলা বালা; মহা সম্মোহনে
হয়ে গেল জল্প তর্ক সংশয় সমাধা।
সেই হতে, কায়াবাসী-ছায়া-আরাধনে
লোক মাঝে উন্মাদিনী, 'কলঙ্কিনী রাধা'।

ষষ্ঠ সর্গ

[আভাষে ।]

'হে সুন্দর, হে দয়িত, হে মধুমোহন,
হে শান্তি বিরতি তৃপ্তি, হে মহানির্ব্বাণ !'
বিশ্বের হৃদয় পূরে,
ক্রন্দনে করুণ সুরে
উর্দ্ধলোকে অবিরাম উঠিছে আহ্বান !

উর্দ্ধ হতে অতীন্দ্রিয় বাঁশরীর সাড়া
অনন্ত অদ্বৈত শান্ত,আসে অনুক্ষণ !
ধ্বনির সীমান্তদেশে,
জগতের গতি-শেষে,
ওঁ-কারের রূপে যারে চিনেছে ব্রাহ্মণ ।

সে বাঁশির মহাগানে আকাশের সরে,
বিশ্ব বুদ্বুদের প্রায়
ফুটি উঠি, টুটি যায় ;
দেশকাল দুই শিশু খদ্যোৎপ্রকৃতি
কভু নিবে,কভু উঠে ধরিয়া মূরতি ।

সে বাঁশিতে ওতপ্রোত মজিয়া রসিয়া—
স্বত্রহীন পুষ্পমালা অ-স্তম্ভ গগনে—
চোখে চোখে পরস্পরে
আকর্ষিয়া থরে থরে,
কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য ক্ষীতি গ্রহ তারা
আপনার গতি মাঝে, আছে স্থির পারা।

সে বাঁশিতে বিশ্বলোক জাগ্রত-নিদ্রায়
অভাবে স্বভাব মানি', সত্য মানি' ছায়া,
হাসে কাঁদে সুখে দুঃখে ;
না বুঝেও থাকে সুখে ;
ঋষিগণে কহে যারে বিশ্বপ্রসূ 'মায়া'।

সে বাঁশরী একদিন, অমৃত-সিন্ধুর
আকুল উচ্ছ্বাস বহি' ভূতের ভুবনে,
মানুষের সর্ব্ব গ্রাসি',
একপথে পরকাশি,'
একদা উঠিল বাজি, যেন বৃন্দাবনে।

প্রথম বাজিল বাঁশি যবে বৃন্দাবনে,
প্রশান্ত বাসন্তী উষা ; প্রভাত সমীর
চুমি ফুল্ল-ফুল গুলি,
কলির ঘোমটা খুলি,
লহরী জাগাতেছিল বুকে কালিন্দীর ;

কুসুম-শয়ন ছাড়ি' উঠে নাই অলি—
আলসে গাহিতেছিল মৃদুগুণ গান ;
মলয় দোলায় দুলি
শিশু কিসলয় গুলি
শিশির শয়িত বুকে সুষুপ্ত অজ্ঞান ;

সহসা উঠিল বাজি' অমনি বাঁশরী—
মাধুরী তরঙ্গে হল বায়ু ভরপুর ;
আচম্বিতে মাথা তুলি'
ঘুম ভাঙ্গা আঁখি খুলি'
বৃন্দাবনে নর নারী মোহ-মূর্চ্ছাতুর !

কে বাজায় নাহি জানে, বাজে বা কোথায়!
গোবর্দ্ধন শিরে, কিংবা যমুনার জলে!
আকাশেতে স্থলে জলে!
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফলে!
দিশি-দিশি অশরীরী-সঙ্গীত উথলে!

কোথায় বাজিছে বাঁশী আ মরি! আ মরি!
'বাহিরে বাজিছে, কিংবা পরাণ ভিতরে!'
বিবেক উচ্ছ্বাসে হারা;
বাহিরে মগনা ধরা
আকাশের প্রাণারুণ উচ্ছ্বাস-সাগরে!

উড়ে যেতে চায় প্রাণ, পাখীর মতন
দেহের পিঞ্জর ভাঙ্গি'! ধমনীরুধির
হিল্লোলে উল্লাস ভরে
হৃদয়েতে ঝাঁপি পড়ে!
দেহেপ্রাণে ছটফটি উদ্দাম অধীর!

অনন্ত স্ফুলিঙ্গ-মুখে—জ্যোতির তুষারে,
অলোকে, আলোক-দেশে প্রাণে ল'য়ে ধায়!
ঝঙ্কারে, ঝীংকার ভরে
দিকে দিকে ফাটি পড়ে!
ধারণা-অজানা-দেশে উচ্ছ্বাসে মিশায়!

কভু যেন, তীরবেগে গভীর—গভীরে
অতলে, বিতল পথে যায় তলাইয়া!
ধমনী-গুঞ্জন রাগে
স্তবধিয়া তলভাগে—
শুদ্ধ অনুভূতি-ভূমে যায় হারাইয়া!

* * * *

এইরূপে, মাঝে মাঝে বাজিত বাঁশরী—
উষায় সায়াহ্নে, কিংবা চাঁদিনী নিশির
বিহ্বল জোছনা-জালে
লহরীর রঙ্গে তালে
নাচিত, ভাসিত যেন বুকে কালিন্দীর!

কভু বা গভীর রাত্রে, গোবর্দ্ধন-শিরে
বিশ্রামিলে আকাশের পয়স্বিনী দল,
বিদ্যুতের চিত্ত সনে,
মৃদু তীব্র আস্ফুরণে
ধ্বনিত সে আভাময় সঙ্গীত উচ্ছল!

কভু অনুরাগ-পূর্ণ ইঁঙ্গিত-পরশে
উদাস হৃদয়ে দিত চেতনার ত্বরা—
কুসুম কলির কাণে
অলির গুঞ্জন-তানে
কামনা-বেদনাবাহী অনুনয়ে ভরা!

গরবে সোহাগে প্রেমে, কভু অভিমানে
ফুলিত, কুজিত কভু গুমড়ি' গুমড়ি',
রুদ্ধ বাস্প গদগদে
নিগূঢ় আবেগ-মদে
কাঁদিত, যাইত কভু উচ্ছ্বাসি ঝঙ্কারি!

বিরহের,নৈরাশ্যের তীব্র দীর্ঘশ্বাসে
বৃন্দাবন ভরে দিত কভু হাহাকারে !
প্রাণের নিবিড় দেশে
উজ্জ্বল সঙ্কেত-বেশে
অশান্ত আকুল কণ্ঠে ডাকিত কাহারে !

কে ডাকিছে, কোথা ডাকে, ডাকি' বা কাহায়
এত গীতি এত প্রীতি ঝরিছে অ-ঝরে ?
সে বাঁশি পশিলে কাণে
বুঝে যেন প্রতি জনে—
তারেই ডাকিছে শুধু, কেবলি তাহারে !

কে বাজায় ? কোথা হতে প্রবেশে সঙ্গীত
জ্যোতিঃ হয়ে, হৃদয়ের অন্ধকার পুর ?
অজানা বেদনা ভরে
অশ্রু উথলিয়া পড়ে ;
উথলে বাদক হীন, তন্ত্রীহীন সুর !

এইরূপে শ্রীমতীর সখা 'সে সুন্দর'
উদ্বোধিতে সে বালায়ে ভবপথে উলি',
ছুটিল স্রোতসী পারা
শত শত প্রাণ ধারা—
সমুদ্র-তৃষিত আত্মা, আকুলি' ব্যাকুলি'।

সকল বিশ্বের প্রাপ্তি ;—সুভাগী উষার
আলোকের মহোৎসবে, হৃদয় ডালায়
ফুটে সুখে ফুল কুল !
সমীরণ মনাকুল !
মেঘেরা আকণ্ঠ পিয়ে মাতিয়া বেড়ায়।

* * * *

প্রাণে যায় লেগেছে এ রাজ-আকর্ষণ,
তড়িৎ-আঘাতে হেন
হয়েছে শিথিল যেন
হৃদয়ের গ্রন্থি যত ; নিরদয় বাঁশী
মনে উঁকি দিলে যার, তারি সর্ব্বনাশী !

সবিশেষ নারী প্রাণে—শরীরে মানসে
ভাবের অসীম-মুখী বীণা পৃথিবীর—
ইঙ্গিত-পরশে যারা
গুঞ্জরিয়া আত্মহারা,
রেখেছে এ বিশ্বলোক পুলকে অধীর।

নিমগনা যবে নারী সংসারের কাজে—
সহসা বাঁশরী স্বর বহিল সমীর,
সে মহা মদিরা পিয়া
হিয়া উঠে কণ্টকিয়া !
মুদিতা, চকিত-নেত্রা আতঙ্কে অস্থির !

স্তব্ধ নিরিবিলি নিশা ; প্রেমিকের প্রাণ
এ'-উহার চোখে পিয়ে অম্লান মাধুরী ;
কোথায় বাজিল বাঁশি—
মুখে লয়ে শুষ্ক হাসি,
অন্য মনে অনাবেশে উঠিল শিহরি !

'রাজা আসিয়াছে ওরে! হৃদয়ের রাজা!
ধৈরজে ধরিতে, পারি থাকিতে কি আর?
সে এসেছে, এসেছে রে!
চিরকাল চাহি যারে!
এসেছে বঁধুয়া গুপ্ত দুয়ারে আমার!'

ঘরে ঘরে, হেনভাবে ব্যাপ্ত বৃন্দাবন;
ঘরে ঘরে, নারী নর ভাবিত বিস্মিত;
অজ্ঞাত বাঁশির ডাকে,
অজানা ভাবের লোকে,
এরূপে সহস্র আত্মা হল নিমন্ত্রিত।

এ অগম্য ঘটনার মাঝারে শ্রীমতী,
জনতায় ক্ষীণাঞ্চলা ভাবিনীর মত,
আবর্ত্তের ঘূর্ণী ঘায়
আকুল কমল প্রায়
দাঁড়ায়ে আচ্ছন্ন স্থির, মৌনে মর্ম্মাহত!

কি ঘটিছে, কি দেখিছে, কি শুনিছে বালা।
কে কাটিবে এ সমস্যা স্বপনের জাল!
সে কি এই? এ'বা কি সে?
অকুলে পাথারে এসে
মনের তরণী তার হারায়েছে হাল!

কবে যেন সর্ব্ব বাধা দলিয়া ছিঁড়িয়া,
ছুটে যাবে তারি পানে, বাণের সমান—
একান্ত-ভাবনা-দেশে,
অজ্ঞাত মধুর বেশে
মনের মরণ মূর্ত্তি সম ভাসমান!

হেথায়, অপূর্ব্ব শিশু নন্দের আগারে,
ধরণীর ক্ষীরে সরে হইয়া বর্দ্ধিত,
ভীত-ভীত-স্নেহ-চুমে
ত্যজিয়া শৈশব ঘুমে,
বয়সে স্বপ্নের দেশে হয়ে উপনীত,

—অলোক-সুন্দর শ্যাম দেহে পীতবাস,
শিরশ্চূড়ে কলাপীর শিখণ্ড সুন্দর—
বনফুল মালা গলে,
লইয়া রাখাল দলে
—ইতিহাসে কহে যাহা—কানন ভিতর

সাজিয়ে রাখাল রাজা, চরাইত ধেনু।
কভুবা,আপন মনে, সঙ্গীদলে ছেড়ে
ভ্রমিত আকুলে ফিরে ;
উঠি গোবর্দ্ধন শিরে
হেরিত মেঘের তরী নীলিমা সাগরে।

হেরিত অদূরে, এই শ্যামা ধরণীর
বিমল হৃদয় সম বাহিনী যমুনা ;
আকাশের সূর্য্য গিয়ে
বুকে তার আছে শুয়ে—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সনাতন মিলন ঘোষণা !

হেরিত কভু বা, নীচে সহচর দল
মাটিতে রয়েছে লাগি,পিপীলিকা মত!
'কে আমি? কেইবা তারা?
এই কি জীবন ধারা?
ধেনু চড়ানেই বনে জীবনের ব্রত?

'আভীর আভীরী ছাড়া আছে আরো প্রাণী?
পৃথিবী কি নহে শেষ বৃন্দাবন পরে?
থাকিত স্তবধ হয়ে;
রহিত আকুলে চেয়ে
দূরে—শত শত গ্রামে, অনন্ত প্রান্তরে!

হেরিত উপরে, শূন্য অনন্ত প্রসারী—
কোথা আদি, কোথা অন্ত, কোথা মধ্য তার?
গ্রহতারা, সূর্য্য, ইন্দু—
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দু!
তার মাঝে কত ক্ষুদ্র আমি-টী তাহার!

'কে আমি, কেনবা আমি, কি করিতে আমি
বিপুল এ বিশ্বলোকে উঠেছি জাগিয়া ?'
জীবনের মাঝখানে,
নব চিত্ত-জাগরণে,
উঠিত গম্ভীর প্রশ্ন ধ্বনিয়া রনিয়া

সমস্ত হৃদয় ভরি, ভরি বিশ্বলোক,
আঁধার এ' জীবনের রহস্য খুঁজিয়া !
এ চিন্তার মাঝে আসি
সহসা উঠিত ভাসি
ও' কাহার ছায়া—যেত চকিতে মিশিয়া !

কে ওই, সবার মাঝে চিরন্তনী নারী ?
কে ওই ভাবিনী মূর্ত্তি, ভাবের আরসী ?
কে ওই জনতা-জলে
একলা মাণিক ঝলে ?
কে ওই এ' হৃদয়ের অমৃত সরসী ?

কে ওই ? এ ব্রজভূমে কে বসিয়া বালা
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দরদর ?
কেন গো উহার তরে,
পরাণ এমন করে ?
সে যেন আমারি তরে কাঁদিয়ে কাতর !

কে ওই ? তামসী মহা কে করিবে ভেদ !
যেন এই বিশ্ববক্ষে ছিনু লুকাইয়া ;
আসিয়াছি সুখগানে
উহারি প্রাণের টানে ;
উহারি প্রেমের মোহে বাহির হইয়া !

আদিহীনে অন্তহীনে ছুটাছুটি করি
মূর্চ্ছিত আঁখির দৃষ্টি পড়িত আঁখিতে !
আপনারি ছায়া-ভাস
নিজেরে করিত গ্রাস !
নিশ্চল নিস্তব্ধ স্থির, ডুবি' আপনাতে

একদিন দৈবযোগে, অন্তরীক্ষ দেশে
অকস্মাৎ আপনারে করিল দর্শন—
আপন অব্যক্ত মূর্ত্তি!
দেহ যার ভব-স্ফূর্ত্তি!
আপনারি গুরু সেই নিত্য সনাতন

হৃদয় রাজার রূপ!—রসের নির্ঝর,
সবিতৃ মণ্ডল মধ্য জ্যোতির আগারে!
বিশ্বতলে হাসি হাসি
বাজায় মধুর বাঁশি!
বিস্মিত বিমুগ্ধ এই নব আবিষ্কারে,

সেই হতে, সে বালক ধরিল বাঁশরী।
বাঁশির অদ্ভুত, অতি-অলৌকিক সুর;
বালক আপনা ভুলি
দেখিল, যেতেছে খুলি
এ' বিশ্বের আবরণ! নিকট সুদূর

এক মহাসূত্রে বাঁধা! অনন্ত আকাশে
গ্রহ তারা উপগ্রহ সবিতৃ মণ্ডলী,
রেণু-রেণু আকর্ষণে
তারি প্রতি অনুসনে,
তাহারি বাঁশির স্বরে করে কোলাকুলি!

বাঁশির সঙ্গীত পথে হেরিত কখন,
দুইটী সুন্দর পাখী ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া—
সে যেন একটী তারি—
সনাতন অনাহারী,
অপরে আহারে রত—রয়েছে চাহিয়া!

কভু বা হেরিত—অহো রহস্য অপার!
অনন্ত বিচিত্র রতি খেলিছে কত রে!
দেখিতে কাহার মত!
কাহার সাধনে রত
সৃষ্টিময় রাধাগীতি, প্রণবের স্বরে!

কভু বা অত্যন্ত উচ্চে—উচ্চতমে উঠি,
তাহারি ভিতরে মগ্ন নিখিল সংসার,
হেরিত—অনন্ত-তারা
এ বিশ্ব সৃষ্টির ধারা
বিন্দুর ভিতরে মগ্ন, স্বপ্ন-সমাহার!

সে যেন অসীম সীমা এ বিশ্বসৃষ্টির;
তাহারি ভিতরে ডুবি জ্যোতির সাগরে
উড়িতেছে মহাধূলি
বিশ্বের গোলকগুলি
তাহারি সঙ্কল্প গীতি গাহি' সমস্বরে!

এরূপে পরমামতি বুঝিয়া বাঁশীর,
গোপনে ফুকারি তাই, অজানার সনে
জীবের হৃদয়-খেলা
কৌতুকে হেরিত কালা—
কি তুফান ছুটিয়াছে মথি বৃন্দাবনে!

দেখিত, কেমনে শত প্রাণের ভিতরে
তাহারি বাঁশির স্বরে তুলিয়াছে বান !
চলিতে ত্বরিত পায়
পথিকে থামিয়া যায়,
চমকি চৌদিকে চায় চিতে আনছান !

দেখিত, এদিকে যেতে অন্তপানে ছুটে
মনাবেগে অশ্রুমুখে শত নর নারী !
শত গৃহ-কায ছাড়ি,
বৃন্দাবন কুল-নারী
ঘরের বাহিরে আসে লইয়া গাগরী !

দেখিত, তাহারি সখা রাখালের দল
বিস্মিত বাঁশির সুরে চারিদিকে ছুটে,
ছুটে যমুনার পানে—
বিপুলে বিকুল প্রাণে
খুজি খুজি কলরবে, গোবর্দ্ধনে উঠে !

বড় ভাল লাগে বুঝি, প্রকাশে-গোপনে
ভুবনমোহন মুখে খেলা' রাজাগিরি—
কি চাহিয়া, সন্তর্পণে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপীড়নে
প্রত্যহ বেড়াত শিশু বৃন্দাবন জুড়ি!

যেথা কোন সোহাগিনী রজনীর তরে
গাঁথিয়া কুসুম মালা চাপা গান গায়,
বালক সহসা আসি
উড়ায়ে কুসুম রাশি
কাড়িয়া পরিয়া গলে ছুটিয়া পলায়।

কোথায় রূপসী কোন, গোরোচনা রাগে
কপোলে তিলক রেখা তোলে ফোটাইয়া;
কে আসিয়া পায় পায়
মুছে দিয়ে ছুটে যায়!
চকিতা মুগধ নেত্রে থাকে শুধু চেয়ে—
হাসির লহরী আসে রহিয়া রহিয়া!

কোথা বালা একমনে বিনাইছে বেণী—
রূপের গরবে গেছে হৃদয় ভরিয়া ;
একান্তে দর্পণ-তলে
কার ওই ছবি ফলে !
চাহিতে, আবেশে মুখ ফিরাইতে ধনী—
টেনে খুলে দিয়ে চুল গিয়াছে ছুটিয়া !

এরূপে শৈশবে শিশু করিত উৎপাত।
বিদ্রোহে ও অত্যাচারে
স্নেহ বুঝি আরো বাড়ে !
অপূর্ব্ব এ পরাভবে অপূর্ব্ব-সন্তোষে
পাইত রূপসীগণ, কহে ইতিহাসে।

এইরূপে, আকাশের স্বপনী বালক—
অর্দ্ধ দিবে, অর্দ্ধ ভবে, মায়ার প্রকৃতি—
অজানিত ভাবাবেগে
চড়িয়া প্রতিভা মেঘে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে যুগপদে করিত বসতি।

কি মর্ম্ম গহনে যেন নিহিত গভীরে—
প্রতি পদে ফাটি যাহা অঙ্কুরে প্রকাশে !
সমস্ত জগৎ খানি
মুষ্টির ভিতরে আনি
শুষিয়া লইতে চাহে একই গণ্ডূষে !

অপূর্ব্ব গ্রাসিনীবিদ্যা প্রকাশি শৈশবে
চুমুকে লয়েছে টানি মানুষের প্রাণ ;
সমূহ সঙ্কট নাশি
সারা বৃন্দাবন-বাসী-
আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে আদরে গৌরবে
ভরিয়া, করেছে শিশু কৈশোরে প্রয়াণ !

ফুল্লমুখে যশোদার স্নেহাশ্রু-শিশিরে,
প্রভাতে বালক যবে রাখালে মিশিয়া,
সারি দিয়া নিজ মনে
চলে যেত গোচারণে,
প্রাচীনেরা সসম্ভ্রমে পথ দিয়ে ছেড়ে
বিস্ময়ে তাহার পানে রহিত চাহিয়া।

সায়াহ্নে, সুবর্ণ বর্ণ ভানুর কিরণ
মাখিয়ে যখন দেহ্-ইন্দ্র-নীলিমায়,
বালক আসিত ফিরি,
রাখালেরা তারে ঘেরি
নাচিত গাহিত যবে, মুগধ নয়নে
নিরখিত ব্রজবাসী চিত্রার্পিত প্রায়!

এরূপে সরল স্রোতে তরল প্রবাহে
কাটে কাল, সে বালক অতলে আকুল,
কি যেন অজানা আশা!
অস্ফুট অবোঝা ভাষা
নিশিদিশি শোনে প্রাণ ভৈরব সঙ্কুল!

এ জগতে যাহা কভু ধরা নাহি যায়
ক্ষুধিত তৃষিত চিতে তাই যেন খুঁজে;
কত যেন ভাঙ্গি চুরি
গড়িবে নূতন করি!
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ আপনারি তেজে!

চিরকাল মানুষের হৃদয়ের মাঝে
অজ্ঞাতের প্রতিভা সে যেমনি প্রকার—
বিশ্ব মজে যার রসে
নিজেরেই বোঝে না সে!
মানুষের দেহে সেই আবেশ উদার,

প্রতিভা সে, নিত্যকাল পরম বেদনা।
কে কহিবে, নিরূপিবে তাহার কারণ!
যে ধরে যেমন ভাবে,
নিত্যকাল তারি লাভে
হৃদয়ের পানে চাহি গাহে ঋষিগণ।

চিরকাল বিশ্বে উহা বাতুলের নাড়ী;
'ধরিয়া বসা'ই' শুধু রহস্য যাহার।
আঁধারের পুরী হ'তে
উলি' অনুভূতি-পথে
বিশ্বজুড়ি' শিশু এক করিছে বিহার!

সপ্তম সর্গ ।

[প্রকাশে]

'হে সুন্দর, হে দয়িত, হে মধুমোহন,
হে গুপ্ত, হে শঠ-ধূর্ত্ত নায়ক চতুর,
পড়িয়াছ ধরা—
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, চিরন্তন তৃষিত নয়নে !
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু নিরদয় বাহুর বন্ধনে !
ফুলের ভিতর হতে, কালিন্দীর নীর হতে, মেঘের অন্তরা,
লতা কিসলয় হতে, গোবর্দ্ধন গুহা হতে পড়িয়াছ ধরা !'

'হে সুন্দর, হে দয়িত, হে মধুমোহন,
হে শান্তি, হিয়ার তৃপ্তি, হে মহানির্ব্বাণ !
পড়িয়াছ ধরা—
আসিলে কি এতদিনে আপনার অলোক-হাসিতে ?
আসিলে কি মনোমথ, আপনার উন্মাদী বাঁশিতে ?
সঙ্কেত-রসিক বঁধূ, আকাশের নীলবাসী, ছায়াবাস-পরা
প্রকটিত দেহমাঝে, লোকালোক-অভিসারে দিতে এলে
ধরা !'

'হে সখা, হে প্রাণপ্রিয় হে রাখাল রাজা,

পড়িয়াছ ধরা—

তুমি কি বাজাতে বাঁশি লুকাইয়া বিজনে গহনে?

তুমি কি ফুটাতে ফুল রাশি রাশি মোদের কাননে?

তুমি কি ভুলায়ে নিয়ে ঘুরাইতে গুহামাঝে গোপন-বাঁশিতে?

দূরে বসি, কাছে বসি, হে চোর, হে কালশশী, কৌতুকে

হাসিতে?'

'হে শিশু, হে প্রাণানন্দ, হে নিত্যচঞ্চল,

পড়িয়াছ ধরা—

কি দেখালে হে অপূর্ব্ব, হেলা-খেলা-ছায়াপট তলে?

রোদনে, নর্ত্তনে, হাস্যে, কি দেখায়ে চকিতে লুকালে?

একি দেখি, একি শুনি, স্নেহ-বিগলিতস্তনী বৃন্দাবন-ভূমি!

হে শিশু, হে বৃদ্ধনর, হে আশ্চর্য্য, হে দেবতা, দেবতা কি

তুমি?'

'হে অসঙ্গ, হে অচ্যুত, হে শিব সুন্দর,

হে নিত্য হৃদয় রাজা, প্রভু লোকোত্তম!

পড়িয়াছ ধরা—

দেখিয়াছি হাসিমাঝে, দেখিয়াছি বাঁশির সঙ্গীতে,
দেখিয়াছি লোকমাঝে, দেখিয়াছি গোপনে নিভৃতে,
দেখিয়াছি অতর্কিতে, নিত্য-শিশু এ বিশ্ব-লীলায়
লুকায়ে প্রকাশ-মাঝে বৃন্দাবনে করিছ বিহার !'

এইরূপে একদিন, শতপ্রাণ হতে
যুগপৎ হর্ষমোহ বিমিশ্র বিস্ময়
গেল বাহিরিয়া ;
সকলে বুঝিল, যেন পাইয়াছে রহস্যের দ্বার—
কথায় বুঝাতে গেলে,লাগে যাহা বিষম আঁধার ;
নীরবে বুঝিতে গেলে দিগ্বিদিকে ফুটে উঠে জ্যোতি—
বিশ্ব-যবনিকা-বাসী কে এসেছে ধরিয়া মূরতি !

দিগ্বিদিক হতে এল শত প্রাণধারা
একলক্ষ্য পানে,
বিচিত্র ভাবের রঙ্গে, বিচিত্র উল্লাসে কোলাহলে ;
বিচিত্র ক্রন্দনে হাস্যে, বিচিত্র কল্লোল কলকলে ;
কোথা স্ফুট কোথা গুপ্ত, কোথা ঘোর কোথা বা উজ্জ্বল
আধেক কটাক্ষ কোথা, কোথা রঙ্গ তরঙ্গ-উচ্ছল !

অপূর্ব্ব অবাধ পন্থা, অসূয়া বিবাদ
নাহিক যথায়—
উপপ্লুত চলে, তবু কেহ নাহি লাগে কারো গায়;
নিখিল পোষক যথা, করে শুধু তাহারি প্রেরণা;
স্থাবরে জঙ্গমে মিলে করে শুধু তাহারি ঘোষণা!

কাহার ঘোষণা? যারে, যত ধরি—আসে না ধরায়!
যত দেখি এক দৃষ্টে, তত যারে দেখা নাহি যায়!
যত ভাবি, যত বুঝি, তত বুঝি বাহিরে বোঝার!
যত ডুবি রসে যায়, তত বাড়ে তিরিষা যাহার!

বাক্য নাই, ধ্বনি শুধু—সে কেমন ভাবের প্রকাশ!
শ্রুতি নাই, তবু বুঝি—অমৃতের নির্ঝর-উচ্ছ্বাস!
অন্তহীন হিয়ার আরতি
রূপ মাঝে ছটার প্রকৃতি!
ধারণা-অতীত দেশে নবভাব-বিজলীর পড়িয়াছে রেখা!
অজ্ঞাত ও অপূর্ব্বেরে পরিস্ফুট নয়নেতে আধ-আধ দেখা

ভবের, ভাবের দেশে যুগপদে মহিম প্রকাশ,
দৃষ্টিপথে সমাকুলে বহে যার ঘোরালো উচ্ছ্বাস;
হাসিতে বাঁশীতে নৃত্যে গীতে
ছায়া-ছায়া লাগে যাহা চিতে;
মনে হয়, অন্তরালে ঢাকা' ওই স্থির চিরন্তন!
যারে ঘেরি স্ফূরিতেছে ছায়াময় এ বিশ্ব ভুবন।

হেসে কেঁদে, সুখে দুঃখে, নিত্য চলে সংসারের দিন
প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁঝে নিত্য-ক্ষুণ্ণ পন্থার অধীন।
অদ্ভুত-বিচিত্র কিবা আছে
জড়িত জীবন-স্বপ্ন-মাঝে?
নিত্য বহে নিত্য-বারি একস্রোতী যথা যমুনার,
আনন্দ-আতঙ্ক-হীন, বিস্ময়ে সময় কোথা তার?

কি ঘটিল, কে আসিল এই ক্ষুদ্র গোপের ভুবনে?
দোহনে, মন্থনে, আর নিত্যকৃত আপনে বহনে,
গো-পালনে চলে যথা কাল,
কে আনিল এ জ্বালা-রসাল,
অর্থহীন গুরুপ্রশ্ন—আঁখি যার আকাশে নিলীন?
মর্ম্ম মাঝে মৃদুস্পর্শা এ বেদনা তল-কূল-হীন?

কি ঘটিল গোপীকার হাস্য-রঙ্গ-উজ্জ্বল জীবনে ?
কপোল-মঞ্জিষ্ঠারাগে, অধরের আগ্রহ-সাধনে,
চরণে যাবক দিয়ে আঁকা'—
প্রাণে যাহে পড়ে ছবিরেখা !
ঘটকক্ষে, রাঙ্গাঠোঁটে নিতি নিতি যারা জল আনে !
সরস করিয়া রাখে গৃহস্থের আনন্দ উদ্যানে !

কি ঘটিল ? কি দেখিল কোন ঠাঁই চঞ্চল আঁখিতে ?
মনের ভিতর-দেশে কার আভা পশিল চকিতে ?
পশিয়া বসিয়া গেল তথা—
আধ-সুখ যাহা আধ-ব্যথা !
নাভী-গন্ধী মৃগী সম 'ভিতর-বাহির' যাহে হয় ?
বহিল নূতন ঝড়, সব হয়ে গেল 'নয়-ছয়' ?

কিছু তার মিথ্যা নহে—অচরিত হৃদয়-বেদনা,
কাননে কুসুমকুঞ্জে ঘুরিত সে কাহারা উন্মনা ?
বসন্তের মলয়-নিশ্বাসে
শিহরিত কাহার পরশে ?
ভ্রমর-গুঞ্জন-স্বনে, কুসুমের বিকচ হাসিতে,
শব্দহীন নিরজনে, আকুলিত কাহার বাঁশিতে ?

কিছু তার মিথ্যা নহে—পূর্ব্বরাগ, মান, অভিসার,
বিয়োগ-বিদিশা নিশা হৃত-আশা বালা খণ্ডিতার !
শ্রাবনে জীমূত গর্জ্জ স্বনে,
অবহেলি' তামসী-গহনে,
বাহিরিয়া যেত যারা অস্ফুট বাঁশরী যেন শুনি' !
কালিন্দীর তীরে তীরে কাতরে ঘুরিত উদাসিনী।

শীতের কুহেলি-পুঞ্জে লীনমুখী দীনা প্রকৃতির
হিয়ামাঝে, গুঞ্জগীতি শুনিত সে কাহারা বাঁশীর ?
তিলে তিলে কুসুমের হাসে
নীহার ঘনায়ে যথা আসে,
সকল সুখের রসে, সকল কাযের মাঝখানে
অজ্ঞাত-বেদনা-অশ্রু কাঁ'দের আসিত অকারণে ?

কিছু তার মিথ্যা নহে ; বৈশাখীর কোপনা ঝঞ্ঝায়—
গ্রাম্যতরু-গণে যারা রুক্ষহস্তে নাড়া' দিয়ে যায়
নিরমম জীবন-বোধনে—
কাহারা বুঝিত প্রাণমনে,
তারি সহ প্রাণখানি হাহাকারে বেড়ায় ভ্রমিয়া,
ধরিতে পারে না যারে, অশ্রুধারে তাহারে খুঁজিয়া !

কিছু তার মিথ্যা নহে—সুকণ্ঠ সে জয়দেব কবি,
ফেনোচ্ছল ছন্দোবন্ধে ধরিয়াছে যার ছায়া-ছবি ;
মিথ্যা নহে সে গূঢ় উচ্ছ্বাস,
মনোন্মত্ত কবি চণ্ডীদাস
মর্ম্মে বিদ্ধ হয়ে, যারে ধরেছিলা পুলকে আকড়ি' ;
যে কবি আগের জন্মে, মনে হয় ছিলা গোপনারী ।

মিথ্যা নহে, অপর্য্যাপ্ত সে রভস-রসাঞ্জনী-রতি
লছিমার নেত্র হতে ধরেছিলা যাহা বিদ্যাপতি ।
মিথ্যা নহে, অতল-ব্যঞ্জনা,
বহুমুখী একান্ত-ভাবনা,
সে অমৃত-সুরধুনী, প্রাণপণে লুটেছিলা যায়
শত প্রাণ-পাত্রে কবি, বাঙ্গালার প্রথম উষায় ।

কিছু তার মিথ্যা নহে, দেশে দেশে যত কবিগণ
শতমুখে, শত ভাবে, করিতেছে তাহারি বেদন ;
সকল তৃষ্ণার আবেদনে
সেই কথা ফুটিছে গোপনে ;
সকল চেষ্টার মাঝে, শিল্পে কাব্যে দর্শনে সঙ্গীতে,
অজ্ঞাতের মহাকাব্য গ্রথিত হতেছে অতর্কিতে !

কিছু তার মিথ্যা নহে, অর্দ্ধ সত্য, এই শুধু সার।
সম্ভোগ মিলন বার্ত্তা চিরকাল স্বপনে তাহার।
সত্য শুধু নিশা-অভিসার—
কভু কি পেয়েছে দেখা তার ?
সত্য শুধু অন্বেষণ—হাহাকারে, কামনা-আঁধারে।
সম্মুখে যমুনা বহে—সে বঁধুয়া নিয়ত ও' পারে।

সত্য শুধু শ্রাবণের ঘনঘোরা নিশা তমস্বিনী
আকাশে বিজলী-ভাতি—বিরহিনী বিধুরা কামিনী।
'হে বঁধুয়া এসো এসো বুকে!'
—অশরণা হতাশার দুঃখে।
বিদেশী বিজলী-বল্লী—এ ভুবনে আভা শুধু ভাসে!
চঞ্চল মেঘের হিয়া কি ধরিবে বাহুর প্রয়াসে!

সত্য শুধু, দিগ্বিদিক প্লাবি' আসে ঈষাড়া তাহার;
'সে গুপ্ত, সে শঠ ধূর্ত্ত'—কোন পথে যাই দেশে তার
চারিদিকে সূক্ষ্ম পথ দিয়া
সেই দীপ্তি পড়ে বিগলিয়া!
পশিতে বিষম বাজে; নির্ম্মম ছলনাময় ঘোর,
যে দেখে আকুলী শুধু, কেটে দিয়ে কুলশীল-ডোর!

সে নিগূঢ় রসাভাস—যুগান্তের পলক-ধারণা,
মিলনের ছদ্মবেশী বিরহের চির-বিড়ম্বনা—
লাখ লাখ যুগ বে-আপিয়া
হিয়া-পরে হিয়ারে রাখিয়া,
হিয়া জুড়াবে না যাহে ; সে বাসনা-সুধারস পান,
আপনারে কালাতীত হেন প্রাণে যাহে হয় ভাসমান

অপূর্ব্ব উন্মাদ লীলা—দৃষ্ট মাঝে অ-দৃষ্ট দর্শন ;
অপূর্ব্ব সঙ্কেত পন্থা—প্রেমের সে বসন হরণ,
ভবময় বিবসনা-বেশে
পাঠায় যে হিয়ারে নিমেষে,
কুল শীল মান লজ্জা ভাসাইয়া জলে যমুনার !
'এসো এসো' ডাকে বাঁশী অন্তরালে থাকি অনিবার ।

কিছু তার গাহিব না ; যে সুরে বেঁধেছি মোর বীণা,
পদে পদে প্রতিকূলে দাঁড়াইছে বিদ্রোহ-অধীনা ;
পদে পদে প্রমাতীত পথে,
বাক্যের অতীত গুণ-রথে,
সুনিভৃত ছায়া-নটে নীরব রাগিণী ঘনাইয়া,
গলিয়া সে মহাশূন্যে যেতে চাহে নিজে হারাইয়া !

দুরাশার মোহে মত্ত—গুপ্ত সত্য করিব সন্ধান ;
কেহ যাহা গায় নাই, গাহিব সে গহনের গান—
গিয়েছিনু অহংকার বশে ;
কক্ষচ্যুত হয়ে সে' নিমেষে
ভ্রষ্ট তারকার মত পড়িয়াছি আঁধারে ছুটিয়া!
ভারতী নিষ্প্রভ হয়ে পড়িয়াছে মূর্চ্ছিত হইয়া !

কি গাহিব ? যাহা দিব্য স্থির-দৃষ্টি ঋষির নয়নে
সম্মুখিন হতে নারি হেরিয়াছে রূপক-দর্পণে ;
দৃষ্টান্ত উপমা অনুপ্রাসে,
আগমে নিগমে ইতিহাসে ;
উপক্রম করি শুধু, সম্ভ্রমে প্রণমি' যারে যায়
অক্ষমের অশ্রুভরা' বেদে ও পুরাণে সংহিতায়!

অপূর্ব্ব বিচিত্র বার্ত্তা, মধুর রহস্য যাহা আছে
সেই হতে চিরকাল, ভারতের—জগতের কাছে!
যুগে যুগে ঋষি—কবিগণ
বিফলে গাইল বিবরণ !
সংশয়ী হেসেছে শূন্য শুষ্ক হাসি জীর্ণ তর্ক-জালে !
ভক্তেরা ধরেছে অর্ঘ্য পরিপূর্ণ হৃদয়ের থালে!

কি গাহিব সেই কথা ? কেন বা কিসের মোহে ভুলি'
স্বর্গ হতে এলে হেথা দেব-হিয়া-কুসুমের অলি !
এ বিশ্ব সরোজে ভাসমান
সৌরভ যে করে নিত্য ঘ্রাণ,
সেই নাকি এসেছিল, ভক্ত বুঝেছিল প্রাণমনে—
আঁধারের জড়গৃহে, বিমলিন মাটীর বন্ধনে !

সেকি সত্য, সেকি মায়া ? কে করিবে তাহার প্রমান ?
নিজেরি আনন্দে নিত্য অসীমের রয়েছে সন্ধান।
আপনারি মহত্ত্বের মাঝে
পরমের প্রমা সেই আছে,
প্রাণ যত উর্দ্ধে উঠি জড়ের অতীতে বিহরয়,
ততই প্রত্যক্ষ বাড়ে, ততই সে ঘটে পরিচয় !

আজি সে রাসের নিশি, রসে যার ভাবুক বিভোর।
আকাশের সুধাভাণ্ড উলটিয়া হয়েছে উজোড় !
নির্ম্মল নভের বুকে বসি
শুচিরুচি পূর্ণিমার শশী,
ভবের এ শূন্য বক্ষ পরিপূর্ণ করি জ্যোছনায়,
যমুনার উর্ম্মি-বুকে কোটীরূপে খেলিছে লীলায়।

সহস্র কটাক্ষে আজি খুলে রে গিয়েছে প্রাণে দ্বার,
সলীলের ঝলাময়ী প্রাণময়ী ওই যমুনার!
পাপিয়ার উৎকণ্ঠ সঙ্গীত
নভোদেশ করিয়া প্লাবিত
—জ্যোছনার সোদর সে—জ্যোছনায় মিশ্রিত হইয়া,
চন্দ্রলোক হতে যেন পড়িতেছে নির্ঝরে ঝরিয়া।

উৎকীর্ণ জলদ মালা আকাশের হৃদয়-গঙ্গায়
উজ্জ্বল ভাবনা সম স্থির হয়ে ভাসিয়া বেড়ায়!
ধরণী কুসুম-আঁখি মেলি',
ভরি' তাহে হাসির আকুলী,
উচ্ছ্বসিত বাষ্পভারে চাহিছে উজ্জ্বল ছলছল;
গূঢ় মর্ম্মমাঝে তার উঠেছে মর্ম্মর-কোলাহল।

আকাশের মর্ম্মে, যেন কেন্দ্র-বিন্দু দো'ভাগ করিয়া,
চন্দ্রালোক হতে সান্দ্র বিম্বভাতি উঠিছে ফুটিয়া;
ক্রমে ঘন আবর্ত্তে বাপিয়া
—নীলাম্বরে যেন দগধিয়া!
বাড়িছে সে মহাদীপ্তি; এই ম্লান জ্যোতি চন্দ্রমায়,
ছায়া-যবনিকা সম—যেন রে অঞ্জন সম তায়!

কে গাহিবে তার বার্ত্তা! পূর্ব্বগত দ্রষ্টা ঋষিগণ
করেছে ডুবিয়া, শুধু যে পূর্ণিমা-আভাসে দর্শন!
কে জানে সে কোথাকার কথা—
ভিতর কি বাহিরের প্রথা!
মিলনের কথা সে যে, সংশয় কি আছে আর তায়
—জ্যোছনা-সাগরে যবে, দেহমন গলে জ্যোছনায়,

আলোকে আলোক মিশে! সীমাহীন স্থিরসিন্ধু-জলে
বিন্দু যবে বিগলিয়া মিশায় সে গহন অতলে!
কে দেখে আভাসে বিনা তায়,
দাঁড়ায়ে ভবের সীমানায়?
ক্ষুদ্র এ আনন্দে পাই সে আনন্দ-মহান্-আভাস,
ভাগীরথী বুঝে যথা মোহানায় সিন্ধুর উচ্ছ্বাস!

সঙ্কেত ইঙ্গিত আজি হৃদয়ের পটীয়সী ভাষা—
বাণী না পরশে মর্ম্মে, না মিটায় গভীর পিপাসা!
রণনে, রেখায়, অবভাসে,
প্রাণ তাই এত ভালবাসে!
সেই ভাষা চোখে চোখে ফুলে পত্রে তারায় তারায়
সাগরে সরিতে হ্রদে আকাশে বাতাসে ভেসে যায়!

পারিতাম সেই ভাষা ফুটাতে হৃদয়-আঙ্গিনাতে—
মূঢ় এই বাক্য-চেষ্টা, কে আসিত শঙ্কিল এ'পথে!
অথবা ছন্দের লয়ে রাগে
সে ভাষা ফুটিত যদি আগে!
যেমন অরুণ-অগ্রে দিবা-প্রভা-বিলসিনী উষা
আনন্দ-বৈদ্যুতি বহি' অন্তরঙ্গে—কোমল-পরশা!

আজি সে পূর্ণিমা নিশি; সেই পুনঃ বাজিতেছে বাঁশি
প্রাণের আঁধার-কক্ষে সমাচারি' আলোকের হাসি!
দূরে দূরে গভীরে নির্জ্জনে
সঙ্কেতে আহ্বানি প্রাণমনে,
বিতর্ক-বিচার-জল্প শরাসঙ্গে মোহিয়া, মূর্চ্ছিয়া!
সারা বৃন্দাবন আজি মনোমদে উঠেছে মাতিয়া।

মনাবেগে স্থির-প্রজ্ঞা বাহিরিলা শত নর নারী—
'সে গুপ্ত সে শঠ ধূর্ত্ত', নিঃসংশয়ে সন্ধান তাহারি!
কোথায় সে, বাজায় কোথায়?
কাননে, প্রান্তরে, যমুনায়?
নিকুঞ্জে, বিটপিতলে? আজি শুধু তারে লক্ষ্য কর্
ধ্যানের ধনুকে যোজি' পরাণের সূচীমুখ শর।

'সে কালিয়া সে নিষ্ঠুরে', বন্দী করি', বিদ্ধ করি' রাখ্—
সহে না এ নিত্যজ্বালা, বাঁশীর ও মনগলা' ডাক!
আজি এক একাগ্র-আঘাতে
লুকোচুরী হইবে ভাঙ্গিতে!
ছুটিল শতশঃ নারী, যেদিক চিনিল সেই ভিতে,
রাহু সম ক্ষুধাশীল, পূর্ণগ্রাসে গরাসি ফেলিতে!

ছুটিল উত্তরে দক্ষে, পূরবে পশ্চিমে, একচিতে,
মনোমদে মৃগী যথা উন্মাদিনী সৌরভ ধরিতে!
কুসুমের ভর-গন্ধ পিয়ে
বাতাস গিয়েছে অন্ধ হয়ে,
ঘুরিতেছে সুধাস্পর্শে; জ্যোছনা সিন্ধুর স্থির জলে
তরঙ্গ ছুটেছে আজি আঘাতিয়া প্রাণ-উপকূলে!

'হে কালিন্দী, হে পর্ব্বত, হে ধ্যান-নিলীন তরুবর,
তুমি কি দেখেছ কোথা নটবর সে গুপ্ত সুন্দর?
প্রাণমূলে পশে যার বাঁশী
তুমি কি পেয়েছ হে সরসী?
হে কুঞ্জ, হে লতা সখি, হে কুসুম মগ্ন মনোরসে,
তুমি কি পেয়েছ দেখা, প্রাণ সখা লুকায়ে কোথা সে?

মন্থর গামিনী কেহ, কমস্নিগ্ধ প্রীতি-স্ফীতি বুকে ;
কেহ বা প্রদীপ্ত, যেন অন্তর্লীন প্রদীপ আলোকে ;
কেহ তরঙ্গিতা সম ভাসে
লোল-বেণী-কুন্তল-উচ্ছ্বাসে ;
লাবন্য-মদিরা-দীপ্ত কেহ স্বর্ণ দেউটী আকারে
—বসনে বারেনা যারে—আসিয়াছে খুঁজিতে তাহারে !

আসিয়াছে, পুষ্প সম দেহ মন দিতে রবিকরে ;
আসিয়াছে, নদী সম নির্গলিত মিলিতে সাগরে ;
আসিয়াছে, বিজলীর রসে
ক্ষণে জ্বলি' বাসনা-রভসে,
শান্ত হয়ে মিলাইতে নবনীল মেঘের উরসে ;
আসিয়াছে, হংসী হয়ে বিহরিতে মানস সরসে !

আসিয়াছে, জ্যোৎস্না সম ঘুমাইতে সিন্ধু-নীলিমায় ;
আসিয়াছে ছায়া সম মিশাইতে দিবস-সীমায় !
আসিয়াছে—জ্যোতিঃ-কান্তা উষা !
—সে নিত্য-রূপসী অকলুষা !
উদয় শিখরে উঠি', উৎকুন্তলা লহরী আকারে,
ঝাঁপিতে উচ্ছল-হর্ষে সবিতার কিরণ-সাগরে !

বৃথা চেষ্টা বাসনার! বৃথা চেষ্টা কবির মানসে!
ধরিতে অলোক-দীপ্তি বিমলিন চঞ্চল আরশে!
ঘুরিতে ঘুরিতে যেন হিয়া
স্থির হয়ে আসে স্তবধিয়া!
কি দেখিছে—ওই! ওই দাঁড়ায়ে তমাল তরুমূলে!
ভুবন-মোহন মূর্ত্তি সঙ্কেত-বাঁশরী মুখে উলে!

"দেখেছি, দেখেছি ওরে! ধরেছি, ধরেছি ওরে তায়
ছুটিল স্রোতসী সম সাগরে সহস্রে, উভরায়!
মুখে চোখে অংসে হাতে পায়
যে সুযোগে ধরিল যথায়,
বসাইল অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ-ঘন একান্ত চুম্বন—
দুই বাহু শত-বাহু-ভাবে প্রাণপণে দিল আলিঙ্গন!

গলে গেল এ ধরনী, গলে গেল গগনের নীল,
পুলক রভসানন্দে গলে গেল ভবের নিখিল!
এ বিশ্ব গলিয়া রসময়
হল শুধু একের উদয়!
কেহ কারে গণিলনা, বাধিলনা—পাইলনা দেখা—
প্রেমরাজ্যে রাসেশ্বরী, অনসূয়া, অদ্বিতীয়া, একা!

'হে সুন্দর, হে নিষ্ঠুর, হে প্রাণের গুপ্ত মৃত্যুবাণ !'
—একান্তে প্রাণান্তে শুধু প্রকাশিল বেদনার গান !
'হে বাঞ্ছিত লহ লহ মোরে,
লহ লহ তোমারই করে !'
অমৃত-সাগর মাঝে—সীমাহীন স্থির নীর যার—
সফরী স্ফুরিছে রসে, ঘুরিছে ঢুঁড়িছে অনিবার !

'ধরিব, চূর্ণিব তোমায়, পানিব তোমায় সনিঃশেষে !
মুকুতা করিয়া তোমা পরিব গলায়-বুকে-কেশে !
হৃদয়ে চন্দন-পঙ্ক সম
লেপিব তোমারে নিরমম !
আঁখির তারকা করি,' গন্ধ করি' ঘ্রাণের দুয়ারে,
শ্রবণে সঙ্গীত করি,' রাখিব—রাখিব হে তোমারে !

'আরো আরো কাছে এসো ! হে বঁধুয়া ছাড়িও না মোরে !
আমারে গলায়ে লহ, তোমা মাঝে ও' অমৃত-সরে !
—প্রাণের সেতার-তন্ত্রী মাঝে
বেহাগ রাগিনী শুধু বাজে,
তরলে উৎকলে শুধু, আকুলে সঙ্কুলে, মিশে যায়
ভাব-নীরবতা-দেশে—ধারণার অধর সীমায় !

'হে কাঙ্খিত, হে দয়িত, কোটী বাহু দাও মোর প্রাণে!
কোটী যুগ দাও মোরে তোমার সমুদ্র-মাঝখানে!
ঘুরিতে লাগিলা আকুলিয়া,
আলিঙ্গিয়া চুমিয়া ঘেরিয়া,
সখী-সখী হাত ধরি, আটে আটে, গলিয়া রসিয়া—
নাচিতে লাগিলা সবে অনুভবে বিভোর হইয়া!

যে রসে ঘুরিছে সদা ব্যাকুলে ব্যাপিয়া মহাব্যোম,
ভবরাজ্যে হাতে হাতে বিরহী গ্রহার্কতারা সোম
অজানা সে সূর্য্যেরে ঘেরিয়া,
কলগীতে গগন ভরিয়া,
আলোক-কটাক্ষ জালে পরস্পরে রভসে বিঁধিয়া,
আলুথালু বেশবাসে, কেশছায়া পৃষ্ঠে উড়াইয়া!

যে রসে, গুপ্তের দেশে—ঋষিগণে করেন দর্শন—
স্থিরেরে ঘেরিয়া নাচে অস্থিরে রূপসী আটজন;
মধ্যকেন্দ্রে দাঁড়ায়ে প্রকৃতি—
বিশ্বের রাধিকা পরা সতী!
বাঞ্ছিতে ধরিয়া বুকে তবু যার বিরহ-বেদন—
প্রণবের রতি মাঝে তদ্গতে গলিয়া গেছে মন!

ঘুরিতে লাগিলা সবে, নাচিতে লাগিলা ঘেরি' তায়-
দেহ যবনিকা-সম ঢাকিয়া রয়েছে ওই বায়!
সে অজ্ঞাত কালিয়া'র রূপ!
বাঁশরী জীবন-রসকূপ!
সকলে শ্রীমতী আজি, তদাকারা পরশে তাহারি—
পরশ মাণিক-স্পর্শে সোণা হয়ে গেছে গোপনারী!

ভিতর বাহির যেন রাসের রসেতে ঐক্যময়;
পলকে ঘটিয়া গেছে জীবনের অর্থ-পরিচয়—
হাসিতে অশ্রুতে ভরা চোখে,
অতৃপ্তি-উল্লাসে ভরা বুকে,
অভাবে সদ্ভাব-রঙ্গে, বুকে ধরি বিরহ-প্রকারে,
কাহার পরশ রসে মজিয়া খুঁজিছে সে কাহারে!

ধৃতি দূরে ইন্দ্রিয়ের, সত্যের মাঝারে কোন ছায়া!
পুরোবিম্বে প্রকাশিত ছায়ার মাঝারে কোন কায়া!
মনোলয়ী বাঁশির সঙ্গীতে
সবলে লুটিয়া লয়ে চিতে
স্বর্গের সীমায় তুলি,' শূন্যমাঝে দেয় গলাইয়া!
স্থিতি বৃতি ছাড়াইয়া ধামদেশে যায় হারাইয়া!

গলে গেল বিশ্বব্যক্তি ; গলে গেল প্রপঞ্চ প্রকার ;
—রাসচক্রে বাঁশরীর বিশ্বহরি কেবল ওঙ্কার !
ঘুরিতে ঘুরিতে যেন হিয়া
স্থির হয়ে গেল স্তবধিয়া !
দেশকাল গলে গেল ! যুগান্ত পলক সম জ্ঞান—
পলকে যুগান্ত ভাতি—মিশে গেল ভাবের আধান।



অষ্টম স্বর্গ।

[বিরহ পথে]

ক—১

চলে গেল! কোথা গেল? কি হল কেমনে ওরে
অধরের ধারে এসে সুধাসিন্ধু গেল সরে?
নর নারী হাহাকার করে
উঠিল কাঁদিয়া একস্বরে!
শৈল নদী পথ ঘাট, পশু পক্ষী যত তরুলতা
সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁদে কহে, 'হায় গেল কোথা?'

সত্যই কি পেয়েছিনু! ধরেছিনু, বুঝেছিনু তারে?
কমেছে কি তৃষ্ণা কিছু হৃদে ধরি' হৃদয়-সখারে?
'প্রাণের রসনে সু-রসাল
কে কাটিল স্বপনের জাল?'
'কোথা গেল বাঁশরীর অন্তঃস্পর্শী তৃপ্তিহীন ব্যথা?'
'চলে গেল চিরতরে?' 'হায় হায়, চলে গেল কোথা?'

২

'বুঝি আজো যায় নাই—পাতি-পাতি খুঁজে দেখি আয়!
'যমুনার এলোচুলে বাঁধা পড়ি আলসে ঘুমায়!'
'কুসুমের প্রাণমধুপুরে
বুঝি সে গুমরে গুঞ্জস্বরে!'
'ওই গোবর্দ্ধন-শিরে পরিশ্রান্ত মেঘের শয্যায়
বিজলী-বালিকা সনে আছে বুঝি মগন খেলায়!'

'বুঝি ওই সরসীর রাঙ্গামুখী শতদল-দলে
কিরণ সুন্দরী সাথে দুষ্টু-শিশু খেলে কুতূহলে!'
'বুঝি কুঞ্জে কুসুমের বুকে
ঊষা-সুতা মুকুতায় সুখে
গাঁথিতে চাহিছে মালা—প্রতি পদে যায় বিগলিয়া!'
'বুঝি কিসলয়-কর্ণে মলয়ার চুপী-কথা
শুনিতেছে বিভোরে বসিয়া!'

৩

নাই সে কোথাও নাই আসিয়াছে প্রেতিহীনা ঊষা,
অশ্রু হয়ে প্রকাশিছে কুসুমের মুকুতার ভূষা!

যমুনার কটাক্ষ-লীলায়
আজি শুধু বারি বহি যায়!
লতিকা বন্ধন হয়ে আগলিছে সহকার-গলে!
ভবলোক স্ফূর্ত্তিহীন নিশ্বসিছে নিগড়ে-শৃঙ্খলে!

নাই সে, কোথাও নাই! প্রীতিহীনা প্রকৃতি নিখিল;
উঠেছে তরুণ রবি বৃদ্ধ-সম রুক্ষ-দৃষ্টি-শীল!
বিস্তারি' মলিন-রুগ্ন কায়া
—ধরনীর দগ্ধহিয়া-ছায়া—
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন, আকাশে অচল মেঘগণ!
প্রতিভা-প্রতিমা হীন মরুসম আজি বৃন্দাবন!

৪

বসন্ত মরিয়া গেছে সহসা এ' ভুবনে!
আঙ্গারা বসেছে আসি কুসুমের আসনে!
ভ্রমরের গুণগুণ-স্বনে
কেহ যেন কাঁদিছে গোপনে!
মলয়া অথর্ব্ব হয়ে ঢুঁড়িতেছে কাননে!
পাখীর সঙ্গীত তন্দ্রামাঝে
বেসুরে বেতালে মাতিয়াছে!
হাসি খানি মুছে দিয়ে প্রকৃতির আননে,

তপনের চিতাধূমে মাখা'
আলোড়িয়া তামসীর পাখা,
সন্ধ্যা আসিয়াছে আজি বৃন্দাবন-শ্মশানে !

৫

একাকিনী অভাগিনী আজি আমি অতি দুঃখী—
সুধার সাগর মোর পলকে গিয়েছে শুকি'।
আজি এ নিখিল নিরমম,
শুষ্ক-নীর মহা খাত সম,
অলক্ষী পঞ্জর লয়ে দিকেদিকে উঠেছে ভাসিয়া !
ক্ষুধিত ভিখারী সম শূন্য পানে রয়েছে চাহিয়া !
হে তরু, হে লতাকুঞ্জ, প্রীতিমুখী কুসুম-সম্ভার,
কোথা গেল তোমাদের স্নেহ-মৌন সৌন্দর্য্য উদার ?
আজি কেন উড়িতে আকাশে
মন যেন বাধা পেয়ে আসে ?
কে ছিল তোদের মাঝে ওতপ্রোত অণুতে-রেণুতে
হাসি হয়ে, প্রীতি হয়ে—এতদিন পারিনি বুঝিতে

৬

সজল-জলদা-নন্দা পাগলী দামিনী বালা !
তোমারে কহিব সখি, প্রাণের গোপন জ্বালা !

ছটায় পরাণ মাখি'
আকাশের সোণা-পাখী,
সীমা হতে অসীমেতে বাসনার বহ্নি জ্বালা!
সজল-জলদা-নন্দা পাগলী দামিনী বালা!

ঘেরে তোরে, থরে থরে গগনের ঘনঘটা;
ধরে তোরে ব্যোমকেশ আস্ফালি' দিগন্ত-জটা!
মুষ্টির ভিতরে গলি'
হাসির আকুলি তুলি,'
অকস্মাৎ অশ্রুধারে কোথায় পলাও বালা!
সজল জলদানন্দা পাগলী দামিনী বালা!

৭

হে সিন্ধু! তোমারি মত জগৎ জুড়িয়া আমি
নাচিতেছি-কাঁদিতেছি হাহাকারে দিন-যামী;
মুক্ত-বেণী উদ্বসনে
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে আস্ফালনে,
ধরিতেছি হিয়াখানি শূন্যপানে নিশিদিন—
পড়ে কি, পড়ে কি তাহে গুপ্তের সে ছায়া-চিন্!

আসে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষ! উন্মাদিনী ধুম-তারা
বাহুলিয়া যায় পুচ্ছ তীব্র পরিহাস পারা!
মুখখানি করি মসী
আকাশ রয়েছে বসি!
পাই নে 'তাহার' দেখা—দিবা নিশা যায়-আসে-
আকুলি উচ্ছ্বসি ফুসি সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে!

৮

সে গিয়াছে যথা সখি, কতদূর—কতদূর!
পাইব তাহারে নাকি, গেলে ওই মধুপুর?
মিথ্যা কথা; সে ছলনা
এতদিনে বুঝিলি না!
কে বাজাত বাঁশী হেথা লুকায়ে গোপনস্বরে?
কে দিত আকুলি তুলি' প্রাণের নিভৃতপুরে?

যে গেছে বিশ্বের মাঝে বিস্তৃত-কাজের আশে,
যে গেছে নিজের নাম লিখিবারে ইতিহাসে,
জয়—তারি হোক জয়!
সে কভু মোদের নয়।
'সে' গিয়াছে ছায়াসম আপনাতে মিলাইয়া—
বৃন্দাবন-লীলা গেছে চিরতরে ফুরাইয়া।

৯

আসিও আমার কাছে বাঁশিটি লয়ে—
মাথার মুকুটখানি আসিও থুয়ে!
কাননে ফুটিবে ফুল—যমুনায় কুলকুল,
কোকিল বকুল ডালে উঠিবে গেয়ে;
আকাশে হাসিবে তারা—কিরণে কিরণধারা,
মেঘের হৃদয়ে মেঘ রবে ঢলিয়ে—
আসিও তখন কাছে বাঁশিটী লয়ে!

তুমি না হয়েছ রাজা—কহে সকলে!
ফেল দেছ ধড়া-চূড়া যমুনা-জলে!
ভুলিয়াছ সখা সখী—করিতে সে দেখাদেখি
আরত যায় না সাধ বকুল তলে!
ভুলেছ সে ছেলে-বেলা, ভুলিয়াছ শিশু-খেলা,
ভুলেছ সে মুখোমুখী ডুবিয়ে জলে,
সকলি সঁপিয়ে দেছ ভুলে-অতলে।

তবু, একি কথা শোনে অভাগী 'রাধা'—
তব গোচারণ-ভূমি সারা বসুধা?

তোমার প্রেমের রাসে নর কোটী-কোটী ভাসে !
ও বাঁশরী-সুরে প্রাণ সবারি সাধা' !
একি শোনে লোক মুখে অভাগী 'রাধা' ?

তাই, শত-আশা লয়ে বুক বেঁধেছি—
তাই উদয়ের পানে চেয়ে রয়েছি !
মুছিয়ে মুছিয়ে আঁখি অভিসারে স্থির রাখি,
বিকল কবরী খুলি ঢালিয়ে দেছি !
কবে হতে দিক্ রাঙ্গা, কবে মেঘ দেব-ভাঙ্গা'
এ' নিশা-তমসা ভালে যাইবে নিছি !
তাই আকাশের পানে চেয়ে রয়েছি !

কতবার এসেছিলে হৃদয়-পাশে—
সকলি বিরহ যেন এখন ভাসে !
আকুলি-বিকুলি সার—প্রাণে সেই হাহাকার
পাঁজরে পাখীর মত আকাশ-আশে !
বিরহে মিলন বলি', চিরকাল গেলে ছলি',
অযাচিতে ছুটে আসি' মধুর হাসে—
কতবার এলে যেন হৃদয় পাশে !

এ নিশি অকালে আর তোমা চাহি না—
জানি সে ছলনা শুধু, শুধু যাতনা!
আমি অনশন করি কাটিব এ' বিভাবরী,
করাইও পরে-দিনে তুমি পারণা!
পুরা' মিলনের তরে রব বুক ধৌত করে,
তুমি এসে তুলে দিও চরণ খানা!
মুকুলে-কমলে যথা কিরণকণা!

বিরহে এসোনা তুমি, এসো মিলনে!
—যবে সে পাইব তোমা বাহিরে মনে!
—যখনি দেখিব, তুমি আমার আকাশ-ভূমি
আবরি' দাঁড়ায়ে আছ স্থির-নয়নে;
রবে না আকুল আশা,—অন্তহীন এ পিয়াসা—
জীবন জ্যোতির রাশে বাঁধে মরণে,—
বাঁধা পড়ি' এসো তুমি সেই মিলনে!

এ নিশি এসোনা সেই ভোরে আসিও!
রাজার সে ছটাঘটা দূরে ছাড়িও!
ঊষার আলোক সনে লোকে লোকে আলো হেনে,

চকিতে সমুখে আসি, শুধু হাসিও!
আমি গাঁথা মালা লয়ে দাঁড়াব স্থগিত হয়ে—
কেড়ে লয়ে মালা সনে বুকে করিও!

আসিও আমার কাছে বাঁশিটী লয়ে—
বাহিরের রাজা-পনা বাহিরে থু'য়ে!
মুদিয়ে দুইটী আঁখি,
কেশ পাশে মুখ ঢাকি,
ধরণীর বুকে, যবে পড়িব শুয়ে;
বাতাসে কুসুম গুলি মিশাবে বুকের ধূলি;
যমুনা পুলিন পদে চলিবে গেয়ে;
কোমল চরণ ফুলে রাখিয়ে পরাণ মূলে,
দাঁড়াইও হাসি মুখে বাঁশিটী লয়ে!

থ—১

তুমি নাকি কুরুক্ষেত্রে, লোকক্ষয়-রসে মজি'
বাজাইছ পাঞ্চজন্য মুরলি তোমার ত্যজি'!
ভবের ভয়ের কূপ
দেখাইছ বিশ্বরূপ!
সে সকলি সত্য বার্ত্তা, বুঝিতে পারিনু যেন—
কেমনে দুরন্তপনা গোপনে রাখিলে হেন?

তোমাতে আগুন আছে—বাকি কি রহিল জানা' ?
পুড়িয়া পুড়িয়া বঁধু, হৃদয়ে করিতে সোনা !
মধুরে-মধুর তুমি
মনের ভয়ের ভূমি !
লাগিলে তোমার অগ্নি, রক্ষা কোথা আছে আর !
ভিখারী সে, পাগল সে, পৃথিবী শ্মশান তার !

২

তুমি নাকি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর এক মহারথে,
শিখাইলে ভব হতে ভাবে যাইবার পথে !
দেখালে সমর মাঝে
শান্তি কোথা গুপ্ত আছে !
সংসারের মধ্য দিয়া সংসারের পরপারে
সুগুপ্ত যে রাজপুরী, দেখাইলে নাকি তারে !

আজি তব সে অপূর্ব্ব শান্তির সংগ্রাম-গীতা
জাগ্রতের মুখে মুখে, দেশে দেশে সম্পূজিতা !
আমি ভাবি, এ বাতাসে
তরু-পত্রে নীলাকাশে,
ফুলের নয়নে যেই নিত্য-মহাগীতা আছে,
মানবের চিত্ত কেন জাগে না তাহারি মাঝে !

৩

ফুলের ভিতরে সথা, মধু আছে গুপ্ত যথা,
কহিব তোমারে তথা প্রাণের গহন কথা !
সে কথা, হইলে দেখা
নয়নে পড়িবে লেখা ;
সেই কথা সারা দেহে রোমাঞ্চে হইবে গাঁথা' ;
সেই কথা আলিঙ্গনে
স্ফুরিবে ধমনী সনে—
পুলকে পলকে যবে কথা যেন বাজে ব্যথা ;
তারপরে হে প্রাণেশ,
সে কথা হইবে শেষ,
গলিয়া-জমিবে যথা সিন্ধুতলে নীরবতা।

৪

আজি এ প্রভাতে যেন গোপনে সবারি আড়ে
পরম প্রণয়ী আঁখি আমারে ডাকিছে ঠারে !
মেঘ-আড়ে দীপ্ত আঁখে
তারা যথা চেয়ে থাকে,
ঊষার ভিতর দিয়ে কে মোরে বাসিছ ভালো !
জ্বালায়ে ফুলের দীপ প্রাণে মোর দি'ছ আলো !

সকল দিনের মাঝে,আজি মোর এক-দিন !
উন্মত্ত উৎসবে আজি বাজিছে হৃদয়-বীণ !
আজি এই বিশ্ব খানি
কে মোরে দিল রে আনি—
দিল দান-পত্রে লিখি প্রেমেরি যৌতুক সম !
প্রেম-কল্পতরু-ফল—চাখিতে মধুর-তম !

৫

একি লুকোচুরী খেলা খেলিলে প্রভাতে আজি ?
আসিতেছি একাকিনী ফুল ভারে ভরি' সাজী ;
সরসীর ঝিলমিলে
স্ফুট ইন্দীবর-নীলে
বুঝিনু রয়েছ বসি'—চকিতে, নয়ন মাজি'
পরখি' চাহিতে, গেলে লুকায়ে প্রভাতে আজি ?

আসিতে আসিতে পথে, মাতৃবুকে এক শিশু—
আক্রমিল মোরে যেন বরষি হাসির ইষু !
সে বিগ্রহে অকস্মাৎ
কি দেখিনু ছায়া-সাৎ !
পাগল করিতে মোরে, কি রাখিলে আর বাকী !
একি অপরূপ খেলা খেলিলে আড়ালে থাকি ?

৬

ফুলের ভিতর দিয়ে কে তুমি রয়েছ চাহি ?
কে তুমি আসিছ নামি' তারকার দৃষ্টি বাহি' ?
কে তুমি নেহারে ঠারে
ডাকিছ—ডাকিছ মোরে,
বিহরিতে হংসী হয়ে আকাশের সরোবরে ?
ডাকিতেছ সুকোমল মেঘের শয়ন পরে ?

আকাশে জ্যোতিষ্কগণে ফেলেছে আলোক-জাল-
বাঁধিবারে চপলারে জেগে আছে চিরকাল !
আমি শফরীর প্রায়
বাঁধা পড়িবনা তায় ?
ছাড়িতে, ছাড়াতে গিয়ে দ্বিগুণে পড়িব ঘোরে ?
তুমি কি হৃদয়ে তুলি সখাহে লবে না মোরে ?

৭

আসিও ভাবের মত চিক্কন মসৃণ হয়ে !
আসিও প্রাণের মাঝে প্রাণেরি মুরতি লয়ে !
আসিও মরম স্পর্শী
বিপুল রোমাঞ্চ-হর্ষী

আসিও মর্ম্মের কর্ণে সঙ্গীতের সুরে-লয়ে!
কিংবা সখা লও মোরে
তোমারি—তোমার করে!
মিশিতে তোমারি বুকে, তোমারি মতন হয়ে!

৮

কি কহে, কি কহে লোকে—উন্মাদিনী সখি আমি?
কি চাহিয়ে কেঁদে মরি মনে-মনে দিন যামী?
সে-ত সখি মিথ্যা নয়—
শোন তার পরিচয়—
যা' দেখেছি, বুঝিয়াছি এ ক্ষুদ্র জীবনে মোর,
দিশা-হারা ভাষা-হারা—নাহি তার আদি-ওর!

নিশিদিন মনে হয়, এ'-চির-জীবন যেন
ঘুরিতেছি ছায়া-রাজ্যে ছায়ার মাঝারে হেন!
এ' যমুনা এ' বাতাস
নিরমম নীলাকাশ
একমন্ত্রী হয়ে সবে কারে রাখিয়াছে গুজি'!
উহাদের উল্টা-পিঠে সত্য বসে আছে বুঝি!

৯

জীবনের বীণে মম বাঁধিয়াছি একি-সুরে—
নিশিদিন পলে পলে কেবলি তাহাই স্ফুরে !
যে সুরে দিবস নিশি,
যেই পথে রবি শশী—
সে পথে হৃদয় মম নিদ্রাহীন সদা ঘোরে—
বুঝিলি না যদি সখি, কেমনে বুঝাই তোরে ?
সখি, এই ভব জন্ম রসিক-রহস্য ফের—
দু'হাতে ধরিব-মত কি পেয়েছি জীবনের ?
তবু ত উল্লাসে গলি—
না-বুঝিয়া তবু চলি !
চলিতে চরণ-লোহে সারা-পথে লেখা পড়ে !
যতই ধরিতে যাই, তত সে পলায় দূরে ;

১০

কি ফুল ফুটেছে কোথা, ঠিকানা নাহিক তার-
সৌরভে আকুলি উঠি আপূরিছে চারিধার !
মধু লোভে মত্ত-মন
ঘুরিছে ভ্রমরগণ !
হের' এ-জগতময় জাগিয়াছে নেশা তার !

শোন বিশ্ব পূরিয়াছে সে আকুলী, সে ঝঙ্কার!

হে জননি, প্রকৃতি গো, তোল তোল যবনিকা—
হেরি প্রাণভরে সেই গুপত আলোক-শিখা!
হিয়া পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপিয়া পড়িবে তায়!
তার পরে, কি ঘটিবে কাটিলে স্বপন-ঘোর—
তাই শুধু, তাই শুধু চাহিছে হৃদয় মোর!

গ—৮

সুভাগিনী—অভাগিনী! অয়ি সূর্য্যমুখী বালা,
আপনার রূপছটা হয়ে গেছে তোর জ্বালা!
শিশির-সরসা হাসি
হয়ে আগুনের রাশি
দহিছে হৃদয়ে তোর! ধমনী কৈশিকী দিয়া
সে আগুনি সারাদেহে ফেলিয়াছে আবরিয়া!

আকাশের সূর্য্যপানে ধরিয়ে মুকুল হিয়া,
উষাবুকে শুভ্রমুখে উঠেছিলি বিকশিয়া!

সারাদিন একস্থিরে
হতাশায় গেলি পুড়ে !
এখন ধরণী বক্ষে, বুক রাখি' কাঁদো বালা-
প্রিয়ের পরশ-হীন বিফল-রূপের জ্বালা !

হে সুন্দরী নীলাম্বরী, ভাবিনী অপরাজিতা !
আমি বুঝিয়াছি প্রাণে তোমার প্রাণের গীতা।
ক্ষীণ এক বৃন্তে আধা
লতায় আছিস বাঁধা !
আনন্দ-কামিনী তুই, বদ্ধ জড়িমার ফাঁসে !
প্রাণ তোর পাখী হয়ে বিহরিছে নীলাকাশে !

অসীম পথের যাত্রী, নীলাম্বরে ঢাকি' কায়
আলা-মুখে আঁচে যেন চুমিছ ধরণী মায় !
যথা হতে রবিশশী
অলো-মুখে আসে ভাসি ;
এ' বিশ্ব গহন-রসে যায় যথা মিলাইয়া—
সে পথ সম্মুখে ওই উঠিয়াছে প্রকাশিয়া !

৩

হে যমুনা কালামুখী, ধন্য ও কপটী ব্রীড়া!—
অন্তরে আকুল, তবু দেখাইছ যেন স্থিরা?
বুঝি, পাইয়াছ তারে
পরাণের রসাগারে,
ঘুমায় মেঘেরা যেথা বুকের গভীরে তব!
তীর-তরু ছায়া-পুরী রচে যথা অভিনব!

নাহি যেথা লোক-কথা, জনতার কোলাহল,
কুসুমের চোখাচোখী, পবনের নিন্দাছল,
বুঝি সে শিশিরপুরে,
সীমাহীন শূন্য জুড়ে,
সায়াহ্ন শান্তির বাসে দিকে দিকে স্তব্ধতা রচিয়া,
হৃদয়-যূথিকা তোর একবিন্দু-সিন্ধুতে মজিয়া!

৪

পাষাণ পঞ্জরে বদ্ধ অয়ি গোবর্দ্ধন!
তরঙ্গ-উৎপাতে উঠি
ব্যোমের গরভে লুঠি
উর্দ্ধ ভালে ধরিয়াছ সূর্য্যের কিরণ!

অন্তরের দ্বন্দ্ব কবে গেল শান্ত হয়ে ?
না জানি পাইলে কবে
স্থির-যুক্তি এই ভবে !
আপনারে সাম্যশীল নিখিল নিলয়ে !

কবে নিরমল হ'ল প্রাণের আরশী ?
স্থাবর জঙ্গম ধেয়ে
আসিল তোমার গেহে ?
ফুটিল পাষাণ ভেদি' কুসুমের হাসি ?

আনন্দ প্রাণেরে দেয় দেখিবার দিব্য আঁখি ;
আনন্দ প্রাণেরে করে আকাশ-বিহারী পাখী ;
সে আনন্দ এল প্রাণে—
তাহারি চিন্তনে ধ্যানে
তোমার সকল চেষ্টা হয়ে গেল সমাপন,
অচল আনন্দ তুমি আজি, গিরি গোবর্দ্ধন !

৫

হে সন্ধ্যা, যোগিনী বালা, উজ্জ্বল কোমল-ভাতি
বিশ্বের প্রাঙ্গন তলে জ্বালিয়াছ পুণ্য বাতি !

আজি তব স্থির আঁখি
পড়েছে পাতায় ঢাকি'—
মর্ম্মের ভিতর-দেশে চলিয়া গিয়াছে যেন!
আজিকে প্রাণের স্পর্শে তোমারে পেয়েছি হেন!

ধীরে নিবে বহির্জ্যোতি নয়নের তারকায়—
বিশ্ব যবনিকা সম ছায়া-পথে সরে যায়!
ক্রমে-ধীরে-অবশেষে
রবি-শশী-হীন দেশে!
এথাকার বহু যথা এক হয়ে প্রকাশয়—
বিদেশিনী ক্ষণপ্রভা চিরপ্রভা হয়ে রয়!

ঘ—১

ভাবের অভাব করি, অভাবের পরপারে
—বুঝিবি কি মোরে সখি—গেছিনু খুঁজিতে তারে!
দেখেছি সে 'মন চোর'
লুকায়ে প্রাণেই মোর!
তারপরে, দেখিয়াছি অপূর্ব্ব ছায়ার সাজে
প্রতি-অণু-কণে সে-ই লুকায়ে বিশ্বের মাঝে!

ভুলিয়ে গেলাম সখি, গিয়েছিনু কোন পথে—
কে টানিল সে গহনে অন্ধের এ মনোরথে !
আজি এই ভব পার
পুনরায় অন্ধকার !
কে মোরে দেখাবে সখি, যাব সে কাহার কাছে ?
অনন্ত বিরহ, এই মিলনের সিন্ধু মাঝে !

২

জীবনের খেলা ধূলা ফেলেছি দূরে ;
পশেছি তোমারি পুরে, তোমারি সুরে !
বাঞ্ছিত হে, সুন্দর হে, প্রিয়তম হে !
তোমারে খুঁজিয়া আজি নয়ন ঝুরে।
ভাবে-ভাশে আসে-পাশে, তোমারি পরশ আসে—
ইঙ্গিতে-আভাসে-রসে মধু-সাগরে
লোলুপে-মধুপ-মনঃ আকুলে ঘুরে।

৩

ওইসে জ্যোছনা-ফুলে অনাকুলে লীয়মান,
ওগো 'কালো' বঁধু, তুমি মধু কি করিছ পান ?
কিরণ-কিলাল-রাশি
ঝলকে ঝলকে আসি

উথলি উথলি পড়ি' ভাসায় এ ধরণীরে !
কে তুমি বিকুল বাণ তুলেছ চাঁদের পুরে ?

হৃদয় কুসুমে মোর নিবিড় নিবেশে চুমি'
ওরে 'কালো' বঁধু, তথা মধু পান কর তুমি !
গোপনে মরম-ভাগে
সুধারস সম জাগে—
দেখায় বাহির হতে কলঙ্কের দাগ সম ;
তেমতি মরমে-মধু, চিরকাল বঁধু মম !

৪

তোমার স্বপন হতে উঠিয়াছি আজি বঁধু !
আজি এ বিশ্বের বুকে ক্ষরিছে কেবলি মধু !
পরিচিত শিশুটীর প্রায়
আজি বিশ্ব মোরে হাসি চায় !
যমুনার মধুগন্ধা কুলানন্দা লহরীর মত
আজি এ' পরাণ মম বিশ্ববক্ষ করিছে আহত !

আজি উষা ফুটায়েছে হৃদয়ের কুসুম আমার।
মরমের ব্যথা মম হইয়াছে মধু রসাধার !

ফুলেরা আকাশ-চ্যুত উজ্জ্বল শিশির
পিয়ে হরষিত—যেন স্তন্য জননীর !
ধন্য আমি, এতদিন কাঁদিয়াছি অশ্রুভারে মজি'—
উষার চুম্বনে অশ্রু মুক্তা হয়ে হাসিতেছে আজি !

৫

হৃদয় সারঙ্গে মম ফুটিছে যে সূক্ষ্মতান,
কাণ দিয়ে শোন' সখি, বুঝিবি তাহার ভান।
কুসুমের মর্ম্ম হতে'
আকাশের তারা হতে,
গোপনে ধরেছি যেন গহন পরশ তার—
অনুমানে উপমানে নহে তারে বুঝিবার !

তাহার বাঁশরী মুখে যেই সুর জন্মেছিল,
তিলে তিলে এমনি গো সজনি, জনম নিল !
আজি মম হিয়া মাঝে
সে বাঁশরী সুরে বাজে—
অনাকুলে অন্তরঙ্গে বহে সুর-ধুনী-বান
আমার সমস্ত আজি মোর মাঝে অবসান !

৬

ওই বাজে বাঁশী!
মগনা তাপসী সন্ধ্যা আপনার ধ্যানের সাগরে!
বিধুরা ধরণী ধনী দাঁড়াইয়া তামসীর পারে!
তামসী হৃদয়-লক্ষ্মী, সহস্রাক্ষী, অলোক-পরশী—
ওই বাজে বাঁশী!

ওই বাজে বাঁশী!
নিঝুম নিসুপ্ত নিশা আপনাতে আছে স্তব্ধ হয়ে!
ধ্বনির মুখর বিশ্ব মহাকাশে গেছে হারাইয়ে!
স্তব্ধতার সিন্ধুনীরে সীমাহীন ভাবের সরসী—
ওই বাজে বাঁশী!

৬—১

আজি এ ধরণী ব্যোম এ'কি চন্দ্র-কিরণেতে আলা!
আনন্দ-বেপথুমতী সুনয়না তারকার বালা
হাসিছে আমার পানে চাহি'!
গভীর স্তব্ধতা অবগাহি'!
অন্ধকার আকাশের ঘনলৌহ-নিরুদ্ধ হৃদয়
আলোকেরে পথ দিয়ে অভ্ররন্ধ্রে, শুচি শুভ্রময়!

জ্যোতির ভিতর দিয়ে কি জ্যোতি উচ্ছ্বসে চারিধার !
নিরুপমা জ্যোৎস্নারাণী, আসিয়াছে পরশে যাহার
আনন্দাশ্রু কুসুমের চোখে !
হিয়া মোর অপূর্ব্ব পুলকে
নবোঢ়া কামিনী সম সম্বরি সকল চেতনায়,
মজিতেছে রসানন্দে অভিনব বাসর শয্যায় !

২

আজিকে পেয়েছি তোমা হৃদয় মন্দিরে !
আজিকে পেয়েছি তোমা গোপনে-গভীরে !
আজি সখা তব রসে
হিয়া ফুল ফোটে হেসে !
বসিয়াছ মধুকর বুঝি তদুপরে !
গুঞ্জরিয়া অনুপম
মধুর চুম্বন সম
পুলকে পূরেছ মম সকল শরীরে !

৩

বাঁশীর ধেয়ান-দেশে জেগেছে কম্পন,
হৃদয় আকাশ মম করি আলোড়ন !

দিকে-দিকে সে কম্পনে ফোটে জ্যোতিঃফুল !
বসে যায় মনোভৃঙ্গ হইয়ে আকুল !

মহাকাশে বৃন্তহীন ফুটে শতদল ;
রেণুকণা তারাগণে করে ঝলমল !
তার মাঝে মধু সম সঞ্চিত হইয়া
আপনারি রসে ভুঞ্জি আত্ম-হারাইয়া !

এক হয়ে যায় যবে সুদূর নিকট !
বিশ্ব বিন্দু-কেন্দ্রে আসি হয় সুপ্রকট ;
এই জগতের ছায়া-রহস্য শিখরে
উত্তরি' হৃদয়, যবে হেরে আপনারে !

৪

আকাশের সীমা পার হয়ে গিয়ে
তোমার মাঝারে ডুবি !
সকল কর্ম্মে, সকল মর্ম্মে
শুধু তোমা অনুভবি !
ভাব নাই হোথা ভাষা নাই—
প্রকাশের সেথা কিছু নাই—

অলোক-পরশে রোমাঞ্চ দেহ,
নয়নে অশ্রু বহে,
তেমতি তেমতি আনন্দ তুমি,
হেন সুন্দর অহে!

জানি আমি এই জীবনের মাঝে
নাহিক তোমার স্থান,
তাই—তাই শুধু অতিথি গো তুমি—
অচিন্ত্য তব ধাম!
পলকের অণু-পথ দিয়া
হিয়া মাঝে যেন পড়ে বিগলিয়া
অনন্ত তব অলোক রশ্মি—
তাহে অমৃত রহে!
তেমতি তেমতি আনন্দ তুমি,
হেন সুন্দর অহে!

অযুত বর্ষ বিস্তৃত হয়ে
সেই সে পলকে রয়!
দেশকাল সীমা অণুসম হয়ে
সে পলকে পায় লয়!

এ জগৎ গাঁথনী ছিঁড়িয়া
ছায়া হয়ে যবে যায় মিলাইয়া !
সে পলকে এই ছায়া-সংসার
সত্যে নিলীন রহে !
তেমতি তেমতি আনন্দ তুমি,
হেন সুন্দর অহে !

৫

এ ধরায় যত সুখ পেয়েছে হৃদয়—
কল্পনায় ফোটে যাহা, প্রকাশেতে ধরে,
সবারে উত্তরি' আজি—সবার বাহিরে—
সীমা হারাইয়া আমি পড়েছি সাগরে।
অতল সে সীমা-হীন সমুদ্র উদার !
নিশিদিন অসীমের আলিঙ্গন-রসে !
চন্দ্রালোক পশে যার প্রতি অনু-দেশে !
প্রকাশে আসে না যাহা, তাহাই আমার
একি শুধু মিথ্যা,মত্ত কল্পনা সম্বল ?
উন্মাদের মোহানন্দ, ছায়া বাজী সার ?
মানস-বাসনা-রস—মদিয়া কেবল ?
তাই যদি, তাই হোক, তাহাই আমার !

আনন্দ অন্বেষি' ঘুরে এ' বিশ্বসংসার—
তাই যদি পেয়েছি রে!—তাহাই আমার

৬

যুগে যুগে যত জীব আসিয়াছে ভুবনে ;
অথবা আসিবে পুনঃ যারা—
আমার প্রাণের গুপ্ত ধারা,
আমার আনন্দে যেন পায় তারা বিজনে !
যত নর ঊষায়-সন্ধ্যায়
ধ্যান-তলে ডুবিবে হিয়ায়,
নিশীথ নির্জ্জনে যারা নিমজ্জিবে গগনে,
কুসুমের মৌন মনোরসে
মজে যারা মনোভার বশে,
সাগরের তলদেশে যাবে যারা মগনে,
আত্মহারা-হয়ে সর্ব্বহারা
নিজেরে বিলায়ে দেবে যারা,
শয়ন রচিয়া হিয়া-যমুনার গহনে
সংসারের কোলাহল মাঝে
মর্ম্মে যারা মূক হয়ে আছে,
আমারে—আমারে যেন পায় তারা গোপনে !

৭

জীব 'জীব'—চিরজীবী হও!

যারা আজি পুরাইয়া প্রভাতের ডালা
ধরিলে আমার মুখে অমৃতের থালা,
যাহারা চাহিছ হাসি', গাহিছ যাহারা,
দিকে-দিকে জ্যোতিঃ-স্রোতে ভাসিছ যাহারা,
প্রাণের গভীরে ডুবি' মৃত-সুপ্ত হিমানীর ধারা
যাহারা গলাও!
জীব 'জীব'—চিরজীবী হও!

উষার এ ফোটা-ফুল-হিয়ার মাঝারে
আজি আমি মধু—শুধু মধু!
বিন্দু বিন্দু করি ধীরে জমিয়া-গলিয়া
দাঁড়ায়েছি উদয়ের বঁধুয়া চাহিয়া!
উজ্জ্বল মধুর মুখে অধর-দয়ায়
চুমিছে গো রসাবেশে, পানিছে আমায়!
আজি নিঃসম্বল,
আজি আমি নাই আর—সবার সম্বল
আজি আমি একা,—আমি অকূল অতল!

যে তোমরা দেখিলে এ’, শুনিলে যাহারা,
আশিষ’—আশিষ’ মোরে ! এ আনন্দ ধারা
বাঁটিয়া-চুরিয়া লও, লুণ্ঠহ আমারে—
দানের ভিখারী আমি তোমাদের দ্বারে !
আমার এ পারাবারে সীমাহারা ডুবি’-গলি’ যাও !
জীব’ জীব’—চিরজয়ী হও !

৮

আনন্দে ভবলোক প্লাবিত হোক !
ধরণী পরিহর’ দূর পুরে সর’
দারুণ বিষ রিষ অঘ দুখ শোক !
শোভিত ফল ফুলে পল্লব-শ্যামলে
হাসহ গত-মল ভূতল লোক !
দিশি-দিশি ভব-বুকে নিত্য-সুরত-সুখে
চিত্ত-কমল ফোট’ লক্ষি’ অলোক !
নিত্য-যমুনা-জলে, স্বর্গ ধরাতলে
সুন্দরে সুন্দর সঙ্গত হোক !

নবম সর্গ।

[পরিশেষে]।

সত্য হতে আসে, আর সত্যে চলি যায়,
অপ্রকাশে থাকি' যায় প্রকাশের ব্যাজে—
এ'বিশ্ব জগৎ ময় সকল ছায়ায়
এইরূপে বুঝিতেন হৃদয়ের মাঝে

ঋষিগণ ; সেই রসে মজি' দুরাশায়,
সুরের ভিতরে করি ভাবের বোধন,
সঙ্কেতে-ঈঙ্গিতে শুধু আভাষ-ভাষায়
আমার বীণার তার করেছি বন্ধন।

কি গাহিনু এতক্ষণ! ফুটেছে কি তাহে
আমার-অতীত কথা—অজ্ঞাত প্রকাশ?
পাইলে কি প্রিয় নর, প্রাণের প্রবাহে
এ রহস্য-গাথা-গুপ্ত সান্ত্বনা-আভাস?

সে গুপ্ত রহস্য পানে সবার জীবন
সদা বহে ; এ জগতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কভু কি মাহেন্দ্র ক্ষণে উন্মিলি' নয়ন,
আপনার গুপ্ত কথা পারনি বুঝিতে ?

সত্য সে গুপ্তের মধু, স্তব্ধতার স্বর—
শুভ সে সুন্দর ধ্রুব, চিনিলে যাহায়
বিশ্ব যবনিকা এই স্বচ্ছ হয়ে যায় ;
প্রকাশে প্রত্যক্ষ নেত্রে সমুদ্র-লহর !

বিশ্বে তব হইতেছে সূর্য্যের উদয়
ফাটিয়াছে আঁধারের নির্ম্মম হৃদয় !
দিকে দিকে জ্যোতিঃ-রেখা পাইছে প্রকাশ—
আঁধার-দ্রাবিণী মহা-উষার আভাস !

কে গাহিবে গাথা তার ! কে সে ভাগ্যবান—
কাহার তন্ত্রীতে ফোটে প্রভাতের গান !
ফুটে উঠে বিশ্বগ্রাসী উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল !
ফুটে উঠে সৌরভের মদিরা উচ্ছল !

কুসুমে কে করিবেক সুরে পরিণত!
সুরেরে দেখাবে, সে-ও সৌরভের মত!
সৌরভে দেখাবে, উহা আলোক-উল্লাস,
এ বিশ্ব ভুবন যাহে করিছে প্রকাশ!

সে কবি এখনো পদ ফেলেনি ধরায়;
নিয়ত জগতে শত-সহস্র আভাসে—
সহস্র প্রসূনে ফুলে মুকুল-প্রয়াসে,
নিখিল ভুবন-আত্মা খুজিতেছে তায়!

* * * *

আমার অসাধ্য কথা দূরে-ভবিষ্যতে
মনের আয়তি মাঝে ধরিবে যে জন,
ফুটাইবে বাণী-মুখে আভাষে-ইঙ্গিতে—
আমি করিতেছি তারি নান্দী আয়োজন।

সকল ভাবুকে মিলি ভবের ভিতরে
করিছে ভাবিনী বিশ্বরমায় অঙ্কিত;
সে তন্ত্রে পাইব স্থান তিরিষা অন্তরে
কবি-কৃত্য নহে ঈর্ষ্যা-অসূয়া লাঞ্ছিত।

ভাব যবে জন্ম নিল কোলে ভারতীর,
সে মুহূর্ত্তে ধন তাহা নিখিল সৃষ্টির ;
সমস্ত মানব মতি মননের কোষে
পুষিতে লাগিল তারে, অপার হরষে !

তরু শাখে ক্ষণেকের প্রস্ফুটিত ফুল—
দেখিতেছি কোটি বর্ষ বয়স তাহার ;
যুগে যুগে কল্পে কল্পে, যার প্রাণ মূল
আসিয়াছে জন্মযাত্রা বাহিয়া অপার !

কে দেখিবে, কে বুঝিবে, দেখিবে চিন্তিয়া—
যে আজিকে স্ফুটমুখে ভেটিছে আমায়,
কত যুগ যুগান্তর এসেছে ঘুরিয়া
কত রূপে, ভুবনের হৃদয় গুহায় !

কার কাছে পাইল সে প্রথম উচ্ছ্বাস ?
বুঝি বা আমারি প্রাণে শত জন্ম দূরে,
বিলুপ্ত জাতির মাঝে, জনম-বিভাস
অবাক-বেদনা তার উঠেছিল স্ফুরে !

তারপর, ঘুরিয়াছে কত—কত কাল
আঘাতিয়া জগতের হৃদয়ের দ্বারে !
অকর্ত্রী বংশীর ধ্বনি, অগম্য রসাল !
ক্ষণপ্রভা আসে শুধু প্রাণের ভিতরে !

সে-ই বুঝি মহিয়সী বাণীর ভিতরে
বিকাশিছে, আপনারে পরিপূর্ণ করে
সর্ব্বরূপে, ভান তার উজ্জ্বল উদার !
সমুদ্রের বার্ত্তা আছে নয়নে তাহার !

আজি পুনঃ, হেথা হতে করি অনুভব,
জনমিছে অবিজ্ঞাত অব্যক্ত-বিভব
ভাবের হিরণ্যকলি হৃদয়ে আমার
অভিনব, শতযুগ সম্মুখে তাহার !

সে কভু না দিল ধরা বাণীর মুঠায় !
চকিতে প্রমেয় শুধু হৃদয়-গুহায় ;
শরতের ক্ষেত্র-শীর্ষে শ্যামলী-সীমায়
শিশু বায়ু লীলা-রেখা যথা রাখি যায় ।

* * * *

ভাবের সে মহা বার্ত্তা সুন্দরের মুখে
—সর্ব্বোপনিষদ-দুগ্ধ-নবনীত সার—
—এখনো আভায় পাই স্মৃতির কটকে—
একদিন এ ভারতে হইল প্রচার !

জনমিল বহুযুগ—যুগ-পূর্ব্ব দূরে
অপূর্ব্ব মনুষ্য এক, এই দেখা যায় ;
সমগ্র জীবন তার কথার আঁধারে !
আকূলে ভারতবর্ষ লোটাইল পায় !

কেহ বুঝেছিল তারে গুরু—নারায়ণ,
ঋষির শিরস্ক ঋষি, বীর হতে বীর !
—কভুবা নীরব গীতি যাহার জীবন,
কভু পাঞ্চজন্য, কভু ধ্বনি মুরলির !

গাহিবনা সেই কথা—প্রাচীন বিদ্যার
যুগে যুগে অব্যাহত অসাধ্য সাধিতে !
অগম্য অতীত যাহা জড়-ভাবনার,
বৃত্তান্ত মাঝারে তারে জড়িয়া ধরিতে

এই বুঝি, চিরকাল চক্ষে আপনার
আপনি গহন ছিল জীবন তাহার,
মর্ত্ত্যের কুহেলি-দেহে সূর্য্যবিম্ব প্রায়—
বিস্মরিতে নারে যে-ই আপন প্রভায়।

গাহিবনা তার কথা—যাহা সেই দিন,
ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-বিভায়
খুঁজেছিল কুতুহলে বঙ্কিম নবীন,
স্তম্ভিত ভকতি-ভরে নমিল যাহায়!

—পার্ব্বতী-হৃদয়ঙ্গম পুত্র, ঝটিকার
উন্মত্ত সে ক্রীড়া-সঙ্গী নবীন, যাহার
সুমহান্ ভাবাবিষ্ঠ হয়েছিল প্রাণ,
অকূলে কাঁদিল, খুঁজি কথার সন্ধান!

আমি গাহিবারে চাহি, সে মহাপ্রকাশ
ক্ষুদ্র এক পার্শ্বরেখা করিয়া বিস্তার,
বিম্বে-অনুবিম্বে রচি অলোক আভাস,
কি করিল ক্ষুদ্র এই মর্ত্ত্য বালিকার!

ক্ষুদ্রে বুঝি মহতের মাহাত্ম্য-মহিমে,
ক্ষুদ্রে স্ফুট অখিলের অখণ্ড সন্ততি ;
ক্ষুদ্রেই বরিষ্ঠ পন্থা পশিতে অসীমে ;
চিরকাল ক্ষুদ্রগ্রাহী মানবের মতি !

এস ক্ষুদ্র, মনোগম্য—মনোরম সখা !
স্থির কর, শান্ত কর ভীত-ক্ষিপ্ত মতি,
কর তুমি ভাবময়ী বিশ্বগ্রন্থ-লেখা,
অসীমের পথপানে অঙ্গুলি সঙ্কেতি' !

তারপর, অন্ত্য দৃশ্য—দৃশ্য সে অন্তিম,
সকল শেষের শেষ, সর্ব্ব-অবসান ;
স্বপ্ন-শেষ জাগরণ, অমৃত-মহিম
আগুনের সিন্ধুমাঝে তমিস্রা-নির্ব্বাণ !

ধীরে তোল দৃশ্যপট— আসন্ন সন্ধ্যায়
ঊর্দ্ধে নভে প্রকাশিছে সঙ্কেতের বাতি
দু একটী করি' বিশ্ব তামসী-সীমায় !
জাগ্রতের কাছে যাহা অর্থপূর্ণ অতি।

নিম্নে প্রভাসের ক্ষেত্র—মহা অবসান,
ধ্বংস-গত যদুবংশ, কালাগ্নি শিখায়,
অন্তরর অগ্নি-দীপ্ত বংশ বন প্রায়—
অহংকার রাক্ষসের চরম নির্ব্বাণ !

প্রত্যক্ষ সে আত্মহত্যা ;—যাহা নিত্যকাল
কালের ঐশিক অস্ত্র জঙ্গমে স্থাবরে,
উত্তরিতে আপনার ব্যাধির জঞ্জাল
ঘটে নিত্য সূক্ষ্মপুরে এ বিশ্ব ভিতরে !

আলোক-সংসর্গ-দৃপ্ত আঁধার নাশিতে
আক্ষেপি' পিঙ্গল জটা নাচে যবে কাল,
তাণ্ডব-সংঘট্ট-দীপ্ত—আকাশে মহীতে—
ধক-ধকি উঠে জ্বলি কল্পাগ্নি ভয়াল ;

ভূমিকম্পে-ঘূর্ণীবেগে দিকে দিগন্তরে
বিলেপি লেলিহশিখা, আক্রোশে গরাসি
ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম, একই চত্বরে
নির্দ্দয় বিচারে করে সমে ভস্মরাশি !

সেই ভস্ম-স্তূপ পরে নির্ম্মম বসিয়া
গম্ভীর নিস্তব্ধ মূর্ত্তি, ধরিয়া বিষাণ,
নিখিলের মহাশিবে ঈঙ্গিতে লক্ষিয়া
—ভব-অন্তরালে গুপ্ত—গাহে অবসান !

আজি সেই মহাদৃশ্য ! ভাবের অতলে
দিকে দিকে স্থিরমগ্ন আসি ঋষিগণ ;
সকল সমর-মাঝে—প্রলয়ের তলে
যাঁহারা অখণ্ড শান্তি করেন দর্শন।

আজি সেই মহাদৃশ্য—রথ রথীগণ
গজ অশ্ব পদাতিক পতাকী নিশান—
ধরণী দলিত যারা করি আস্ফালন—
ধৈর্য্য-ময়ী মার বক্ষে নিঃশেষে শয়ান !

ভীষণ কদর্য্য দৃশ্য ! যাহে পরিমাণ,
কত কাছাকাছি আজো মানুষে-পশুতে,
লক্ষ লক্ষ বরষের সমাজ-বিধান
বিফল নিষ্ফল কত নরের চরিতে !

সমুদ্র সহস্র ফণা করিয়া বিস্তার
　　সায়াহ্নের মণিদীপ্ত, সমাশ্বস্ত আশে,
অন্তর্গূঢ় ক্ষুধামোদে, গর্ব্বে আপনার
　　নিশ্চিত নির্ভর-মন্ত্রে ডাকিছে প্রভাসে!

এই শ্মশানের মাঝে প্রতিমা রমার
　　প্রশান্ত প্রতিভাময়ী কে ওই ললনা?
বিপুল বিমুক্তকেশী! কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার
　　শারদী শর্ব্বরী সম প্রতিভা-ভূষণা

কাহারে খুঁজিছে বালা? ভ্রমিছে নির্ভয়?
　　বিশাল পিপাসী দৃষ্টি আকুলে উজ্জ্বলে!
সৌন্দর্য্যের, মহিমার মণি প্রভাময়
　　সুনিবিষ্ট আপনার মৌন-মধ্যস্থলে!

মুখে তার সেই শান্তি ক্ষান্তি-তিতিক্ষার,
　　—সমস্ত জীবন-সিদ্ধ ঘন উপরতি
সংযত সংবৃত্ত, অন্তে ঘন বরষার
　　শরতে উজ্জ্বলা যথা নিসর্গ-মূরতি!

আজিকে খুঁজিবে বালা, লইবে বুঝিয়া,
এই দীর্ঘ জীবনের প্রশ্ন-সমাধান !
নিশ্চিন্ত প্রত্যয়-পুরে অজ্ঞাতে আসিয়া
মাঝে মাঝে বাজে যার বিদ্রোহ-বিষাণ !

মানুষের এ জীবন গূঢ় সন্ধি-স্থলে
সংশয় ও প্রত্যয়ের ; বৈষম্য সঞ্চয় ;
সকল প্রত্যয়-বক্ষে জাগে তলে তলে
উদগ্র-অঙ্কুর-জীবী গভীর সংশয় !

আজিকে বুঝিবে বালা—সংশয়ের পারে
মুখোমুখী জিজ্ঞাসিবে 'কে তুমি, কে তুমি ?'
জিজ্ঞাসিবে "কেন তুমি ভব অন্ধকারে ?
জড়িত এ জীবনের স্বপ্ন-প্রজ্ঞাভূমি "

"লোকে যাহা কহে প্রিয়, তাই কিগো তুমি ?"
"নয়নে যা দেখে প্রিয়, তাই কিগো তুমি ?"
"অথবা কি তাই তুমি, মহিমা-নিলয়
আভাসের পুরী হতে যা' বোঝে হৃদয় ?"

খুঁজিছে-খুঁজিছে বালা, জীবন ধরিয়া
　　নয়নে দেখিল যাহা, শুনিল যাহায়,
প্রবাদে বহিছে যাহা ভুবন ভরিয়া,
　　সবার সমস্ত মাঝে সঙ্গতি কোথায় ?

'কে দিলে শৈশবে দেখা মেঘ আড়ে থাকি ?'
　　'কে দিলে দেহের স্পর্শে আসি আলিঙ্গন ?'
'শিশু বংশীধারী হয়ে দিলে এত ফাঁকি ?
　　ভাসাইলে ভাব-রসে ওই বৃন্দাবন ?'

তারপর কি শুনিছে ? ভুবন জুড়িয়া
　　কার কথা গাথা-কাব্যে গীতে ইতিহাসে ?
এ-ই সর্ব্বোত্তম ভাবি চরণে লুটিয়া
　　পড়ে বিশ্ব ; কদাচিৎ সংশয় আবেশে

ছলিতেছে কারো মন ; জয়-কোলাহলে !
　　সকল সংশয় স্ফূর্ত্তি যেতেছে ভাসিয়া ;
একাকার সংশয় প্রত্যয় ; অন্তরালে,
　　নিবেদন খানি শুধু উঠিছে ফুটিয়া

খুঁজিছে খুঁজিছে বালা—সমস্ত জীবন
জ্বলিছে তৃষ্ণায় যার কিংবা বেদনায়,
জীবনের অন্য নাম যারি অন্বেষণ,
—বংশী-মুগ্ধা, মর্ম্মে বিদ্ধা হরিণীর প্রায়।

আজি সমুদ্রের তীরে হিয়া উদ্‌ঘাটিয়া,
পরকাশি দাঁড়ায়েছে বিশ্ব চরাচর!
বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড তার শোণিতে মাখিয়া
করিয়াছে দেবতার পানে অনশ্বর!

এ বিরোধ, এ জিঘাংসা, অশান্তি সমর,
এই ভ্রান্তি, আত্মহত্যা, হিংসা অনাচার,
তোমার বিরহ বিষে উন্মাদ প্রখর
নহে কি গো—হে দেবতা, নৈবেদ্য তোমার?

তব তৃষ্ণা বিশ্বলোক করে না ঘূর্ণিত
—ভব-মরীচিকা-ক্ষিপ্ত—হে জীবন-স্বামী?
সকল পাপের বাঞ্ছা, পুণ্যের লক্ষিত
সুগুপ্ত সে অজ্ঞাতেরে খুজিতেছি আমি!

খুঁজিছে ঘুরিছে বালা—আকুল অন্তরে,
নিহত আহতদের স্তূপে, স্কন্ধাবারে,
কালের সে ভুক্ত-শেষ আবর্জ্জনা-পুরে,
দিকে দিকে পরিত্যক্ত নিবেশে শিবিরে।

নাই সে, কোথাও নাই! মহাতৃষ্ণা লয়ে
হৃদয় যাহার তরে স্পন্দিত বিশাল!
নাহি সে কোথাও নাই! এক—যোগী হয়ে
নিখিল তাহারে আজি করেছে আড়াল!

হতাশে বসিলা বালা, বসিলা ভূতলে;
রুদ্ধ ভারাক্রান্ত যেন দমিল অন্তর;
যুগান্ত-সঞ্চিত রুদ্ধ পিপাসার তলে
সমগ্র বিশ্বের অশ্রু যেন একত্তর!

কি দেখিল অকস্মাৎ? কে হোথায় বসি?
কে ওই সমুদ্র-তীরে ধ্যান-নিমগন!
নাচে পায়ে, বাহু তুলি সিন্ধু ঊর্ম্মি-রাশি,
ঘেরি কারে ধ্যানমগ্ন বসি ঋষিগণ!

কে ওই সাগর-কূলে, উপাংশু মণ্ডিত
সন্ধ্যার কণক আভা কিরীটে শোভন!
কে ওই তমাল তলে, সমুদ্র-শিক্ষিত
অবাক্ গাম্ভীর্য্যে যার৷ দীক্ষিত-জীবন!

উন্মাদিনী মত বালা আসিলা ছুটিয়া—
কি দেখিলা? অপরূপ বাস-পরিহিত
অর্দ্ধ-গৃহী অর্দ্ধ-ঋষি, কে ওই বসিয়া?
কে ওই অজ্ঞাত, তবু চির-পরিচিত?

অর্দ্ধদেব অর্দ্ধনর, হিমগিরি হেন
—শির বিষ্ণুপদে যার, পদ অবনীতে—
পদে তার ক্ষত-চিহ্ন লাগিয়াছে যেন
বিদ্রোহী এ' সংসার-কণ্টকাবৃত পথে!

একি সে ধ্যানের মূর্ত্তি? একি সে মোহন?
শৈশবে দেখিল যারে মেঘের অন্তর!
হিয়া সাগরের চন্দ্র এই কি সে ধন?
কত স্বতন্তর, আহা কত একতর!

"তুমিই কি সেই!"—

অকস্মাৎ ওকি প্রশ্ন! অতল মথিয়া,

সমগ্র জীবন যেন একদা সঞ্চিয়া!

বহে যাহে—মহাপ্রাণ প্রশ্ন সে এমনি—

সমুচ্চ প্রাণের কণ্ঠে ধ্রুবলোকে ধ্বনি!

বাহিরিল ওকি কথা? উচ্ছ্বাসে অধীর,

সকল পিপাসা-ভাষা-জিজ্ঞাসা-সন্বিত

গভীর সে—যুগ যুগ-সংগ্রহে গভীর—

"তুমিই কি সেই!" প্রশ্ন হ'ল উচ্চারিত!

মুহূর্ত্তে জগৎ যেন হইল বিজন—

শান্ত বিশ্ব সাগরের তরঙ্গ হুঙ্কার;

"তুমিই কি সেই?" পুছি, বিস্ফারি নয়ন,

দাঁড়াইলা আসি বালা সীমায় তাহার!

ফেলিলা নয়ন যেন অসীমে অশেষে!

ধৃষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ সম, সমগ্র হৃদয়

নয়নে সঞ্চিত করি' অগম্য আকাশে

ফেলিয়া পিপাসী দৃষ্টি নব জ্যোতিঃ-আশে।

দেখিল, ধ্যানস্থ মূর্ত্তি সহসা গভীর
মন্থিত সাগর সম উদ্যত গম্ভীর!
কি কহিল? কি শুনিল? অপূর্ব্ব ঘটনা—
দেখিল-কি-শুনিল সে! অলোক ব্যঞ্জনা

ও কি হাসি মুখে তার! দিব্য প্রকাশিনী,
চিত্তে স্ফুট ভাষাময়ী, বিশ্বে অনুপমা!
ওতপ্রোত বিশ্বলীলা! সমুদ্র-স্নায়িনী
অংশুমতী যেন ওই গোধূলির যথা;

কি শুনিল?—"আমি সে-ই"! যেন অনাশ্রিতা
ঝাঁপিলা অমনি বালা আকুলে, উন্মুখে;
পঞ্চ স্রোত-সমারম্ভা সিন্ধু নদী সথা
তরঙ্গ-তরসে ঝাঁপে সাগরের বুকে!

ঝাঁপি' সাগরের বুকে হয় একাকার—
রেণু রেণু সম্মিলিত, মিলন রভসে!
হাস্যে ভরা দিশা-হারা আত্মহারা-কার
সলিল-উচ্ছ্বাসে রঙ্গে আনন্দ উল্লাসে!

তেমনি ঝাঁপিলা বালা। পলকে অমনি
　　প্রাণ যেন উত্তরিল নিঃসংশয়-পুরে—
এ আকাশ, এ প্রকৃতি নিখিল-জননী
　　বসনের সম কারে আছিল আবরে'!

চাহিল নয়নে তার—গভীরে অপারে!
　　সীমাশূন্য আনন্দের সাগর মহৎ!
কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য রেণুঘনাকারে!
　　—পলকে সৃজনলয়ী অনন্ত জগৎ!

প্রাণান্ত চুম্বন এক—প্রচণ্ড রভসে
কোথা গেল, কি বুঝিল! একই নিমেষে
উৎপতিল যেন প্রাণ মহাজ্যোতিঃ দেশে!
উত্তরিল যেন এক—পলক-পুলকে
তমঃ-সিন্ধু! এক মহা বিজলী-চমকে,
—যে চমকে মেঘকায়া ভিন্নগ্রন্থি পড়ে বিগলিয়া
বিধূম আনন্দ-বাষ্পে দিকে-দিকে সলিলে ভাঙ্গিয়া-
ফাটিল হৃদয়-বন্ধ, উচ্ছ্বাসী প্রকরে
ছুটিল নিরুদ্ধ উৎস আলোক সাগরে!

উপজিল মহাধ্বনি! ধ্যানে ঋষিগণ
সে ধ্বনি অন্তর-কর্ণে করিলা শ্রবণ
কোটী বজ্র-ধ্বনি জিনি'—প্রসহ্য মিলনে
আকাশের মহাজ্যোতিঃভূমি-সূতা সনে!

যে ধ্বনি গুপত সর্ব্ব মিলন ভিতরে,
ঋষিগণে দেখে যাহা বাহিরে—অন্তরে;
ব্রহ্মাণ্ড-স্ফোটন করী, বিশ্ব-বিদ্রাবিনী,
হৃদয়-হ্লাদিনী মহা প্রণয়-রাগিণী!

কি ঘটিছে, কি দেখিছে ধ্যানী ঋষিগণ!
মূরছি পড়িল কেহ, হ'ল বিচেতন;
থামিল বিশ্বের বৃত্তি!—মুহূর্ত্ত মহান্!
মহাপথে জীব আত্মা করিছে প্রয়াণ!

জ্বলিল অলোক অগ্নি! আভামূর্ত্তি ধরে
সে অগ্নি আনন্দরূপে এ'বিশ্বে বিহরে,
যে অগ্নি আলোক রূপে, প্রীতি-প্রৈতিরূপে,
গড়েছিল সে নারীর ক্ষুদ্র-বিশ্ব কূপে!

আজি সেই ক্ষুদ্র-বিশ্ব, যেন ডিম্বপ্রায়
প্রাণানন্দে 'ফট্' শব্দে দ্বিধাহয়ে যায়!
জ্বলিল রে মহাবহ্নি! ধা ধা দিক্‌ব্যাপি'!
উত্তরঙ্গে ঊর্দ্ধশিখে, ব্যোম-দেশ ছাপি'!

জ্বলি উঠে মেঘমালা তুলারাশি প্রায়!
প্রজ্বলিত হয়ে বায়ু দিশি দিশি ধায়!
সমুদ্র আবর্ত্তে ঘন প্রলয় হুঙ্কারে
সে আগুন ছুটে গিয়ে সৌরলোকে ধরে!

জ্বলে চন্দ্র, জ্বলে তারা, জ্বলে দিবাকর!
জ্বলে ধ্রুব তারা-লোক! আপনি অম্বর
জ্বলিয়া গলিয়া পরে বস্ত্রের মতন,
যে ছিল তাহারে করি নিত্য আবরণ!

তারপরে—অনাবৃত সত্য সন্নিধানে,
অগ্নির বিধানে, সেই জ্যোতির বিধানে—
সীমা অসীমায় লীন, বারিবিন্দু নিলীন সাগরে!
ভূমা স্থির চিদানন্দে, চিরকাম্য মধুরে-সুন্দরে!
অনন্ত পরমা শান্তি! বিন্দু সিন্ধু-ময়—
শান্ত-শিব-অদ্বৈতের স্বরাজ অক্ষয়!

কি ঘটিল, কি দেখিল—যেন জীবগণ
স্বপনের দেশ হতে মেলিল নয়ন!
এতক্ষণ কাটিল কি অতথ্য-বিলাসে
স্বপ্নরসে, সুবিচিত্র ছায়া-মদালসে?

কারো কাছে হল ইহা পরম প্রকাশ;
কারো কাছে স্বপ্ন সম অলীক বিন্যাস;
কেহ সংশয়িত চিত্ত বিতর্ক-বিস্তরে
লাগিল ঘুরিতে, আরো অন্ধ অন্ধকারে!

নিরখিল দ্রষ্টাগণ—ব্যাপিল অম্বর
কোটি সূর্য্য প্রভ জ্যোতিঃ, যেন মূর্ত্তিধর!
ধরা-অন্ধকার হতে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া উত্থান
নারী মূর্ত্তি গেল ছুটি—আলিঙ্গিলা--লভিলা নির্ব্বাণ!

প্রকাশ' প্রকাশ' দেব! খোল আবরণ—
বিশ্ব হতে অনিবার উঠে ওই স্তুতি!
তিলমাত্র অগ্রসরি' করিতে দর্শন
নিজের বাহিরে আসি'—কারো নাহি মতি।

কে আসিবে—প্রকাশিবে ? গগনের নীল
এ নহে আমারি আত্ম-কৃত আবরণ ?
এ যবনী, আবরণী—আড়াল অখিল—
আলোক-বিদ্রোহ-বাদে আমারি রচন ?

বিশ্বমাঝে আসে যদি, না হয় বিশ্বাস ;
প্রবেশি দেখিতে কভু না হয় প্রয়াস।
নিত্যকাল আঘাতিছে হৃদয়ের দ্বারে
কত রূপে, কত ভাবে আলিঙ্গন তার ;
ওতপ্রোত প্রকাশিত ভিতরে বাহিরে ;
নিত্য সুপ্রকাশ—কিবা প্রকাশিবে আর !
মূঢ় অহংকারে, অন্ধ দিবা-ভীতি বশে
অন্ধকারে প্রীতিশীল, জড়িমা-আগার
চাহেনা জানিতে প্রাণ তারি আসে-পাশে
প্রতি বস্তু খুলিয়াছে আলোকের দ্বার !

কতই নিগূঢ় আহা, এই হৃদয়ের
অতর্কিত জ্যোতিঃ-ভীতি ! প্রভাবে যাহার
লক্ষ কোটী বর্ষ ধরি সুধা-সাগরের
তীরে বসি, মরিতেছে এ'বিশ্ব সংসার !

চিরদিন করে নর তবু পৃথিবীতে
তৃষ্ণাতুর, দৃষ্ট মাঝে অদৃষ্টে চিন্তন ;
ভাগ্যবানে পায় শুধু সুপ্রতীক চিতে
সত্য-সমুদ্রের ঘন উচ্ছ্বাস গহন।

এ সংসার অন্ধপুরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে—
সত্যেরে খুঁজেছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কেহ তারা, শূন্য হাতে ফিরে নাই ঘরে।

প্রত্যয়ের নাহি কিছু প্রণালী প্রকার—
পদপরম্পরাহীন প্রবৃত্তি সর্ব্বথা ;
চকিতে সে হৃদয়েরে করে অধিকার
বিদ্যুদ্দাম সম তার আকস্মিকী প্রথা।

আকাশ অঙ্গনে রত রশ্মিশিশু দলে
আহ্বানিলা নিজ কোলে অস্তগামী রবি
অনিচ্ছুক রশ্মিগুলি ধীরে ধীরে চলে
মেঘমালা মুখে মাখি রাঙ্গা-চুম-ছবি !

কেহ বা অতৃপ্ত প্রাণে গিয়ে কিছু দূর
বাহুড়িয়া ফিরে পুনঃ, আসে পাছে ভাসি ;
বিবশ বিহ্বল বুকে যায় ক্ষুধাতুর
বীচিমুখে তরুবুকে শৈলশিরে লাগি' ।

নীরব বিটপে পাখী, নিস্তব্ধ সমীর,
অন্তর তরঙ্গভরে স্তম্ভিত সাগর ;
জগত সন্ধ্যায় মগ্ন ; ভিতর বাহির
শব্দহীন অর্থভরে ; সমাধি নিথর !

গভীরে ভিতরে ডাকি ইন্দ্রিয় সকলে
ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ—নয়ন স্তিমিত ;
সিন্ধুসহ মহা-সিন্ধু-সঙ্গমের স্থলে
ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে হইল মিলিত ।

অসীমের দেশ হতে আজি অভ্যাগত
জ্যোতির ইঙ্গিত নব দুয়ারে আমার !
আহ্বান করিতে তারে হয়েছি বিব্রত ;
নাহি জানি সে দেশের ভাষা ব্যবহার ।

চিরজন্ম সংবর্দ্ধিতা ভারতী আমার
সুমনাঃ বরণ লয়ে ভেটিতে তাহারে,
ফিরেছে মলিন মুখে ; অহংকার তার
বিগলিত হয়ে গেছে নয়ন আসারে!

হে অগম্য ক্ষণপ্রভা, অতিথি সুন্দর,
এ গৃহ অযোগ্য তব, তাই কি চলিলে?
এ জনম বৃথা গেল—জন্ম জন্মান্তর
আর কি পাবনা তোমা কভু কোন কালে?
ধারণা সুমেরু-ভূমে হৃদ্‌পদ্ম-পরে
সকল-শেষের শেষ ধরিতে তোমারে!

কথায় আসিল যাহা, অকথিত রয়ে গেল আর,
প্রকাশিল বাণী-দর্পে ঈঙ্গিত ও প্রতিভা যাহার
সকলি তোমার হোক, প্রিয় অহে প্রেমিক সুজন,
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের তব ব্যক্ত হোক মিলন বন্ধন।

সমাপ্ত।



বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ।

১। সিন্ধু-সঙ্গীত (২য় সংস্করণ) মূল্য ॥০ মানবাত্মা কর্ত্তৃক, সত্য প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সাধনায়, বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে বিশ্বলোকে অভিযানের কাহিনী।

২। শৈল-সঙ্গীত—মূল্য ১৲ মানবাত্মা কর্ত্তৃক প্রেম স্বাধীনতা ও ধ্যান পথে, সত্য ও সৌন্দর্য্যের সাধন পথে অনন্তপদ অন্বেষণের কাহিনী।

৩। সাবিত্রী (নাট্যকাব্য) মূল্য ১॥০—শান্তি রসাস্পদ তপোবনের অধ্যাত্মলোকের মহাসমর কাহিনী। মানব প্রেম, যেরূপে শুষ্ক জ্ঞান বৈরাগ্য ও মহামৃত্যুকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজের জন্য অনন্তপদ অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ঘটনাচিত্র। ভাব সত্য ও সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত নিরূপণে, সূক্ষ্ম ও উদ্দেশ্য-গভীর চরিত্রাঙ্কনে বিংশ শতাব্দীর প্রকাশমান কাব্য সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতের

শিক্ষা দীক্ষা, লোকাদর্শ এবং ঋষি-জীবনের মহিমান্বিত চিত্র পট।

সাবিত্রী সম্বন্ধে অভিমত।

ভূতপূর্ব্ব জষ্টিশ স্যার গুরুদাস বানার্জি লিখিয়াছেন—ভাষার সৌষ্ঠবে, ও ভাবের গৌরবে কাব্যখানি অতি উপাদেয়; সাহিত্য-জগতে নিশ্চয় সমাদৃত হইবে।”

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

আপনার ভাষা ও কাব্য কলা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য; কাব্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী শ্রীর যেই আদর্শ খাড়া করিয়াছেন, তাহাও আপনার লেখনীরই উপযুক্ত।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

আপনার কবিত্বশক্তি ও চিন্তাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বঙ্গভাষায় বোধ হয় এরূপ উদ্যম এই প্রথম। ৫ম অঙ্ক বড়ই চিত্তহারী।

নব্যভারত। আমরা অনেক নাটক পড়িয়াছি, কিন্তু সুরুচিপূর্ণ এরূপ নাটক পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। লিপি-চাতুর্য্যে এই গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার এদেশে

অভ্যুদিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভাব-সৌকর্য্যে, ভাষা-সম্পদে এবং সুরুচি-সঙ্গমে ইঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি এদেশে বিরল। পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে এত বিহ্বল হইতে হয় যে, শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। এরূপ গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়, সেই ভাষার গৌরবই শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। "সাবিত্রী" ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

এই পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, কোন স্থান রাখিয়া কোন স্থান উদ্ধৃত করা যায় না। মৃত্যু এবং সাবিত্রীর কথোপকথনে যে কবিতা ফুটিয়াছে,তাহা যে কোন সাহিত্যের যোগ্য। তাহা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকারের লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

সংশোধনী—ভাবের মৌলিকতায়, ভাষার শক্তি ও স্বচ্ছতায় কবি শশাঙ্ক-মোহনের "সিন্ধুসঙ্গীত" "শৈল সঙ্গীত, এবং "সাবিত্রী" বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, বর্ত্তমানে নহে, ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে, আধুনিক অনেকবাক্যবহুল স্বল্পার্থব্যঞ্জক

কবিতা ভুলিয়া গিয়া সকলে শশাঙ্ক-মোহনের স্বাধীন ভাবো-দ্দীপক কাব্যচয়ের সংবর্দ্ধনা করিতেছে। কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল। আত্মভোলা হৃদয়ের প্রথম পরিচয় তাঁহার "সিন্ধু-সঙ্গীত" বাণীচরণে সদ্য-বিকশিত প্রথম গোলাপ। "শৈল-সঙ্গীত", সেই নবোল্লসিত ভাবুক হৃদয়ের অপরাজিতা, স্বদেশের উদার সৌন্দর্য্যগীতি। চট্টল-গৌরব কবি নবীনচন্দ্রের যেমন "রঙ্গমতীতে", শশাঙ্কমোহনেরও "শৈল-সঙ্গীতে" পার্ব্বতী জন্মভূমির হৃদ্‌ছায়া প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। এবং সেই হবির্হোমগন্ধী 'সাবিত্রী"তে কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতি-ভার উন্মেষ হইয়াছে মাত্র, বাণীচরণে উহা তাঁহার প্রেম-করোজ্জ্বল রক্তজবা। আমরা সেই প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তি দর্শনাভিলাষে তাঁহার দিকে সোৎসাহে চাহিয়া আছি, যখন তিনি সিদ্ধকাম হইয়া ভারতীর পদতলে পূর্ণ অর্ঘ্য শতদল প্রদান করিবেন।

জ্যোতিঃ—ভারতের ফুল ফল-পল্লবপূর্ণ রম্যকানন হেম-ন্তের শিশিরপাতে বিশুষ্ক শ্রীহীন হইয়া পড়িলে, বিদেশের 'সিজন ফ্লাওয়ারের' প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু সেগুলির

চাকৃচিক্য ক্ষণস্থায়ী। এহেন সময়ে প্রাণমনোদ্বুদ্ধকর সুরভি-কুসুমের আবির্ভাব নিতান্তই দুর্লভ ও অপার্থিব মনে হয়। কবিবর শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী" কাব্যখানি পাইয়াও বাস্তবিক আমাদের তেমনই মনে হইয়াছে। ইহা অতি দুর্লভ পদার্থ। কতদিন ধরিয়া খাঁটি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে না। "সাবিত্রী"র কবি শশাঙ্ক-মোহন 'সিন্ধুসঙ্গীতে' ও 'শৈলসঙ্গীতে' কবিত্বের সমুচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া কোন আবশ্যক নাই। তাঁহার এই নূতন কাব্যগ্রন্থে কবির লক্ষ্য কি ? নিরবচ্ছিন্ন সত্যব্রতধর হইয়াও মানুষ কিরূপে জীবনের সাধনপথে অহঙ্কার ও শুষ্কতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে মহামৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে ও পরিশেষে প্রীতিভক্তিরূপিণী সাবিত্রী কিরূপে তাহাকে অনিবার্য্য মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন, এই নাটকের অন্তস্তত্বে সত্যবান ও সাবিত্রীর সেই পরম মহনীয় মিলন প্রতিভাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর লক্ষ্য করিয়াছেন,—নাট্যকলার ও কাব্যকলার শিল্পাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—এই নাটকের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ঋষিযুগ,ঋষি-

জীবন, তপোবন, তপোবনের অপূর্ব্ব শিক্ষা দীক্ষা প্রণালী, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভূমা-মহতের উপাসনা, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন, সংসারধর্ম্ম, দাম্পত্যধর্ম্ম, ভারতীয় ঋষিদৃষ্ট পতি পত্নির যোগমার্গ, প্রেমভক্তির জয়—প্রথমতঃ শুষ্ক বৈরাগ্যের উপর, পরে তাপদগ্ধ সংসারের উপর, পরিশেষে একপ্রাণতার সাধনায় সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুর উপর বিজয়লাভ—প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন।

বাঁকুড়াদর্পণ—"সিন্ধুসঙ্গীত," ও "শৈলসঙ্গীত" কাব্য লিখিয়া শশাঙ্কমোহন বঙ্গীয় কবি সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁহার রচিত অভিনব গ্রন্থ "সাবিত্রী" সমালোচনার্থ উপহার পাইয়া সুখী হইয়াছি। ইহা কাব্যকারে লিখিত উপাদেয় নাটক। ভারতের রমণী-শিরোমণি সাবিত্রীর পুণ্যকাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক খানি লিখিত। উপযুক্ত বিষয়, যোগ্য কবির হস্তে পড়িয়া বড়ই শোভনীয় হইয়াছে—মণি কাঞ্চনের এরূপ সংযোগ দেখিলে কাহার না আনন্দের সঞ্চার হয়? কি ভাষার সৌন্দর্য্যে, কি ভাবের মাধুর্য্যে, কি ছন্দের মধুর

ঝঙ্কারে, কি চরিত্র বিকাশে, গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। নাটক খানির প্রতি পৃষ্ঠা পাঠ কালে মনে হয়, আমরা যেন তপোনিষ্ঠ প্রাচীন ঋষিকুলের নিভৃত আশ্রমে, পুণ্য-গীত শুনিয়া শুনিয়া অনাবিল আনন্দ উপ-ভোগ করিতেছি। নায়ক-নায়িকা-সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির উক্তি-প্রত্যুক্তিময় পদ্যগুলি কবি-বৈভবের সমুজ্জ্বল নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই, কাব্য বলিয়া অভিহিত হইলে "সাবিত্রী," কাব্য নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছে; চরিত্রের ভাবময় উচ্ছ্বাসময় চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কিত হওয়ায় গ্রন্থখানির নাটকত্বও রক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি শিক্ষিত সমাজের সমাদরের দাবী করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

প্রতিভা—সাবিত্রী নাটকে পাঁচটী অঙ্ক এবং উহার প্রত্যেক অঙ্কে পাঁচটী করিয়া দৃশ্য। দৃশ্যগুলিতে পর্ব্বত, তপোবন, রাজধানী, রাজান্তঃপুর প্রভৃতি চিত্রিত। এই গ্রন্থখানি নাটকাকারে লিখিত হইলেও ইহা একখানি মহাকাব্য। সাবিত্রীতে একটা শান্তি, একটা সংসার-বিরতি, একটা ধর্ম্মের বন্ধন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান; সাবিত্রী

খাঁটী হিন্দু আদর্শের গ্রন্থ ; উহার আদর্শ শকুন্তলা, উত্তর-চরিত।

সাবিত্রী উপাখ্যানের তাৎপর্য্য প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রতিপাদন। সাবিত্রী নাটকে মূল উপাখ্যানের এই ভাগ অতি বিশদ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্যবানের গুরু ঋষি উদ্দালক বলিতেছেন :—

আজি এক দিন
প্রেম ও মরণ দোঁহে হবে সম্মুখীন!
দেখিব, কে জিনে বলে ; দেখি বিশ্বমা'র
ছায়াবহ নারীপ্রাণ কত শক্তি ধরে!
অয়ি স্থবীয়সী ধরা, সৃষ্টিকাল হতে
দেখেছ কি এই মত সম্মুখ সংগ্রাম ?

সাবিত্রীর ঐকান্তিক প্রেমে পরাভূত হইয়া মৃত্যু বলিতে-ছেন :—

পবিত্র ধরণী
তোমার চরণ স্পর্শে! পরিতুষ্ট আমি,
পরাজিত মৃত্যু আমি তোমার নিকটে

সুবর্চ্চসে ! নিত্যকাল হেন পদ্মাজয়
খুঁজিতেছি ক্ষুব্ধ মনে মানবের দ্বারে
নিরাশ্বাসে !

ভাবগ্রাহী সাহিত্যিকদিগের নিকট শশাঙ্কমোহনের সাবিত্রী বঙ্গসাহিত্যের একটী স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা পড়িতে পড়িতে বেদ, উপনিষৎ, বেদান্ত, শকুন্তলা, রঘু, উত্তরচরিত প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর স্থানগুলি মনে পড়ে। সাবিত্রীতে অনেক সুমার্জ্জিত হৃদয়স্পৃক্ কবিতা আছে। উহাদের ভাব উচ্চ, ভাষা অনাবিল। কবি সংস্কৃতে সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন।

"সাবিত্রী" শ্রেষ্ঠকাব্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। আমরা সাবিত্রী পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। শশাঙ্ক বঙ্গীয় কাব্যে মধু ক্ষরণ করিয়া দীর্ঘজীবী হউন, এবং বঙ্গ নরনারী তাঁহার উচ্চ মহান্ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ভারতী—"মৌলিকতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়াছি ; পৌরাণিক কাহিনী হিসাবেও সুখপাঠ্য।

বঙ্গবাসী—কবিত্বের বেশ পরিচয় পাইয়াছি—

ভূতপূর্ব্ব যষ্টিস সারদা চরণ মিত্র—সাবিত্রী সাহিত্য-সংসারে নিশ্চয়ই আদৃত হইবে। ৫ম অঙ্ক বড়ই চিত্তাকর্ষক ; দুইবার পড়িলাম।

শৈল্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে অভিমত—

প্রবাসী।—সমালোচন ব্রত গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাটিতে ঘাটিতে যখন একটী রত্ন মিলিয়া যায়, তখন সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। শশাঙ্কমোহনের 'শৈলসঙ্গীত' এত কাল পড়ি নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ইহার প্রতিটা কবিতা নিজস্ব, ভাবের প্রবাহ বেগ, ছন্দের তরলতা ও শব্দবিন্যাসের সরস মাধুর্য্যে পূর্ণ।

নব্যভারত।—শশাঙ্কমোহন একজন প্রকৃত কবি। তাঁহার সিন্ধুসঙ্গীতে তাঁহার প্রস্ফুট প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছি, এই পুস্তকে তাহার বিকাশ-সৌন্দর্য্যে আরো মোহিত হইয়াছি। এই কবির গ্রন্থ উপহার পাইয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি। এইরূপ কবি বঙ্গদেশের গৌরব। তাঁহার "জন্মভূমি' কবিতাটি এত সুন্দর হইয়াছে

যে, মনে হয়, এই একটী কবিতা লিখিলেই তিনি অমর হইতে পারিতেন।

আর একটী কথা বলা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়। শাস্ত্রী শিবনাথ ধার্ম্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার কবিতায় যে সাত্বিকতার পরিচয় পাই নাই, শশাঙ্কমোহনে তাহা পাইয়াছি। ধার্ম্মিক চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলিতে যে সাত্বিকতার আভাষ পাওয়া যায়, শশাঙ্কমোহনে তাহারই জমাট ভাব পরিলক্ষিত হয়। তুলনা অসম্ভব; কিন্তু শশাঙ্কমোহনের লেখা এদেশের কোনা কবিরই অযোগ্য নহে। শশাঙ্কমোহন যে পথে অগ্রসর হইতেছেন, সে পথের পথিক এদেশে অধিক নাই। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, শশাঙ্কমোহন ওয়ার্ড-সোয়ার্থের ন্যায় সাত্বিক ভাব-সাধনায় অমরত্ব লাভ করুন; এবং তাঁহার কবিতায় দেব আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।—শৈলসঙ্গীতের ধ্যানভাগের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। 'সন্ধ্যা' ও 'ছায়া' এই দুইটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হইল। এই কবিতাদ্বয় যেমন সুমিষ্ট, তেমনিই সুগভীর ভাবপূর্ণ। এই

সন্ধ্যার অন্ধকারে, এই ছায়ার অন্তরালে যেই অনির্ব্বচনীয় আলোক আছে, জীব সর্ব্বক্ষণ তাহারই অন্বেষণ করিতেছে। দার্শনিক জ্ঞানমার্গে চিন্তার কষ্টে, ও কবি ভক্তিমার্গে কল্পনার সুখে শুভক্ষণে তাহা কখন কখন দেখাইয়া দিতেছেন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি বঙ্গসাহিত্যে পরমার্থ জ্ঞান বিস্তার করিয়া ধন্য হউন।

৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন—তোমার"সাঁতার""স্বাধীনতা" "মোহিনী" এবং "মোহিনীর" পরবর্ত্তী কবিতাগুলি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল, উহারা কেবল "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" এমন নহে, মরমে একটা ছবি রাখিয়া যায়। উহাই আমি কবিতার সার্থকতা মনে করি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মোহিনী প্রতিভায় জন্মভূমির মুখ সমুজ্জ্বল হউক।

প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী অথবা কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়, অথবা আশুতোষ লাইব্রেরী চট্টগ্রাম; অথবা আমার নিকট।

শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন

সদরঘাট, চট্টগ্রাম।